যোগাযোগ ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে জাদুঘর : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

Museums as a Centre of Communication and Education : The Bangladesh Perspective

যোগাযোগ ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে জাদুঘর : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

Museums as a Centre of Communication and Education : The Bangladesh Perspective

পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ

এ কে এম শামসুল আরেফিন
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মে ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

যোগাযোগ ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে জাদুঘর : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

Museums as a Centre of Communication and Education : The Bangladesh Perspective

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক
প্রফেসর, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক
ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
এ কে এম শামসুল আরেফিন
রেজি নং ৫৬ / ২০১১-২০১২
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মে ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এ কে এম শামসুল আরেফিন কর্তৃক উপস্থাপিত 'যোগাযোগ ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে জাদুঘর : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমাদের তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নি।

ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক
প্রফেসর ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৪.০৫.১৫

ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ
প্রফেসর ও গবেষণা যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, 'যোগাযোগ ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে জাদুঘর : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণার ফল। আমার জানামতে এ শিরোনামে ইতঃপূর্বে কোথাও কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয় নি। পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত এ থিসিস-এর অংশ বিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

১৪.০৫.২০১৫

এ কে এম শামসুল আরেফিন
পিএইচ. ডি. গবেষক
রেজি নং ৫৬ / ২০১১-২০১২
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা

যে কোনো গবেষণাকর্ম যৌথ প্রয়াসের ফসল। এটি কখনও কারও একক প্রচেষ্টায় সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। 'যোগাযোগ ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে জাদুঘর : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক গবেষণার নানা পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতার ফলেই কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

যাঁদের অপরিসীম সহযোগিতা ও অনবদ্য ভূমিকা গবেষণাকর্মটি বর্তমান কলেবরে রূপায়ণ প্রক্রিয়ার অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে এমন কতিপয় শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সুহৃদ এবং অগ্রজ ও অনুজপ্রতিমের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। বিশ শতকের শেষে এবং একুশ শতকের গোড়ার দিকে আমি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে কর্মরত ছিলাম। সে সময়ে আমি জাদুঘর পরিদর্শনে আসা নানা শ্রেণি-পেশার দর্শকদের মধ্যে যোগাযোগ ও শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া অনুভব করি। যোগাযোগ বিষয়ের ছাত্র হিসেবে আমি অনুধাবন করি যে, উপস্থাপিত নিদর্শন দেখে দর্শক নিজের মধ্যে একধরনের শিক্ষা লাভ করেন যদিও সেটি প্রচলিত শিক্ষা লাভের প্রেক্ষিত থেকে ভিন্নতর। এভাবে দর্শক মনে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের একটি সেতুবন্ধন রচিত হয়ে যায় যার পুরো প্রক্রিয়াটিই যোগাযোগের আওতাভুক্ত। বিষয়টি আমাকে গবেষণায় ব্রতী হতে প্রণোদনা জোগায়।

প্রথমেই গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক-এর নিকট আমার মনোভাব প্রকাশ করি। একইসঙ্গে প্রখ্যাত ফোকলোরবিদ ও সাহিত্যিক শামসুজ্জামান খান এবং জাদুঘর-বিশেষজ্ঞ ড. ফিরোজ মাহমুদের পরামর্শক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. হেনরি গ্লাসির সঙ্গে যোগাযোগ করি। প্রফেসর গ্লাসি আমার প্রস্তাবিত গবেষণা অভিসন্দর্ভের রূপরেখা পাঠে মুগ্ধ হন এবং ড. আরেফিন সিদ্দিক-এর সঙ্গে যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। প্রফেসর ড. আরেফিন সিদ্দিককে তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রফেসর ড. হেনরি গ্লাসিকে যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক করে আমার পিএইচ. ডি. কোর্সের প্রাথমিক কাজ আরম্ভ হয়। কিন্তু এই সুখপর্ব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। আমার ব্যক্তিগত নানামাত্রিক অসুবিধা ও বিপর্যয়, ড. আরেফিন সিদ্দিকের শিক্ষকতার পাশাপাশি নানামুখী ব্যস্ততা এবং প্রফেসর গ্লাসির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতায় অনেক কালক্ষেপণ হয়ে যায়। এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সুযোগ্য প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ আমার গবেষণাকর্মের যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করে আমার পিএইচ. ডি. গবেষণার সফল পরিণতি ত্বরান্বিত করেন। তখন

Dhaka University Institutional Repository

গন্তব্যের বাতিঘর আমার চোখের সামনে সুস্পষ্ট। কিন্তু তার মধ্যেও যে স্থাপিত হয়ে আছে অত্যন্ত কঠিন এক পথ-পরিক্রমার নির্মোহ শাসন। আমার বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের চাকরি থেকে অব্যাহতি নিয়ে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে যোগদান এবং ড. আরেফিন সিদ্দিকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণের ব্যস্ততায় গবেষণাকর্মের অখণ্ড মনোযোগে বাধার প্রাচীর নির্মিত হয়। প্রাচীর ডিঙানোর এ উদ্ধারপর্বে আমার কাণ্ডারি সেজেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের কতিপয় তরুণ শিক্ষক। আর নেপথ্যে প্রেরণা যুগিয়েছেন অনেকেই। ড. আবদুর রাজ্জাক খান, রোবায়েত ফেরদৌস, ড. এ এস এম আসাদুজ্জামান, শবনম আযীম প্রমুখের নিরলস সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা এককথায় তুলনারহিত। বিভাগীয় চেয়ারপার্সন প্রফেসর আখতার সুলতানা যথাসময়ে দু' দু'টি সেমিনারের ব্যবস্থা করেই তাঁর দায়িত্ব সমাপ্ত করেন নি। নানা প্রতিকূলতার মাঝে তিনি যদি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডসমূহ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সহৃদয়তার সঙ্গে সম্পন্ন করতে সহযোগিতার হাত প্রসারিত না করতেন, তাহলে আমার পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ জমা দিতে পারতাম কিনা সন্দেহ। আমি তাঁদের সবার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে ড. আরেফিন সিদ্দিকের অব্যাহত তাগিদ ও নির্দেশনামূলক পরামর্শ ছাড়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ গবেষণা সম্পাদন করা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব এবং দুরূহ ছিল। আমার অপারগতাগুলো উপেক্ষা করে তিনি প্রতিনিয়ত আমাকে সঠিক পথে পরিচালনার সাহস ও শক্তি যুগিয়েছেন। এ সময়ে বিভাগীয় শিক্ষক প্রফেসর ড. সাখাওয়াত আলী খান, প্রফেসর ড. গোলাম রহমান, প্রফেসর ড. শেখ আবদুস সালাম, প্রফেসর ড. আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলী, প্রফেসর ড. গীতিআরা নাসরীন গবেষণায় অনুসরণযোগ্য তত্ত্বমূলক তথ্য-নিদের্শনা থেকে শুরু করে শিরোনাম সংশোধন, ধারণা-কাঠামো ও অধ্যায় বিন্যাসে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমার কাজকে অনেকাংশে সহজ করে দিয়েছেন।

প্রফেসর শামসুল মজিদ হারুন, প্রফেসর মোঃ মফিজুর রহমান, প্রফেসর ড. আবুল মনসুর আহম্মদ, প্রফেসর ড. কাবেরী গায়েন, ড. সুধাংশু শেখর রায়, ড. ফাহমিদুল হক, ড. নাদির জুনায়েদ, সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী, শাওন্তী হায়দার, আফরোজা বুলবুল, সুরাইয়া বেগম, সাইফুল হক প্রমুখসহ বিভাগীয় সকল শিক্ষকের অর্থবহ সহযোগিতা ও কার্যকর দিকনিদের্শনা আমাকে আজীবন কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে রেখেছে।

মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ, সতীশ চন্দ্র মজুমদার, মোঃ আবদুর রব, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মোঃ আবদুল মজিদ, রেজাউল হাসান আখন্দ, অসীম কুমার দাশ, মোঃ সেলিম, মোঃ আবুল কালাম, শেখ হাসান আলী, সমীর বিশ্বাস, নাছিরউদ্দিন, আলী হোসেন, মোঃ ইমান আলী, মোঃ আবদুল

Dhaka University Institutional Repository

হাদিদ, নাজমা বেগমসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ আমার গবেষণা কাজে নানাভাবে সহযোগিতা ও প্রেরণা যুগিয়েছেন ।

জাতীয় জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা / প্রতিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আমার গবেষণা বিষয় সম্পর্কিত যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি নিবিড় সাক্ষাৎকার প্রদানের মাধ্যমে মূল্যবান মতামতসহ তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আমার গবেষণাকে পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য করে তুলতে প্রভূত সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম – শিল্প-সমালোচক ও নগরবিদ প্রফেসর নজরুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ প্রফেসর ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, প্রফেসর ড. মোকাম্মেল হোসেন ভূইয়া, জাদুঘর-বিশেষজ্ঞ ড. ফিরোজ মাহমুদ এবং স্থপতি ও কবি রবিউল হুসাইন প্রমুখ । আমি তাঁদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই । একইসঙ্গে আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই জাদুঘর পরিদর্শনে আসা ১৭০ জন দর্শককে যারা গবেষণার প্রশ্নপত্র পূরণ করে দিয়ে আমার গবেষণাকে সফল করতে সহযোগিতা প্রদান করেছেন ।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে আমার সহকর্মী মোহাঃ রোকনুজ্জামান, মোঃ আইয়ুব মিয়া, মোঃ শহিদুল ইসলাম এবং মোঃ আবুল বাশারকে তাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই । বিশেষ করে মোঃ আলমগীর হোসেন এবং মোহাম্মদ সাজেদুর রহমানের নিকট দায়ের মাত্রাটা অনেক বেশি । গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রুফ, মেকআপ ও মুদ্রণের বিভিন্ন পর্বে মোঃ এক্রামুল হক রেজভী, শাহিন আহম্মদ, মোঃ শাহজাহান সিরাজ, এস এম নূর মোহাম্মদ প্রমুখের কাছেও আমার ঋণ অপরিসীম ।

অনুজপ্রতিম ড. মোঃ অলিউর রহমানের অক্লান্ত পরিশ্রম, সাহায্য ও সহযোগিতা আমার মর্মমূল ছুঁয়ে দেওয়ার দাবিকে আক্ষরিক অর্থেই বিস্মরণের সুযোগ নেই ।

আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই পরিসংখ্যানবিদ মোঃ হাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, নূরে নাসরীন, ড. নীরু শামসুন্নাহার, মোঃ সেরাজুল ইসলাম, সাইদ সামসুল করীম, শঙ্কর কুমার সাহা, কাজী ফরিদ আহমেদ, ইকবাল হাসান ও মোঃ সোহেল মাসুদকে ।

কাজী আফরীন জাহান জুলির কল্যাণেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরের প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত অবাধে সংগ্রহ করার সুযোগ পেয়েছি । এছাড়া মোঃ হুমায়ুন খান, মোঃ আবদুর রশিদ, স্বপন ভৌমিক, সৈয়দা ফরিদা (পলি), আবুল বাশার রিপন, সজীব মিয়া, বিলকিস আক্তার, সোনিয়া আফরীন, বরুণ রাহা, নেসার মিয়া তাদের ভূমিকাও কম নয় ।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মফিদুল হক এবং এ কে এম মাহবুব উল আলমকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই । লীনা সরকার, নুসরাত জাহান, আরিফুন্নেছাও প্রয়োজনের সময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভ রচনার নানা পর্যায়ে নাজনীন সুলতানার সহযোগিতা শুধু আমার নয় – তত্ত্বাবধায়ক, যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক এবং বিভাগীয় চেয়ারপার্সনসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি কেড়েছে। তাঁকে পোশাকি ধন্যবাদ জানিয়ে সংকীর্ণ করার স্পর্ধা আমার নেই। নিশাত তাসনিম খান টেপ রেকর্ডারে ধারণকৃত নিবিড় সাক্ষাৎকারগুলো অনুলিখনের কঠিন কাজটি করে দিয়ে আমার অনেক বড় উপকার করেছেন ।

আমার নিকটজন ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রথমেই আমার শ্রদ্ধেয় বাবা ওসমান গনির কথা চলে আসে– যাঁর প্রবহমান পিতৃস্নেহ কাজটি সম্পন্ন করতে আমাকে বাধ্য করেছে। এছাড়া ড. শাহীদা আখতার, শাহিদা খাতুন, ড. হাকিম আরিফ, তাপসি শেফালি, সাজজাদ আরেফিন, ড. কুতুব আজাদ, নাজমা বেগমের শুভ কামনায় আমি নিয়ত সিক্ত হয়েছি।

আমার স্ত্রী নাসরিন আরা, দুই কন্যা আদিনা আরেফিন ও আদিবা আরেফিন সারাক্ষণ ছায়ার মতো আমার সঙ্গে লেগেছিল– কখন আমার এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হবে। তাদের এই ছায়া-সংলগ্নহীনতায় পুরো আয়োজনটিই যে অর্থহীন প্রতীয়মান হতো তা বলার অবকাশ রাখে না। আমার শ্রদ্ধেয় মা সালেহা বেগম, শ্বশুর মোঃ সিরাজুল ইসলাম ও শাশুড়ি জাহানারা বেগমের পবিত্র আত্মার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই– বেঁচে থাকলে তাঁরা কত যে আনন্দিত হতেন তা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।

পরিশেষে সকল আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পরেও আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি পৃথিবীতে এমন কিছু কিছু ঋণ থাকে যা ভাষায় প্রকাশ কিংবা স্বীকৃতি প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আসলে কোনো কোনো ঋণ অন্তরের একান্তে চিরদিন অব্যক্তই থেকে যায়।

ঢাকা, ১৪ মে ২০১৫ **এ কে এম শামসুল আরেফিন**

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সার-সংক্ষেপ

পুরাতত্ত্বের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রকাশনা এবং দর্শকদের প্রদর্শনের নিমিত্তে গ্যালারিতে প্রদর্শন সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলীর যৌথ সমাহারের কেন্দ্র এই যে জাদুঘর তা নিশ্চয়ই একদিনে গড়ে ওঠে নি। জাদুঘরের ধারণা এবং এর উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বে জাদুঘর গড়ে তোলার নানাবিধ প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এই প্রয়াস যে কতভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং কত শ্রম ও অর্থে সমৃদ্ধতর রূপায়ণে সহায়ক হয়েছে তা পরিমাপের ইয়ত্তা নেই।

এই জাদুঘরের সঙ্গে যোগাযোগ ও তথ্য-শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। Muse শব্দটি গ্রিক পুরাণের Muses থেকে নেওয়া হয়েছে। Muses হলো প্রাচীন গ্রিক দেবতাশ্রেষ্ঠ জিয়ুস-কন্যা। এঁরা শুধু গুণবতী, বিদুষীই ছিলেন না, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলার নানা শাখা, যথা : ইতিহাস, মহাকাব্য, গণিত, কবিতা, ট্রাজেডি, কমেডি, নৃত্য, জ্যোতির্বিদ্যা এবং ধর্মসঙ্গীত ইত্যাদি ক্ষেত্রে নেতৃত্বও দিতেন। এই Muses-এর সার্বিক ধারণা থেকে গ্রিক ভাষায় Mouseion (অর্থাৎ জ্ঞান ও বিদ্যার দেবীর আবাসস্থল) শব্দটির উদ্ভব। আর এরই মর্মার্থ ও ভাবধারা নিয়ে ইংরেজি ভাষায় Museum কথাটি প্রচলিত হয়েছে। তাহলে Museum-এর মৌলিক ধারণাগত অর্থ হলো সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিবিধ কলাবিদ্যার আবাসগৃহ।

জাদুঘরের প্রকৃতি ও বিজ্ঞানভিত্তিক তাৎপর্য ছাড়াও যোগাযোগ এবং তথ্য-শিক্ষাক্ষেত্রে এর অপরিসীম গুরুত্বের বিষয়টি বিবেচনায় আসতে থাকে। জাদুঘর অবশ্যই প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ শিক্ষালয় থেকে আলাদা ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান ; অন্যকথায় এটি একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্র। বস্তুতপক্ষে কেবল নিদর্শন সংগ্রহ করাই আজ আর জাদুঘরের শেষ কথা নয়, একমাত্র কথাও নয় – একে যেন হতে হয় 'আরও কিছু'। শিক্ষা, সংস্কৃতি, গবেষণা, সংগ্রহ, উপস্থাপন, সংরক্ষণ, সংগঠন – সবকিছুতেই পালন করতে হয় বিশেষ ভূমিকা। জাতীয় সংহতি, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে একাত্মবোধ সৃষ্টি এবং স্বাধীন জাতীয় সত্তার প্রতীকও এই জাদুঘর। জাদুঘর শুধুমাত্র জড়বস্তুর সংগ্রহশালা নয়। জাদুঘরে উপস্থাপিত নিদর্শনের মাধ্যমে দর্শক অতীতের সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানের একটি বহুমাত্রিক যোগসূত্র স্থাপন করেন – যাকে Museum Communication হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় ।

জাদুঘরও যে যোগাযোগ ও শিক্ষার একটি বিশেষ ক্ষেত্র হতে পারে সে-বিষয়ে জানা মতে বাংলাদেশে কোনো গবেষণাকর্ম এযাবৎ সম্পন্ন হয় নি । সে দিক বিবেচনায় গবেষক জাদুঘরকে যোগাযোগ ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে তুলে ধরতে বর্তমান গবেষণাকর্মে প্রয়াসী হন । এই গবেষণার মাধ্যমে জাদুঘরের সঙ্গে কেমন করে যোগাযোগ-শিক্ষা প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে ।

গবেষক জাদুঘরকে যোগাযোগ ও শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপনে ঢাকা শহরে অবস্থিত তিনটি জাদুঘরের সুনির্দিষ্ট কিছু কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে অবতীর্ণ হন । নির্বাচিত জাদুঘরসমূহ হচ্ছে – বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর । বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর শিক্ষা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন নিদর্শনে সমৃদ্ধ । মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর মূলত বাঙালির দীর্ঘদিনের স্বাধিকার আন্দোলন, সংগ্রাম এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শনে সমৃদ্ধ । অতি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচিত নিদর্শনাদি নিয়ে গবেষণার যথেষ্টই সুযোগ রয়েছে । অতি গুরুত্বপূর্ণ এসব নিদর্শন সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং এসবের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে বের করার লক্ষ্যেই মূলত বর্তমান গবেষণার অবতারণা ।

'যোগাযোগ ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে জাদুঘর : পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ' শীর্ষক বর্তমান গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো রচনা করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন তত্ত্বীয় মডেল অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে । সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এ গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে এবং যথাযথ ফলাফল লাভের স্বার্থে একাধিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় । গবেষকের জানা মতে এ সম্পর্কে বাংলাদেশে পূর্বে কোনোরূপ গবেষণা সম্পাদিত না হওয়ায় এতদ্‌সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য মূলত বিশ্লেষণাত্মক বা গুণবাচক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় । গবেষণাকর্মকে আরও প্রতিনিধিত্বমূলক ও তাৎপর্যবহ করার জন্য সংখ্যাবাচক পদ্ধতিরও ব্যবহার রয়েছে । গবেষণাকর্মটিতে ক. নিদর্শনের আধেয় বিশ্লেষণ, খ. নিবিড় সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview- K I I) ও গ. দর্শক জরিপ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে ।

বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য ও গবেষণার প্রশ্নের আলোকে সমীক্ষাধীন ১৭০টি নমুনার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে । 'জাদুঘর পরিদর্শনের আগে ও জাদুঘর পরিদর্শনের পর'– এই দু'পর্যায়ে দর্শক অভিজ্ঞতার প্রতিফলন প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে ফুটে উঠেছে । সমীক্ষালব্ধ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে যেসব গুরুত্বপূর্ণ দিকমাত্রা পাওয়া গেছে তার আলোকে ফলাফল উপস্থাপন করা হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

সার্বিক পর্যবেক্ষণে জানা যায় যে, দর্শক জাদুঘরে এসে অতীতের সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যতের একটি সেতুবন্ধন খুঁজে পান। আর বহুমাত্রিক নিদর্শন দেখে তারা অনেক কিছু শিখতে পারেন বলেও অভিমত প্রকাশ করেন।

যোগাযোগ শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে জাদুঘর-এর পরিপ্রেক্ষিত জানতে বর্তমান গবেষণায় একটি সমীক্ষা, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার এবং জাদুঘরের নিদর্শনের আধেয় বিশ্লেষণ শেষে পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহের আলোকে সামগ্রিক তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সর্বোপরি উপসংহার অংশে বর্তমান গবেষণার একটি ইতিবাচক পরিণতির প্রতিফলন লক্ষ করা যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ
(Abriviation)

বা জা জা : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ব শে মু র স্মৃ জা : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর

মু জা : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

কে আই আই : কী ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ

পি আই ডি : প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট

K I I **:** Key Informant Interview

P I D **:** Press Information Department

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রত্যয়নপত্র
ঘোষণাপত্র
কৃতজ্ঞতা
গবেষণার সার-সংক্ষেপ
শব্দ-সংক্ষেপ

প্রথম অধ্যায় **২০-২৭**
১.১ অবতরণিকা ২০
১.২ শিরোনামে ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের অর্থ ২২
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ২৫
১.৪ গবেষণার প্রশ্ন ২৫
১.৫ গবেষণার পরিধি ২৫
১.৬ গবেষণার গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা ২৬

দ্বিতীয় অধ্যায় **২৮-৩৩**
২.১ গবেষণার পূর্বানুমান ২৮
২.২ গবেষণা পদ্ধতি ২৮
২.৩ নমুনায়ন ৩২
২.৪ গবেষণার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা ৩২

তৃতীয় অধ্যায় **৩৪-৫১**
প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা ও তত্ত্ব-কাঠামো ৩৪
৩.১ পূর্ব গবেষণা পর্যালোচনা ৩৪
৩.১.১ : গ্রন্থ পর্যালোচনা ৩৪
৩.১.২ : স্মারক সংকলন, পুস্তিকা, সাময়িকী, জার্নাল ৪৩
৩.১.৩ : পত্র-পত্রিকা ৪৬
৩.২ তাত্ত্বিক কাঠামো ৪৯

চতুর্থ অধ্যায় **৫২-১১৯**
তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ ৫২
৪.১ : নিদর্শনের আধেয় বিশ্লেষণ ৫২
৪.১.১ : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ৫৩
৪.১.১.১ : মানুষ বিক্রির দলিল ৫৩
৪.১.১.২ সিরাজ-উদ্-দৌলা ও টিপু সুলতানের তরবারি ৫৫
৪.১.১.৩ : রিকশা ৫৬
৪.১.১.৪ : মা ও শিশু ৫৮
৪.১.১.৫ : আত্মসমর্পণের টেবিল ৫৯
৪.১.১.৬ : নকশিকাঁথা ৬১
৪.১.১.৭ : শহীদ শফিউরের রক্তমাখা কোট-শার্ট ও জুতা ৬২
৪.১.১.৮ : ঢাকাই মসলিন শাড়ি ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.১.৯ : সুন্দরবন ডিওরামা ৬৫
৪.১.১.১০ : দুর্ভিক্ষের ছবি ৬৭
৪.১.১.১১ : খড়ম ৬৮
৪.১.১.১২ : অলঙ্কৃত খাট ৬৯
৪.১.১.১৩ : পতাকা ৭০
৪.১.১.১৪ : পীড়ন যন্ত্র ৭১
৪.১.১.১৫ : নৌকা ৭২
৪.১.২. : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর ৭৩
৪.১.২.১ : বঙ্গবন্ধুর বসত বাড়ি ৭৩
৪.১.২.২ : বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ৭৫
৪.১.২.৩ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে প্রদেয়তব্য মানপত্র ৭৬
৪.১.২.৪ : বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত পাইপ ৭৮
৪.১.২.৫ : বঙ্গবন্ধুর বসত বাড়ির সিঁড়ি ৮০
৪.১.৩ : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ৮২
৪.১.৩.১ : ডাঃ মোহাম্মদ ফজলে রাব্বির গাড়ি ৮৩
৪.১.৩.২ : আর্চার ব্লাডের টেলিগ্রাম ৮৪
৪.১.৩.৩ : রেডিও রিসিভার ৮৬
৪.১.৩.৪ : মুক্তিযুদ্ধকালে তৈরি সাইক্লোস্টাইল মেশিন ৮৭
৪.১.৩.৫ : মিরপুরের মুসলিমবাজার ও জল্লাদখানা বধ্যভূমি ৮৮
৪.২ : নিবিড় সাক্ষাৎকার ৮৯
৪.২.১ : প্রফেসর নজরুল ইসলাম ৮৯
৪.২.২: প্রফেসর ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ ৯২
৪.২.৩ : প্রফেসর শামসুজ্জামান খান ৯৬
৪.২.৪ : প্রফেসর ড. মোকাম্মেল হোসেন ভূইয়া ৯৮
৪.২.৫ : ড. ফিরোজ মাহমুদ ১০০
৪.২.৬ : স্থপতি রবিউল হুসাইন ১০৩
৪.৩ : দর্শক জরিপ ১০৬
৪.৩.১ : নারী-পুরুষের সংখ্যা ১০৬
৪.৩.২ : সাক্ষাৎকারদাতা দর্শকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ১০৭
৪.৩.৩ : দর্শনার্থী সাক্ষাৎকারদাতাদের বয়সের দিকমাত্রা ১০৮
৪.৩.৪: জাদুঘর দেখতে আসার উদ্দেশ্য ১০৯
৪.৩. ৫ : জাদুঘরে কী আছে ১১০
৪.৩.৬.১ : আগে কখনও জাদুঘর দেখেছেন? ১১১
৪.৩.৬.২ : উত্তর হ্যাঁ হওয়ায় আবার দেখতে আসার কারণ ১১১
৪.৩.৭ : জাদুঘর দেখার সাধারণ অনুভূতি ১১২
৪.৩.৮ : জাদুঘর পরিদর্শনার্থীদের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দেখার হার ১১৩
৪.৩.৯ : জাদুঘরে শেখার বিষয়োপকরণ ১১৫
৪.৩.১০ : জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা ১১৬
৪.৩.১১ : জাদুঘর দেখার দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া ১১৭
৪.৩.১২ : জাদুঘর পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা ১১৮
৪.৩.১৩ : জাদুঘর পরিদর্শনের যৌক্তিকতা ১১৮
৪.৩. ১৪ : জাদুঘর পরিদর্শনার্থীদের প্রত্যাশা ১১৯

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় **১২০-১৪১**

গবেষণার ফলাফল ১২০
সুপারিশ ১৩৬
উপসংহার ১৩৯

তথ্যপঞ্জি **১৪২-১৪৭**

পরিশিষ্ট **১৪৮-১৯৬**
পরিশিষ্ট-ক. নির্বাচিত তিনটি জাদুঘরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ১৪৮
পরিশিষ্ট-খ. শ্রেণিভেদ ও বাংলাদেশের জাদুঘরসমূহের নাম-তালিকা ১৭৬
পরিশিষ্ট-গ. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ* ১৮৩
পরিশিষ্ট-ঘ. জাদুঘর-দর্শনার্থী সাক্ষাৎকারের প্রশ্নপত্র ১৮৭
পরিশিষ্ট-ঙ. জাদুঘর-কর্মী সাক্ষাৎকারের প্রশ্নপত্র ১৮৮
পরিশিষ্ট-চ. নিবিড় সাক্ষাৎকারের প্রশ্নপত্র ১৮৯
পরিশিষ্ট-ছ. নিবিড় সাক্ষাৎকার প্রদানকারী বিশেষজ্ঞদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ১৯০
ছ. ১ : প্রফেসর নজরুল ইসলাম ১৯০
ছ. ২ : প্রফেসর ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ ১৯১
ছ. ৩ : প্রফেসর শামসুজ্জামান খান ১৯২
ছ. ৪ : প্রফেসর ড. মোকাম্মেল হোসেন ভূঁইয়া ১৯৩
ছ. ৫ : ড. ফিরোজ মাহমুদ ১৯৪
ছ. ৬ : স্থপতি রবিউল হুসাইন ১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রসূচি

চিত্র ৩.১ : শ্যানন-ওয়েবারের যোগাযোগ মডেল
চিত্র ৩.২ : যোগাযোগ ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে জাদুঘর ধারণা ব্যাখ্যায় সহায়ক মডেল
চিত্র ৪.১.১: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ভবন (১৯৮৩)
চিত্র ৪.১.২ : মানুষ বিক্রির দলিল
চিত্র ৪.১.৩ : সিরাজ-উদ-দৌলা ও টিপু সুলতানের তরবারি
চিত্র ৪.১.৪ : রিকশা
চিত্র ৪.১.৫ : মা ও শিশু
চিত্র ৪.১.৬ :আত্মসমার্পণের টেবিল
চিত্র ৪.১.৭ : পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ
চিত্র ৪.১.৮ : আর্শিলতা নকশিকাঁথা
চিত্র ৪.১.৯ : শহীদ শফিউরের রক্তমাখা কোট-শার্ট ও জুতা
চিত্র ৪.১.১০ : শহীদ শফিউরের পোর্ট্রেট
চিত্র ৪.১.১১ : ঢাকাই মসলিন শাড়ি
চিত্র ৪.১.১২ : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক প্রফেসর শামসুজ্জামান খানের নিকট জাহানারা খাতুন ঢাকায় মসলিন শাড়িটি হস্তান্তর করছেন
চিত্র ৪.১.১৩ : হরিণ, সুন্দরবন ডিওরামা
চিত্র ৪.১.১৪ : বাঘ, সুন্দরবন ডিওরামা
চিত্র ৪.১.১৫ : দুর্ভিক্ষের ছবি
চিত্র ৪.১.১৬ : দুর্ভিক্ষের ছবি
চিত্র ৪.১.১৭ : খড়ম
চিত্র ৪.১.১৮ : খড়ম
চিত্র ৪.১.১৯ : অলঙ্কৃত খাট
চিত্র ৪.১.২০ : পতাকা
চিত্র ৪.১.২১ : দুর্ভিক্ষের ছবি
চিত্র ৪.১.২২ : নৌকা
চিত্র ৪.১.২.১ : বঙ্গবন্ধুর বসত বাড়ির নতুন ভবন
চিত্র ৪.১.২.২ : বঙ্গবন্ধুর বসত বাড়ি
চিত্র ৪.১.২.৩ : বসত বাড়ির ব্যালকনিতে জনতার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুর অভিনন্দন
চিত্র ৪.১.২.৪ : বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ
চিত্র ৪.১.২.৫ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে প্রদেয়তব্য মানপত্র
চিত্র ৪.১.২.৬ : বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট মানপত্র হস্তান্তর করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক
চিত্র ৪.১.২.৭ : বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত পাইপ
চিত্র ৪.১.২.৮ : পাইপ ঠোঁটে চিন্তামগ্ন বঙ্গবন্ধু
চিত্র ৪.১.২.৯ : ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বসত বাড়ির সিঁড়িতে রক্তাক্ত বঙ্গবন্ধু
চিত্র ৪.১.২.১০ : বঙ্গবন্ধুর বসত বাড়ির বর্তমানে সংরক্ষিত সিঁড়ি
চিত্র ৪.১.৩.১ : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ভবন (১৯৯৬)
চিত্র ৪.১.৩.২ : ডাঃ মোহাম্মদ ফজলে রাব্বির গাড়ি
চিত্র ৪.১.৩.৩ : আর্চার ব্লাডের টেলিগ্রাম
চিত্র ৪.১.৩.৪ : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষণের জন্য আর্চার ব্লাডের টেলিগ্রামের অনুলিপি হস্তান্তর করছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৪.১.৩.৫ : রেডিও রিসিভার
চিত্র ৪.১.৩.৬ : মুক্তিযুদ্ধকালে তৈরি সাইক্লোস্টাইল মেশিন
চিত্র ৪.১.৩.৭ : খুলি, মিরপুরের মুসলিমবাজার ও জল্লাদখানা বধ্যভূমি
চিত্র ৪.১.৩.৮ : হাড়, মিরপুরের মুসলিমবাজার ও জল্লাদখানা বধ্যভূমি
চিত্র ৪.৩.১ : নারী-পুরুষের সংখ্যা
চিত্র ৪.৩.২: সাক্ষাৎকারদাতা দর্শকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা
চিত্র ৪.৩.৩ : দর্শনার্থী সাক্ষাৎকারদাতাদের বয়সের দিকমাত্রা
চিত্র ৪.৩.৪ : জাদুঘর দেখতে আসার উদ্দেশ্য
চিত্র ৪.৩.৫ : জাদুঘরে কী আছে
চিত্র ৪.৩.৬ : উত্তর হ্যাঁ হওয়ায় আবার দেখতে আসার কারণ
চিত্র ৪.৩.৭ : জাদুঘর দেখার সাধারণ অনুভূতি
চিত্র ৪.৩.৮ : জাদুঘর পরিদর্শনার্থীদের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দেখার হার
চিত্র ৪.৩.৯ : জাদুঘরে শেখার বিষয়োপকরণ
চিত্র ৪.৩.১০ : জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা
চিত্র ৪.৩.১১ : জাদুঘর দেখার দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া
চিত্র ৪.৩.১২ : জাদুঘর পরিদর্শনের যৌক্তিকতা
চিত্র ৪.৩.১৩ : জাদুঘর পরিদর্শনার্থীদের প্রত্যাশা
চিত্র ছ. ১ : প্রফেসর নজরুল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন গবেষক
চিত্র ছ. ২ : প্রফেসর ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন গবেষক
চিত্র ছ. ৩ : প্রফেসর শামসুজ্জামান খান-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন গবেষক
চিত্র ছ. ৪ : প্রফেসর ড. মোকাম্মেল হোসেন ভূঁইয়া-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন গবেষক
চিত্র ছ. ৫ : ড. ফিরোজ মাহমুদ-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন গবেষক
চিত্র ছ. ৬ : স্থপতি রবিউল হুসাইন-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

সারণিসূচি

সারণি ৪.৩.১ : নারী-পুরুষের সংখ্যা
সারণি ৪.৩.২: সাক্ষাৎকারদাতা দর্শকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা
সারণি ৪.৩.৩ : দর্শনার্থী সাক্ষাৎকারদাতাদের বয়সের দিকমাত্রা
সারণি ৪.৩.৪ : জাদুঘর দেখতে আসার উদ্দেশ্য
সারণি ৪.৩.৫ : জাদুঘরে কী আছে
সারণি ৪.৩.৬.১ : আগে কখনও জাদুঘর দেখেছেন?
সারণি ৪.৩.৬.২ : উত্তর হ্যাঁ হওয়ায় আবার দেখতে আসার কারণ
সারণি ৪.৩.৭ : জাদুঘর দেখার সাধারণ অনুভূতি
সারণি ৪.৩.৮ : জাদুঘর পরিদর্শনার্থীদের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দেখার হার
সারণি ৪.৩.৯ : জাদুঘরে শেখার বিষয়োপকরণ
সারণি ৪.৩.১০ : জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা
সারণি ৪.৩.১১ : জাদুঘর দেখার দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া
সারণি ৪.৩.১২ : জাদুঘর পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা
সারণি ৪.৩.১৩ : জাদুঘর পরিদর্শনের যৌক্তিকতা
সারণি ৪.৩.১৪ : জাদুঘর পরিদর্শনার্থীদের প্রত্যাশা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১.১ অবতরণিকা

'জাদুঘর' কথাটির বর্তমান ইংরেজি প্রতিশব্দ Museum-এর প্রমিত বাংলা। Museum-এর আদি অবস্থান গ্রিক পুরাণে। গ্রিক ভাষায় মূল শব্দটি ছিল Mouseion. Mouseion ল্যাটিনে একটু রূপ বদলে হয়েছে Museum. পরে ইংরেজি ভাষায় ল্যাটিন-শব্দমূলেই তা গৃহীত হয়। *Oxford Advance Learner's Dictionary*-তে মিউজিয়াম বা জাদুঘরকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে– 'a building in which objects of artistic, cultural, historical or scientific interest are kept and shown to the people.[১] বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধানে 'জাদুঘর' শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে– যেখানে পুরাতত্ত্ববিষয়ক ও অন্যান্য বহু প্রকার অদ্ভুত ও কৌতূহলোদ্দীপক প্রাকৃতিক ও শিল্পবিজ্ঞানজাত বস্তু সংরক্ষিত থাকে।[২]

পুরাতত্ত্বেও সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রকাশনা এবং দর্শকদেও প্রদর্শনের নিমিত্তে গ্যালারিতে প্রদর্শন সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলীর যৌথ সমাহারের কেন্দ্র এই যে জাদুঘর তা কিন্তু একদিনে গড়ে ওঠেনি। জাদুঘরের ধারণা কিংবা এর উদ্ভবের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বে জাদুঘর গড়ে তোলার নানাবিধ প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এই প্রয়াস যে কতভাবে বলাইবাহুল্য কত অর্থে ব্যবহৃত হয় তার ইয়ত্তা নেই।

জাদুঘর বিদ্যার ভাবুক ও গবেষকগণ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জাদুঘরের একটি সুনির্দিষ্ট উদ্ভবকাল সনাক্ত করেন। তারা মনে কনে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় নির্মিত হয়েছিল প্রথম জাদুঘর।[৩] গ্রিকদের অধীকৃত একটি অঞ্চল ছিল তখন মিশর। এই মিশরেই গ্রিক রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথিতযশা পণ্ডিত, ভূগলবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমি সটার এই জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিশ্বেও প্রথম জাদুঘরের জনকরূপে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[৪] কারণ টলেমির মিউজিয়ন আজ থেকে প্রায় দু'হাজার তিনশত বছর পূর্বে প্রতিষ্টিত হলেও এর বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্তমানকালেও সমান প্রযোজ্য।

---

১. Hornby, A S, *Oxford Advanced Learner's Dictionary,* New York, Sixth adition, 2000. p. 837

২. শরীফ, আহমদ (সম্পাদক), *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬। পৃ. ২২৪

৩. ইসলাম, রফিকুল (সম্পাদক), *ধান শালিকের দেশ*, দ্রষ্টব্য : খান, শামসুজ্জামান, *জাদুঘর সেকাল ও একাল*, বাংলা একাডেমি, অক্টোবর ১৯৯৯ - জুন ২০০০ সংখ্যা। পৃ. ৬

৪. প্রাগুক্ত, খান, শামসুজ্জামান, *জাদুঘর সেকাল ও একাল*, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

টলেমি সটারের জাদুঘর প্রকল্পটি ছিল বৃহৎ, বহুমাত্রিক এবং গভীর। জাদুঘরের উপাদান-সমৃদ্ধ অংশটি ছাড়াও কমপ্লেক্সেও মূল কেন্দ্রে ছিল একটি বিশ্ববিদ্যালয়– উচ্চতর বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র। তখনকার অনেক খ্যাতিমান পণ্ডিতজন এখানে রেসিডেন্সিয়াল স্কলার হিসেবে অবস্থান করতেন। একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় তারা গবেষণা ও গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত ছিলেন। জগতবিদ্যা ও জ্যামিতি শাস্ত্রবিদ ইউক্লিড এখানে গণিত-বিষয়ক অনুষদেও প্রধান থাকাকালীন তার বিখ্যাত Elements of Geometry গ্রন্থটি রচনা করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়াম-কাম বিশ্ববিদ্যালয়-কাম লাইব্রেরি এভাবেই কালের পরিক্রমায় বিদ্যা ও জ্ঞানসাধনার একটি শীর্ষ কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করে।

তবে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত বা পাবলিক মিউজিয়াম গড়ে উঠতে বেশ সময় লেগে যায়। সতের শতকের মাঝামাঝি ব্রিটেন-এ সর্বসাধারণের প্রবেশ ও দর্শনের জন্য প্রথম মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৭১ সালে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় সুইজারল্যান্ডের ব্রাসেলে।[৫]

আঠার শতকে মননশীল মানুষ, বিজ্ঞানী ও ঐতিহ্য-সচেতন ব্যক্তিবর্গ জাদুঘর প্রতিষ্ঠা ও তাতে প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট শিল্পকর্ম ও বৈজ্ঞানিক উপাদানসমূহ সংগ্রহে আগ্রহী হয়ে উঠেন। ধারণা করা যায়, এতে জনগণ বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে। এমন এক প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর প্রথম জাতীয় জাদুঘর হিসেবে ১৭৫৩ সালে পার্লামেন্ট কর্তৃক স্যার হ্যান্স স্লোয়েনস-এর প্রাকৃতিক নিদর্শনের মহাসংগ্রহ ক্রয় করে ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতবর্ষে জাদুঘর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আসে ১৭৯৬ সালে। কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি তারই সূত্র ধরে ১৮১৪ সালে কলকাতায় চৌরঙ্গী এলাকায় পার্ক স্ট্রীটে এশিয়াটিক সোসাইটির এক তলার একটি ঘরে প্রতিষ্ঠা করে ভারতীয় সংগ্রহালয়। এই সংগ্রহালয়ে মানুষের কঙ্কাল ও মমি রাখা হয়েছিলো বলেই জাদুঘরকে বলা হতে থাকে 'মরা জিনিসের সংগ্রহশালা।'

তবে আরও সঠিকভাবে বললে ১৮১৪ সালে ভারতীয় সংগ্রহালয় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন না হওয়া পর্যন্ত এ অঞ্চলে মিউজিয়ামের গঠন বা ধরন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর কলেজ-এ স্থাপিত হয় কেরি মিউজিয়াম অ্যান্ড লাইব্রেরি। এটিই এতদঅঞ্চলের প্রথম কলেজ মিউজিয়াম অর্থাৎ শিক্ষায়তনভিত্তিক কোন জাদুঘর।[৬]

---

৫. ইসলাম, সৈয়দ আমীরুল, *বাংলাদেশে মিউজিয়াম জাদুঘর সংগ্রহশালা সংগ্রাহালয়*, জ্যোতিপ্রকাশ, ঢাকা, প্রকাশকাল ডিসেম্বর ২০০৬। পৃ. ৯৮

৬. *প্রাগুক্ত*, ইসলাম, সৈয়দ আমীরুল, পৃ. ১০১

Dhaka University Institutional Repository

১৮৬১ সালে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হলে পুরাকীর্তি আবিষ্কার, গ্রহণ ও মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। ১৮৬৬ সালে সরকার এশিয়াটিক সোসাইটিকে পার্লামেন্ট-এর অ্যাক্ট-১৭ দ্বারা ইম্পেরিয়াল মিউজিয়াম হিসেবে অধিগ্রহণ করে। বর্তমানে এর নাম হয় দুনিয়াখ্যাত ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম।

ড. চারুস্মিতা গুপ্ত ১৯৮৩ হসালে Journal of Indian Museum পত্রিকায় 'Museum an Ulterior View An ideology' শীর্ষক প্রবন্ধে Museum-এর একটি বিশ্লেষিত রূপ নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করেন :

M – Man's (taken as the homoscphians)
U – Utilization/Ultimate (primary, fundamental)
S – Surrounding (environment – dynamic and static)
E – Exhibition (of the selection from collection), exhibited
U – Understanding (recreation, education and research)
M – Mankind (the massage).

অর্থাৎ Museum signifies man's utilization (of) ultimate surrounding (though) exhibition/exhibited (for) understanding (by/of) mankind যার অনুবাদে-সংগ্রহশালা নির্দেশিত করে মানবজাতির দ্বারা উদ্ভূত প্রদর্শিত উপাদানের মাধ্যমে মানুষের বোঝাপড়ার পরম উপযোগিতা।

১.২ শিরোনামে ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের অর্থ

আলোচ্য পিএইচ. ডি. গবেষণার শিরোনামে ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের অর্থ নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করা হলো :

ক. যোগাযোগ
খ. শিক্ষা
গ. জাদুঘর

ক. যোগাযোগ: 'যোগাযোগ' একটি প্রক্রিয়া যেটি মানুষের সামাজিকায়নের বৈশষ্ট্যসমূহকে দ্যোতিত করে। মানুষ যে সামাজিক প্রাণী তা মূলত যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সূচিত হয়। যোগাযোগ একটি দ্বিমুখী কর্মধারা যেখানে একজন প্রেরক বা বক্তা এর সূচনাকারী, এবং অন্যদিকে শ্রোতা বা গ্রাহক এই প্রক্রিয়াকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যায়। মূলত দুজনের মধ্যে এই যোগাযোগ প্রক্রিয়াটিকে সম্পন্ন হওয়ার জন্য বেশকিছু অপরিহার্য পূর্বশর্তের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর অন্যতম শর্তটি হচ্ছে, যেকোন একটি যোগাযোগকর্ম সংঘটিত হওয়ার জন্য বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট প্রতিবেশ বা প্রসঙ্গ থাকতে হয়। এই প্রসঙ্গের সূত্র ধরেই বক্তা একটি নির্দিষ্ট বক্তব্য প্রেরণ করেন

Dhaka University Institutional Repository

শ্রোতার কাছে যার জন্য প্রয়োজন হয় একটি সুনির্দিষ্ট মাধ্যম বা চ্যানেলের। আর বক্তা কর্তৃক প্রেরিত এই বার্তা, চ্যানেল বা মাধ্যম এবং প্রসঙ্গ বিষয়ে শ্রোতারও পূর্ব ধারণা থাকতে হয়।

একটি অবাচনিক যোগাযোগের উল্লেখের মাধ্যমে পুরো যোগাযোগ প্রক্রিয়াটিকে বর্ণনা করা যেতে পারে। ধরা যাক, শিক্ষক ক্লাসে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করাচ্ছেন। এক্ষেত্রে দুজনের মধ্যে যোগাযোগের প্রসঙ্গ বা প্রতিবেশটি হচ্ছে পাঠদান বা শিক্ষা বিষয়ক। দেখা গেল ক্লাসে শোরগোল হওয়ার এক পর্যায়ে শিক্ষক তাঁর তর্জনী আঙুলটি ঠোঁটের উপর উলম্বভাবে স্থাপন করলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লাসে নিরবতা নেমে এল। এক্ষেত্রে ধরা নেওয়া যায় যে, প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে একটি সফল যোগাযোগকর্ম সম্পন্ন হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সম্পাদিত যোগাযোগকর্মটি হচ্ছে অবাচনিক। কারণ এতে প্রেরক শিক্ষক কোন শব্দোচ্চারণ না করে, শুধু হস্তভঙ্গির মাধ্যমে এটি সম্পন্ন করেছেন। দুইপক্ষের এই অবাচনিক যোগাযোগের মাধ্যমটি হচ্ছে হাত যার দ্বারা শিক্ষক প্রেরক হিসেবে তাঁর নির্দিষ্ট বার্তাটি, যথা- 'চুপ কর' শ্রোতা অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের কাছে প্রেরণ করলেন। এতে করে যেহেতু কিছুক্ষণের মধ্যেই শিক্ষার্থীরা চুপ করে গেল, সে থেকে বোঝা যায় যে, এই অবাচনিক যোগাযোগকর্মটি সফল হয়েছে।

এছাড়া যোগাযোগ প্রক্রিয়াটি ভিন্ন রকম কৌশলের মাধ্যমেও সম্পন্ন হতে পারে। এই ভিন্ন কৌশলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে, যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রেরকের উপস্থিতি আবশ্যক হলেও গ্রাহকের উপস্থিতি অপরিহার্য নয়। এ ধরনের যোগাযোগে বক্তা বা প্রেরক কোন বস্তু পর্যবেক্ষণ করে নিজেই সেখান থেকে তার উদ্দিষ্ট বার্তাটি আহরণ করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, ঐতিহাসিক কোন স্থান বা জাদুঘরে রক্ষিত নিদর্শনমূলক বস্তু পর্যবেক্ষণ করে তা থেকে কোন শিক্ষাণীয় বা শিক্ষামূলক বার্তা আহরণ করা।

যোগাযোগ নামক মানুষের সামাজিকায়নের এই অপরিহার্য প্রক্রিয়াটি নানাকারণে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যতেই মানুষ তার চিন্তা, আবেগ, অনুভূতি, ভাষা ইত্যাদিকে যোগাযোগ-সঙ্গীর কাছে ব্যক্ত করেন। ফলে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই চিন্তার ফসল রূপে পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞান, যুক্তি ও সৃজনকর্মের পূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়েছে।

খ. শিক্ষা: শিক্ষা হচ্ছে এমন একটি জ্ঞানমূলক কৌশল যার মাধ্যমে মানুষের আচরণের স্থায়ী ও কল্যাণমূলক পরিবর্তন হয়। শিক্ষা সম্পর্কিত উপরিউক্ত সংজ্ঞার্থটি বেশকিছু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে সাহায্য করে। প্রথমত, শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের যে সহজাত আচরণ রয়েছে তার গুণগত পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনটি হতে হয় স্থায়ী। অর্থাৎ শিক্ষার দ্বারা এমন একটি পরিবর্তন হতে হবে, যেটি অনেকটাই স্থায়ী হবে। উদাহরণস্বরূপ, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো, এগুলো একবার আয়ত্ত করলে মানুষ আর ভুলে না, অর্থাৎ এটি স্থায়ী হয়ে থাকে। পাশাপাশি, শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের যে

Dhaka University Institutional Repository

গুণগত পরিবর্তনটি সাধিত হবে, সেটি হবে কল্যালমূলক। অর্থাৎ সমাজের কল্যাণে মানুষ তার শিক্ষাকে কাজে লাগাবে। শিক্ষা হচ্ছে যেকোন কৌশল আয়ত্তকরণ যার মাধ্যমে আয়ত্তকৃত ব্যক্তিটি তার জ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে ব্যয় করবেন। অন্যদিকে, চুরি করা বা পকেটকাটাও কৌশল আয়ত্তকরণ। কিন্তু এটি শিক্ষা নয়, কেননা, এর দ্বারা মানুষের ক্ষতি ছাড়া কোন কল্যাণ সাধন করা যায় না।

শিক্ষা প্রধানত তিন রকম। এগুলো হল- আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উদাহরণ হচ্ছে-দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অর্জিত শিক্ষা যা নির্দিষ্ট, সময়সীমা, পালনমূলক নিয়ম ও কারিকুলামের আওতাধীন। অন্যদিকে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সময়সীমা ও নিয়মের দৃঢ়তা থাকলেও তা আনুষ্ঠানিকের মত অনমনীয় বা জবরদস্তিমূলকভাবে পালনীয় নয়। এটা অনেকটাই ঢিলেঢালা। উদাহরণস্বরূপ, সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত পেশাগত ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট কোর্স ইত্যাদি। এই দুই নিয়মসিদ্ধ শিক্ষা ছাড়াও আরও এক ধরনের শিক্ষা আছে, যা কোন আনুষ্ঠানিক নিয়মের অধীন নয়, বরং বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সারা জীবন ব্যাপী এ ধরনের শিক্ষা লাভ করা যায়। এ ধরনের শিক্ষা হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। এ শিক্ষা মানুষ রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড ইত্যাদি যেকোন স্থান থেকে অর্জন করতে পারে। সবশেষে এ ধরনের উপানষ্ঠানিক শিক্ষালাভের আরেকটি উপযোগী স্থান হচ্ছে জাদুঘর। কারণ জাদুঘরে একটি দেশ ও জাতির বিভিন্ন কাল ও সময়সীমার যে নিদর্শনমূলক বস্তু বা প্রমাণাদি থাকে তা থেকে মানুষ ঐ দেশ-জাতি সম্পর্কে পরিপূর্ণ শিক্ষা অর্জন করতে পারে। আর এ শিক্ষার কোন বয়স, সময়সীমা, নিয়ম বা শৃঙ্খলা কিছুই নেই। এক্ষেত্রে শুধু দরকার অনুসন্ধিৎসু ও অভিনিবেশী একটি মন।

গ. জাদুঘর : বাংলাদেশের ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জাতিগত আত্মপরিচয়ের নানা উপাদানের চলমান সংগ্রহ-ভাণ্ডার হিসেবে জাদুঘরের গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং জাদুঘর প্রকৃত বিচারে অবশ্যই প্রবল বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জাতিগত বিজ্ঞানমনস্ক মানব তৈরির এক শিক্ষামূলক-সাংস্কৃতিক গবেষণা ও জনগণের মিলন কেন্দ্র। জাদুঘরের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শিক্ষা তথা উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জাদুঘরের সম্পৃক্ততা ছিলো ঘনিষ্ঠ – প্রমিত জ্ঞানীই কেবল এর অন্তর্নিহিত বুদ্ধিদীপ্ত বিষয় এবং নিদর্শনাদির সম্যক ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হতেন যদিও কালক্রমে জাদুঘরকে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার ফলে এটিকে গণ বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অথবা অনানুষ্ঠানিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিধায় প্রতিষ্ঠা করার পথ সুগম হয়েছে। সম্প্রতি 'ইউনিপোলার বিশ্বে' জাদুঘর

Dhaka University Institutional Repository

আজ শান্তির অন্বেষায় অবিরত নিয়োজিত। স্বাভাবিকভাবেই এখন জাদুঘরকর্মীকে হতে হয় প্রথাবিরুদ্ধ সৃষ্টিছাড়া একধরনের বিশেষজ্ঞ।

জাদুঘরের নিদর্শন দর্শন বা পাঠে দর্শক যে শিক্ষা লাভ করেন তা তার নিজস্ব রুচি, জ্ঞান, মেধা, প্রজ্ঞা ও সাংস্কৃতিকবোধজাত; অপরদিকে এই নিদর্শন দর্শনের মাধ্যমে তার নিজের মধ্যে কখনও সমষ্টিগতভাবে তাদের মধ্যে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের যে সেতুবন্ধন রচিত হয় সেটিও এমন একটি চলমান প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দর্শক প্রতিনিয়ত শিখন ও যোগাযোগ বলয়ের অংশীদার হয়ে ওঠেন। কারণ জাদুঘর হলো জীবনভর শেখার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উন্মুক্ত প্লাটফর্ম। শেখা ও জানার এমন কোনো উপকরণ নেই যা জাদুঘরের সংগ্রহভুক্তির তাৎপর্যময় অংশ হিসেবে পরিগণিত নয়। প্রয়োজন শুধু অনুসন্ধিৎসু মন ও মননের দ্বার সর্বদা উন্মোচিত রাখা।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রতিটি গবেষণা কাজের মূলত দুটি উদ্দেশ্য থাকে। বর্তমান গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য হল- জাদুঘর পরিদর্শনে এসে দর্শক কী শেখেন এবং তাদের মনোজগতে এর প্রতিক্রিয়া নিরূপণ।

তবে এই সাধারণ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যে সব বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে গবেষণা কার্য পরিচালিত হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

- জাদুঘর পরিদর্শনে এসে দর্শক কোন কোন নির্দেশনের প্রতি আগ্রহী হয় তা নির্বাচন, বিশ্লেষণ ও নির্ধারণ করা;
- উপস্থাপিত নির্দেশন থেকে দর্শক কী ধরনের বার্তা পান বা তার মনে কীরূপ রেখাপাত করে তা জানা;
- শিক্ষার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনে জাদুঘরের গৃহীত কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করা;
- বিষয়টিকে জনগুরুত্বপূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে নিদেনপক্ষে এতদসংক্রান্ত একটি জাতীয় পর্যায়ের Research Community গড়ে তোলায় উদ্বুদ্ধকরণ;

১.৪ গবেষণার প্রশ্ন

- কোন ধরনের নিদর্শনের প্রতি জাদুঘর দর্শনার্থী আগ্রহ বোধ করেন;
- উপস্থাপিত গ্রহণযোগ্য পছন্দের নিদর্শন থেকে তারা কী বার্তা পান।

১.৫ গবেষণার পরিধি

এই গবেষণাকর্মের পরিধি বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জাদুঘরকে যোগাযোগ ও শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপনে আমরা ঢাকা শহরে অবস্থিত তিনটি জাদুঘরের সুনির্দিষ্ট কিছু অবজেক্ট ও কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে অবতীর্ণ হই। নির্বাচিত জাদুঘরসমূহের মধ্যে বহুমাত্রিক জাদুঘর হিসেবে বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় জাদুঘর, বিষয়ভিত্তিক জাদুঘর হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরকে বেছে নিই ।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর শিক্ষা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনের আধার । মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর মূলত বাঙালির দীর্ঘদিনের স্বাধিকার আন্দোলন, সংগ্রাম ও বঙ্গবন্ধু এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শনে সমৃদ্ধ । দর্শক পছন্দ ও গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচিত নিদর্শনাদি গবেষণার যথেষ্টই সুযোগ রয়েছে । নির্বাচিত নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা, শিক্ষা ও যোগাযোগসূত্র বের করার এই গবেষণার পরিধি নির্ধারণে সচেষ্ট হই ।

১.৬. গবেষণার গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা

জাদুঘর আজ আর কোন একরৈখিক ধারণার বিষয় নয় । জাদুঘর এখন পুরাতত্ত্বের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রকাশনা ও দর্শকের প্রদর্শনের নিমিত্তে গ্যালারিতে প্রদর্শন করেই দায়িত্ব শেষ করে না - জাদুঘর এখন নিদর্শন সংগ্রহের ক্ষেত্রে জ্ঞানচর্চার উপকরণ এবং বিনোদন ও নান্দনিক সামগ্রী হিসেবে এক ধরনের যোগাযোগসূত্র স্থাপন করে অগ্রসর হয় । নতুন প্রজন্মের দর্শক মনের চাহিদা মেটাতে পুরানো জ্ঞানের যাচাই এবং নতুন জ্ঞান সৃষ্টির নেপথ্যেও ভূমিকা পালন করে ।

জাদুঘরের প্রকৃতি ও বিজ্ঞানভিত্তিক তাৎপর্য ছাড়াও যোগাযোগ এবং তথ্য-শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এর অপরিসীম গুরুত্বের বিষয়টি বিবেচনায় আসতে থাকে । জাদুঘর অবশ্যই প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ শিক্ষালয় থেকে আলাদা ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান - এটি অপ্রাতিষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির মিলন কেন্দ্র । বস্তুতপক্ষে কেবল নিদর্শন সংগ্রহ করাই জাদুঘরের সর্বশেষ কথা নয় । একমাত্র কথাও নয়, একে হতে হয় একের ভিতরে অনেক 'আরও কিছু' । শিক্ষা, সংস্কৃতি, গবেষণা, যোগাযোগ, সংগ্রহ, উপস্থাপন, সংরক্ষণ, সংগঠন সবকিছুতেই পালন করতে হয় বিশেষ ভূমিকা । জাতীয় সংহতি, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে একাত্মবোধ সৃষ্টি এবং স্বাধীন জাতীয় সত্তার প্রতীকও এই জাদুঘর ।

বলার অবকাশ থেকেই যায় যে, জাদুঘর শুধুমাত্র জড়বস্তুর সংগ্রহশালা নয় । জাদুঘর উপস্থাপিত নিদর্শনের মাধ্যমে দর্শক অতীতের সঙ্গে বর্তমানের একটি বহুমাত্রিক যোগসূত্র স্থাপন করে যাকে আমরা Museum Communication হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি । আর জাদুঘর তো ইতিহাস, ঐতিহ্য অর্থাৎ সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষারই একটি অংশ যেখানে Communication is at the heart of all social interactions.

সুপ্রাচীনকাল অর্থাৎ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জাদুঘর শিক্ষা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে । অনেক জাদুঘর প্রতিষ্ঠার পেছনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রয়েছে মূখ্য ভূমিকা । কোন কোন

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়েই গড়ে ওঠেছে জাদুঘর। আবার এই জাদুঘরে কিছু কিছু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে রয়েছে সুবিশাল অনানুষ্ঠানিক বহুবিধ শিক্ষামূলক কর্মসূচি।

জাদুঘর-গৃহীত শিক্ষামূলক সুনির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড ও তার দিক-নির্দেশনাগুলো গভীরভাবে আলোচনা, পর্যালোচনা এবং গবেষণার দাবি রাখে। মানবিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এদেশীয় প্রেক্ষাপটে নির্দশন অধীত যেসব প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়েছে তা সুস্পষ্ট ও পর্যাপ্ত নয়। দেশের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকের এ বিষয়ে পিপাসা মেটাতে কিছু বিদেশি রচনাদির সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু বিদেশি রচনাদি ভিন্ন ভাষা ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে প্রণীত হওয়ায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকা পালনের সম্ভাবনা সেখানে ক্ষীণ। তাই 'যোগাযোগ ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে জাদুঘর : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ' বিষয়ক গবেষণা যৌক্তিক ও প্রাসঙ্গিক।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ গবেষণার পূর্বানুমান

- জাদুঘর পরিদর্শনে আসা দর্শকের মধ্যে শিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত, বৃদ্ধ, যুবক, শিশু, নারী, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাই বেশি এবং অধিকাংশ দর্শক নিম্ন ও মধ্য-আয়ের মানুষ;
- দর্শক জাদুঘর পরিদর্শনকে বিনোদনের অংশ হিসেবে গণ্য করেন;
- বিনোদনের পাশাপাশি কোনো কোনো নিদর্শন দেখে তারা কিছু কিছু শিক্ষা লাভ করেন;
- কোনো কোনো নিদর্শন দেখে দর্শক কখনও কখনও আবেগতাড়িত হন। আবার কখনও কখনও তাদের শ্রেয়চেতনা জাগ্রত হয়;
- জাদুঘর একটি নিরন্তর সংগ্রহ ভাণ্ডার;
- পরিদর্শন শেষে দর্শক অতৃপ্ত থেকে যান; আরও কিছু অন্য কিছু বা নতুন কিছুর অনুসন্ধান করেন।

২.২ গবেষণা পদ্ধতি

সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এ গবেষণা পরিচালনার লক্ষে এবং যথাযথ ফলাফল লাভে একাধিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। গবেষকের জানা মতে এ সম্পর্কে বাংলাদেশে পূর্বে কোনো রূপ গবেষণা সম্পাদিত না হওয়ায় এতদ্‌সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য মূলত বিশ্লেষণাত্মক বা গুণবাচক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। গবেষণাকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংখ্যাবাচক পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়েছে। পুরো গবেষণাকর্মটি নিম্নলিখিতভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে:

ক. নিদর্শনের আধেয় বিশ্লেষণ

বর্তমান গবেষণার নিদর্শনের আধেয় বিশ্লেষণের জন্য ঢাকা শহরে অবস্থিত তিনটি জাদুঘর বেছে নেওয়া হয়। জাদুঘরগুলো হলো – বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। বহুমাত্রিক জাদুঘর হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বিষয়ভিত্তিক জাদুঘর হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে বেছে নেওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ বাঙালির জাতীয় জীবনের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন। আর এ স্বাধীনতা লাভের পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। সঙ্গত কারণেই মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সঠিক প্রেক্ষাপট উপস্থাপনের জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরের প্রসঙ্গ এসে পড়ে।

গবেষক তার নিজস্ব বিচার-বিবেচনাবোধ এবং সংশ্লিষ্ট জাদুঘরসমূহের কর্মকর্তা ও প্রদর্শক প্রভাষকের সহযোগিতায় দর্শক-নন্দিত ২৫টি নিদর্শনের আধেয় বিশ্লেষণে প্রয়াসী হন। আধেয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নিদর্শনের সঙ্গে যুক্ত ক্যাপশন বা লেভেল থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর থেকে ১৫টি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর থেকে ৫টি এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে ৫টি – সর্বমোট ২৫টি নিদর্শনের আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়। নির্বাচিত নিদর্শনসমূহ হলো– বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর : মানুষ বিক্রির দলিল, সিরাজ-উদ্-দৌলা ও টিপু সুলতানের তরবারি, রিকশা, মা ও শিশু, আত্মসমর্পণের টেবিল, নকশি কাঁথা, শহীদ শফিউরের রক্তমাখা কোট-শার্ট ও জুতা, ঢাকাই মসলিন শাড়ি, সুন্দরবন ডিওরামা, দুর্ভিক্ষের ছবি, খড়ম, অলঙ্কৃত খাট, পতাকা, পীড়ন যন্ত্র, নৌকা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর : বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর বাড়ি, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে প্রদেয়তব্য মানপত্র, বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত পাইপ, বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর বাড়ির সিঁড়ি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর : ডা. মোহাম্মদ ফজলে রাব্বির গাড়ি, আর্চার ব্লাডের টেলিগ্রাম, রেডিও রিসিভার, মুক্তিযুদ্ধকালে তৈরি সাইক্লোস্টাইল মেশিন, মিরপুরের মুসলিমবাজার ও জল্লাদখানা বধ্যভূমি।

খ. নিবিড় সাক্ষাৎকার

গবেষণাকর্মটি সুষ্ঠু এবং ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষে নিদর্শনের আধেয় বিশ্লেষণের পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ দেশবরেণ্য ৬ জন ব্যক্তির নিবিড় সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview-KII) গ্রহণ করা হয়। বিশেষজ্ঞদের এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গবেষণা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নানা মাত্রার তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

নিবিড় সাক্ষাৎকার প্রদানকারী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ হলেন:

প্রফেসর নজরুল ইসলাম
প্রফেসর ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ
প্রফেসর শামসুজ্জামান খান
প্রফেসর ড. মোকাম্মেল হোসেন ভূইয়া
ড. ফিরোজ মাহমুদ
স্থপতি রবিউল হুসাইন

Dhaka University Institutional Repository

গ. দর্শক জরিপ

সাধারণভাবে জরিপ বা সমীক্ষা বলতে কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে সরজমিনে তথ্য সংগ্রহ করা বুঝায়। পদ্ধতি হিসেবে জরিপ কোনো ভৌগোলিক এলাকার জনবসতির ধ্যান-ধারণা, মনোভাব ও জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কৌশল বা উপায়কে নির্দেশ করে। বর্তমান সময়ে সামাজিক গবেষণায় জরিপ একটি বহুল প্রচলিত এবং জনপ্রিয় তথ্যানুসন্ধান পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। এ অনুসন্ধান পদ্ধতির পরিধি ব্যাপক এবং এর উদ্দেশ্য বহু বিস্তৃত। এর মূল লক্ষ্য বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ, কার্য-কারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যাকরণসহ সামাজিক তত্ত্বের নানাদিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। ফলে এ পদ্ধতি ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে এবং নিত্য নতুন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে।[১] সুতরাং দর্শক জরিপ পদ্ধতি একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করে। এ প্রক্রিয়ায় নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে অল্প সংখ্যক ব্যক্তিকে অধ্যয়ন করে সমষ্টি সম্পর্কে সাধারণীকরণ সম্ভব হয়।

সমগ্রক হচ্ছে একটি গবেষণা বা সমীক্ষার সকল এককের সমষ্টি ; অর্থাৎ সমগ্রকের মধ্যে সমীক্ষালব্ধ সকল ব্যক্তি, পরিবার কিংবা প্রতিষ্ঠান একক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। বর্তমান গবেষণা জরিপে অর্থাৎ 'যোগাযোগ ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে জাদুঘর : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক গবেষণাকর্মে যে জনসমষ্টি থেকে গবেষণা বিষয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেই নমুনা জনসমষ্টিকে গবেষণার লক্ষিত জনসমষ্টি বা গবেষণার সমগ্রক হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ জাদুঘর পরিদর্শনে আসা সকল দর্শনার্থীকেই সমগ্রক হিসেবে অভিহিত করা হয়।

নমুনা সম্পর্কে বলা যায় যে, এটি হচ্ছে কোনো জনসংখ্যা বা সমগ্রকের একটা অংশ যা সাধারণত উক্ত জনসংখ্যা বা সমগ্রকের ওপর গবেষণা বা জরিপের জন্য নির্বাচন করা হয়। উক্ত অংশটি সত্যনিষ্ঠভাবে জনসংখ্যা বা সমগ্রকের স্বীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করে। এই প্রতিনিধিত্বের মধ্যে কোনো পক্ষপাতিত্ব থাকে না যার ফলে এর থেকে সংগৃহীত তথ্য ও তথ্যের বিশ্লেষণ যথার্থ এবং বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে।[২]

---

১. মান্নান, আবদুল মোঃ ও মেরী, সামসুন্নাহার খানম, *সামাজিক গবেষণা ও পরিসংখ্যান পরিচিতি*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০২। পৃ. ৫৭

২. রহমান, এস.এম. জিল্লুর, *সমাজবিজ্ঞানে গবেষণা পদ্ধতি*, গতিধারা, ঢাকা, ২০১৫। পৃ. ১১২

Dhaka University Institutional Repository

সমগ্রকের এক বা একাধিক একককে নমুনা বলা যায়। নমুনা সমগ্রকের উপ-অংশ।[৩] তবে সমগ্রকের অংশ হলেই নমুনা হবে এমন ধারণা করা সঠিক নয়। এই উপ-অংশকে সমগ্রকের প্রতিনিধিত্বকারী হতে হয়। অর্থাৎ গবেষণার নমুনা হতে হলে নমুনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা নির্বাচিত হতে হবে।

বর্তমানে গবেষণা জরিপ বা সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকল পরিদর্শনকারী হলো জরিপের নমুনা আকার। সারাবছর জাদুঘরসমূহে পরিদর্শনকারী দর্শক সমষ্টিকে সমগ্রক (Population) ধরে তার আওতায় একটি ন্যূনতম প্রতিনিধিত্বকারী নমুনা আকার নির্ধারণকল্পে নিম্নরূপ পরিসংখ্যান সূত্রটি ব্যবহার করা হয়েছে; সূত্রটি হলো :

$$n = \frac{z^2pq}{d^2}$$

যেখানে,

n = নমুনার আকার (Desired sample size)

z = নির্দিষ্ট আস্থাসীমায় z এর মান (এই আস্থাসীমায় 'z' এর মান ১.৯৬ (আস্থামান ৯৫% পর্যন্ত) ধরে নেওয়া যেতে পারে;

p = সমগ্রকে পরিমিতব্য বৈশিষ্ট্যের অনুপাত (এখানে যা ০.৫০ ধরে নেয়া যায়–যেখানে p+q=১)

q = 1-p, এবং

d = প্রত্যাশিত পরিমিতব্য বৈশিষ্ট্যের অনুপাত (Desire precision), এখানে যা হতে পারে ৭.৫% (অর্থাৎ ০.০৭৫)

সুতরাং উল্লিখিত ফর্মুলায় নির্ধারিত মূল্যমান প্রয়োগ করলে আমরা পাই–

$$n = \frac{z^2pq}{d^2}$$

$$= \frac{(১.৯৬)^২ \times ০.৫০ \times ০.৫০}{(০.০৭৫)^২}$$

$$= ১৭০.৭৩ \approx ১৭০$$

৩. আলাউদ্দিন, মোহাম্মদ, *সামাজিক গবেষণা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অন্বেষণ পদ্ধতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯। পৃ. ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ নমুনায়ন

ক. প্রথমে গবেষক গাইড-লেকচারারদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে দর্শক জাদুঘরের কোন কোন নিদর্শনের প্রতি আগ্রহী হন অর্থাৎ কী ধরনের নিদর্শন দর্শককে মোহিত করে তার তালিকা প্রণয়ন করেন। গাইড-লেকচারারদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ এবং গবেষকের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ থেকে ঢাকাস্থ তিনটি জাদুঘর (বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর-১৫টি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর-৫টি ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর-৫টি) থেকে ২৫টি নিদর্শন নির্বাচন করা হয়। এ পর্বে নিদর্শনের আধেয় বিশ্লেষণের জন্য কী বার্তা বহন করে সেটা লেভেলের টেক্সট থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

খ. ঊর্ধ্বতন জাদুঘর কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ ও গবেষক, জাদুঘর স্থপতি প্রমুখ ৬ জন বিশিষ্ট জনের নিবিড় সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview-KII) গ্রহণ করা হয়।

গ. নির্বাচিত তিনটি জাদুঘর থেকে সরজমিনে সুবিধাজনক ও মুক্ত ও সেমি-স্ট্রাকচার্ড প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ১৭০ জন দর্শকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

২.৪ গবেষণার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা

- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে গবেষণাকর্মটি সমাপ্ত করতে হয়েছে বিধায় গবেষণা ক্ষেত্রকে সঙ্গত কারণেই সংকুচিত করতে হয়েছে;

- জাদুঘর দর্শক জরিপের নমুনা সংখ্যা খুব বড় না হওয়ায় গবেষকের অতৃপ্তি থেকে গেছে। কারণ নমুনা সংখ্যা যদি আরও বড় নেওয়া সম্ভব হতো তবে ফলাফলকে আরও অনেক বেশি প্রতিষ্ঠিত করা যেতো;

- একইভাবে গবেষণা পরিচালনা ক্ষেত্র কেবল বাংলাদেশ এবং ঢাকাকেন্দ্রিক তিনটি জাদুঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় দেশের রাজধানী শহরের দর্শকের মতামতকেই মূলত উপস্থাপন করছে। সারা দেশ নমুনার আওতায় আনা সম্ভব হলে তা অবশ্যই আরও বেশি গ্রহণযোগ্য তথ্য প্রদান করতে সক্ষম হতো;

- দর্শক জরিপকালে অনেক সময় উত্তরদাতার প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায় এবং কেউ কেউ জরিপে অংশগ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করেন;

Dhaka University Institutional Repository

- গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা এবং ডকুমেন্ট স্টাডির ক্ষেত্রে নথিপত্র তথা ডকুমেন্ট প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা ছিলো। তবে বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও জাদুঘর-বিশেষজ্ঞের সহযোগিতায় এ সমস্যা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করা হয়েছে;

- প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মটি জানামতে একটি নতুন বিষয়। এ বিষয়ে দেশে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে বলে জানা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা ও তত্ত্ব-কাঠামো

যোগাযোগ ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে জাদুঘর-বিষয়ক বিদ্যমান গবেষণামূলক তথ্য-উপাত্ত পর্যাপ্ত নয়। অথচ একটি গবেষণার দিক নির্দেশনার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এ সংক্রান্ত গ্রন্থ, প্রবন্ধ, সাময়িকী, পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি পর্যালোচনা করা। কারণ সংশ্লিষ্ট এসব উৎস থেকে গবেষণায় সহায়ক তথ্য-উপাত্ত ও নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব। বর্তমান গবেষণা সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, স্মারক সংকলন, সাময়িকী, জার্নাল, পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৩.১ : পূর্ব গবেষণা পর্যালোচনা

৩.১.১ : গ্রন্থ পর্যালোচনা

- ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *গণজ্ঞাপন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৮২

বাংলা ভাষায় গণজ্ঞাপন তত্ত্বের ওপর রচিত এটিই সর্বপ্রথম পুস্তক। 'গণজ্ঞাপন' গ্রন্থটিতে গণজ্ঞাপনের উদ্ভব, বিবর্তন, সংজ্ঞা, ক্রিয়া-বিক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং দর্শক-পাঠক-শ্রোতাদের শ্রেণিবৈচিত্র্য অনুসারে বার্তার ধর্ম এবং রূপগত বিন্যাসে জ্ঞান সম্পর্কিত সামগ্রিক ধারণা প্রদানের লক্ষেই এটি রচিত। এছাড়া আদিযুগ থেকে মহাকাশ বিজয়ের যুগ বা বর্তমানের ডিজিটাল যুগ পর্যন্ত জ্ঞাপনের বিবর্তন সম্পর্কিত ধারণাও এখানে বর্ণিত হয়েছে।

যোগাযোগ প্রক্রিয়া বা তত্ত্বটিকে লেখক প্রচলিত পরিসংখ্যানবিদ, গণিতজ্ঞদের কঠিন শাসন থেকে সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি ও সাংবাদিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণে প্রয়াসী হন। যোগাযোগের সঙ্গে শিক্ষার বিষয়টিও তাঁর রচনা থেকে সনাক্ত করা যায়।

মূলত সাংবাদিকতা বা যোগাযোগ বিষয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে রচিত গ্রন্থটি পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত। লেখক প্রথম খণ্ডে জ্ঞাপন : উৎপত্তি ক্রমবিকাশ ও তত্ত্ব, দ্বিতীয় খণ্ডে জ্ঞাপন মাধ্যম ও গণমাধ্যম, তৃতীয় খণ্ডে গণমাধ্যম ও সমাজ, চতুর্থ খণ্ডে জ্ঞাপক ও জ্ঞাপন এবং পঞ্চম খণ্ডে শ্রোতা ও জ্ঞাপন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

জাদুঘরে উপস্থাপিত নিদর্শন থেকে অর্থাৎ নিদর্শনের ক্যাপশন বা লেভেল এবং গাইডের সাহায্যে একজন জাদুঘর দর্শনার্থী শিক্ষিত হতে পারেন, বিনোদিত হতে পারেন, বার্তা বা তথ্য পেয়ে যেতে পারেন সর্বোপরি সমাজে এর একটি প্রভাবও লক্ষ করা যায় ।

- Firoz Mahmud & Habibur Rahman, *The Museums in Bangladesh*, Bangla Academy, Dhaka. First Published 1987

'The Museums in Bangladesh' জাদুঘর ও জাদুঘর বিদ্যা-বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ । প্রকাশের পরই বইটি প্রত্নতত্ত্ববিদ ও জাদুঘর-প্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে ।

বাংলাদেশে তো বটেই, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও বইটি ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পায় । গবেষকদের দৃষ্টি কাড়ে । জাদুঘর-সংক্রান্ত যে কোনো গ্রন্থ, প্রবন্ধ/নিবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বইটিকে আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয় ।

উল্লিখিত গ্রন্থটি থেকে বর্তমান গবেষক নানা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে যথাস্থানে ব্যবহার করেন । বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত অনেক নিদের্শনেরই প্রাথমিক পাঠ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে ।

- আবদুল করিম, *ঢাকাই মসলিন*, ঢাকা নগর জাদুঘর সংস্করণ, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯০

মসলিন সম্পর্কে আকর গ্রন্থ এটি । বাংলা ভাষায় রচিত মসলিন সম্পর্কিত প্রথম গ্রন্থ । গ্রন্থটিতে ঐতিহাসিক পটভূমিকা, মসলিনের বুনন প্রণালী, মসলিনের প্রকারভেদ, মসলিনের ব্যবসা, চাষী, তাঁতী এবং মসলিন সংক্রান্ত অন্য কারিগরদের অবস্থা, মসলিন শিল্পের বিলুপ্তির কারণ, মসলিন শিল্পের অবনতির কারণ সম্পর্কে ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার কমিশনার ডানবার কর্তৃক লিখিত চিঠি ইত্যাদি বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে ।

সবচেয়ে বড় কথা, বর্তমান কালে ঢাকাই মসলিন জনশ্রুতির পর্যায়ে এসে পড়েছে; এর নাম এবং এর সম্পর্কে কয়েকটি মুখরোচক কথা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই শিক্ষিত-অশিক্ষিত বাঙালিদের মনে নেই । এমতাবস্থায় মসলিন শিল্পের ইতিহাস রচনা করা কতো কঠিন এবং পরিশ্রম সাধ্য কাজ তা বলার অবকাশ রাখে না । শুধু তাই নয়, মসলিন সম্পর্কে গ্রন্থটি রচনা পর্ব পর্যন্ত যে সকল তথ্য-উপাত্ত পাওয়া গেছে তারও একটি সঠিক বিবরণী এখানে সংযোজিত হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

২০ বৈশাখ ১৩৭২ সনে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণে প্রফেসর আবদুল করিম ইংল্যান্ডের *Commonwealth Scholarship Commission* এবং *ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি* কর্তৃপক্ষের নিকট ঋণ স্বীকার করে বলেন,

> 'মসলিন শিল্পের ইতিহাস রচনায় যে সব অগ্রবর্তী পণ্ডিতের কাছে ঋণী, যথাস্থানে তাঁদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে; কিন্তু *A Descriptive and Historical Account of the Cotton Manufacture of Dacca* বইখানির বিশেষভাবে উল্লেখ না করে পারা যায় না; ঐ বইখানিই ঢাকার মসলিন শিল্পের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। বইখানির সাহায্য না পেলে হয়ত আমার প্রচেষ্টা অপূর্ণ থেকে যেত। বইখানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে নাই এবং মনে হয় পূর্ব পাকিস্তানের কোথাও নাই। বিলাতেও বইখানি দুষ্প্রাপ্য, সুতরাং এর পুনর্মুদ্রণ এবং বাংলা অনুবাদ হওয়া বাঞ্ছনীয়'।[১]

- শাফিকুর রহমান, *যোগাযোগ মৌলিক ধারণা*, প্রকাশক রাফিয়া জামান, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯৫

যোগাযোগ বিষয়ে উচ্চস্তরে বাংলা ভাষায় পাঠোপযোগী পুস্তকের অভাববোধ থেকেই গ্রন্থটির প্রণয়ন। মাতৃভাষার মাধ্যমে কঠিন বিষয়ের সহজ উপস্থাপনা ব্যতিরেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফলপ্রসূ চর্চা অসম্ভব কাজ বলেই বিবেচনা করা হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের অন্তর্বর্তী বন্ধনের যোগসূত্র স্বল্প পরিসরে হলেও চমৎকারভাবে বইটিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

- এ এস এম আসাদুজ্জামান ও খালেদ মুহিউদ্দিন, *যোগাযোগের ধারণা*, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০১

যোগাযোগ গবেষণার রূপরেখা তৈরিতে গ্রন্থটি যে কোনো গবেষকের জন্যই বহুল কাঙ্ক্ষিত। কারণ মাতৃভাষা বাংলায় যোগাযোগের সুকঠিন ধারণাগুলো গ্রন্থটিতে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাঠক বা গবেষক গ্রন্থটি পাঠ করে সহজেই সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যোগাযোগ কাজ বা যোগাযোগ সংজ্ঞা নিরূপণ সম্পর্কে। এছাড়া যোগাযোগের ইতিহাস, যোগাযোগের প্রকৃতি, যোগাযোগ-প্রক্রিয়া, অবাচনিক যোগাযোগ, অন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ, আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ, গণযোগাযোগ, যোগাযোগ মডেল, যোগাযোগের মনস্তাত্ত্বিক বাধাও কারও নিকট বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

---

১. করিম, আবদুল, *ঢাকাই মসলিন*, ঢাকা নগর জাদুঘর সংস্করণ, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯০। পৃ. ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

- মোঃ ছাবের আলী, *গ্রন্থাগার ও আকাইভস ব্যবস্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ততা সংরক্ষণ*, ম্যাগনাম ওপাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০১

গ্রন্থটির নাম *গ্রন্থাগার ও আর্কাইভস ব্যবস্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ততা সংরক্ষণ* হলেও জাদুঘরে প্রদর্শিত নিদর্শনের ক্ষতিগ্রস্ততা সম্পর্কে এতে নানা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ রয়েছে। কারণ জাদুঘরে প্রদর্শিত নিদর্শনের যথাযথ সংরক্ষণ ও পুনরায়ণ না করা হলে ঐতিহ্য-সম্পর্কিত এসব নিদর্শন অতি দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। বিশেষ করে নানা উপকরণের অর্থাৎ কাগজ ও তালপাতার পাণ্ডুলিপি, দলিল-দস্তাবেজ ও কাপড়ের ক্ষেত্রে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট প্রিজারভেশন ট্রিটমেন্ট জরুরি। জাদুঘর পরিদর্শনে আসা দর্শকদের কেউ কেউ নষ্ট হতে থাকা কিছু নিদর্শন দেখে এর আশু ট্রিটমেন্টের ওপর নানা সুপারিশ উত্থাপন করেন।

- এ এস এম আসাদুজ্জামান ও খালেদ মুহিউদ্দীন, *যোগাযোগের তত্ত্ব* , বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০২

গ্রন্থটি একটু মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই যোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয়াদি একজন সাধারণ পাঠকের পাশাপাশি একজন গবেষকও তাঁর প্রয়োজনীয় উপাদান অতি সহজেই সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন। যোগাযোগের অনেক জটিল ধারণা ও তত্ত্ব নিম্নলিখিত অধ্যায়সমূহে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে : গণযোগাযোগের প্রভাব সংক্রান্ত তত্ত্ব, যোগাযোগের দ্বি-ধাপ প্রবাহ তত্ত্ব, যোগাযোগের বহুধাপ তত্ত্ব, ব্যবহার ও তুষ্টি তত্ত্ব, প্রত্যাশা-মূল্যবোধ দৃষ্টিভঙ্গি, গণমাধ্যম ব্যবস্থা নির্ভরতা তত্ত্ব, আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগ, আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগের তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণসমূহ, সাংস্কৃতিক অনুমান : পরিপ্রেক্ষিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, আন্তঃসাংস্কৃতিক বন্ধন তৈরি, সংস্কৃতিবাদী দৃষ্টিকোণ, কাঠামোবাদী বিশ্লেষণ, ক্রিটিক্যাল তত্ত্ব ইত্যাদি।

- জিনাত মাহরুখ বানু, *বাংলাদেশের দারুশিল্প*, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৩

গ্রন্থটিতে লেখক প্রথমেই বাংলাদেশে দারুশিল্পের বিকাশ : সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। বাংলাদেশ ও বিশ্বের প্রতিনিধিত্বমূলক দারুশিল্পের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। দারুশিল্পের নকশা ও গঠনগত এবং অলঙ্করণ সমীক্ষাও চালিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

লেখক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংগৃহীত দারুশিল্পের শ্রেণিবিন্যাস করার পাশাপাশি প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনার বিবরণ দিয়েছেন। বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভে আলোচিত খড়ম, অলঙ্কৃত খাট, নৌশিল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি *বাংলাদেশের দারুশিল্প* গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেন।

- সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, *বাংলাদেশে মিউজিয়াম জাদুঘর সংগ্রহশালা সংগ্রহালয়*, জ্যোতি প্রকাশ, ঢাকা, প্রকাশকাল ডিসেম্বর ২০০৬

জাদুঘর সম্পর্কে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও পড়াশোনার আগ্রহবোধ থেকে গ্রন্থটি রচিত। জাদুঘরের উদ্ভব, দক্ষিণ এশিয়ায় জাদুঘরের সূত্রপাত, পশ্চিমবঙ্গের জাদুঘর পরিচিতি, বাংলাদেশে নৃগোষ্ঠীভিত্তিক জাদুঘর, বাংলাদেশে জাদুঘর : নাম-তালিকাসহ জাদুঘরের সাংগঠনিক ধারাচিত্র গ্রন্থটিতে বিশ্লেষিত হয়েছে।

এছাড়া গ্রন্থটি গবেষণার নানা উপাদানে সমৃদ্ধ। বিশেষ করে সাংস্কৃতিক সম্পদ ও বাংলাদেশ, নতুন দৃষ্টিকোণে জাদুঘর এবং আগামী দিনের জাদুঘর সম্পর্কে লেখকের মৌলিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে বইটিতে।

- মাহবুবুল হক, *সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

গ্রন্থের 'জাদুঘর : জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃতি শিক্ষাকেন্দ্র', অধ্যায়টিতে লেখক জাদুঘরকে মানবজাতির শৈল্পিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যের ধারক ও রক্ষক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, বিশ্বের অতীত ও বর্তমানের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনগুলো নির্বাচন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের পাশাপাশি এগুলোর প্রদর্শন ও ব্যাখ্যাদানের মাধ্যমে জাদুঘর পালন করে বিদ্যা ও সংস্কৃতি চর্চায় শিক্ষামূলক ভূমিকা। নতুন জ্ঞান সৃষ্টি, পুরানো জ্ঞান যাচাই ও নতুন জিজ্ঞাসার জন্মাদানের মধ্য দিয়ে দর্শকমনে সৃষ্টি হয় এক অব্যাহত যোগাযোগ প্রক্রিয়ার যার প্রবাহ সতত চলমান।

জাদুঘরকে বর্তমানে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংস্কৃতি শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে অভিহিত করা হয়। কারণ জাদুঘর এখন এমন এক কেন্দ্রের রূপ নিয়েছে যেখানে জনগণ তার অতীতের পরিচয় খুঁজে পান। বর্তমানের চেহারা সম্পর্কে জানতে পারেন। তার সমস্যা নিয়ে ভাবতে পারেন, পথ ও পন্থা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হতে পারেন। সর্বোপরি মুক্ত আলোচনার সকল দরোজাই এখানে উন্মুক্ত করে রাখা আছে।

Dhaka University Institutional Repository

- আমিরুজ্জামান পলাশ, *বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৯

'বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর' শীর্ষক গ্রন্থ পাঠের শুরুতেই বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সাবেক মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানের মুখবন্ধের অংশবিশেষ তুলে ধরা যাক :

> 'লেখক এ বইয়ে বঙ্গবন্ধু জাদুঘর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, এর বর্তমান কার্যক্রম এবং আমাদের জাতীয় জীবনে এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ইতহাস চর্চায় এ জাদুঘরের ভূমিকা বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন – সেই সঙ্গে সাধারণভাবে আধুনিক বিশ্বে জাদুঘরের ধারণা ও জনগণের বিকল্প শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে জাদুঘরের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করেছেন'[২]।

বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর বাঙালির এক পবিত্র তীর্থস্থান। বাঙালির কান্নার, গভীরতম শোকের এবং জাতিগত মর্মপীড়ারও স্থান। সেই সঙ্গে শোক থেকে শক্তি সঞ্চয় করে নতুন করে জেগে ওঠার, জাতিগত কলঙ্কমোচনের অঙ্গীকার এবং ইতিহাস বিকৃতি রোধে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণেরও স্থান। গ্রন্থটি সম্পর্কে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর আইয়ুব খানের মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য :

> 'এই গ্রন্থে ভাষাসৈনিক হিসেবে বঙ্গবন্ধু, ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু ভবনে স্বাধীন বাংলার প্রথম পতাকা উত্তোলন, মুজিবনগর সরকারের ডাকটিকিট, বঙ্গবন্ধু কর্তৃক খাল খনন প্রকল্প উদ্বোধন, বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর লাইব্রেরির কয়েকটি গ্রন্থও বুলেটবিদ্ধ হওয়ার তথ্য, শেখ কামালের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, শেখ রাসেল ও তাঁর স্মৃতি, যুদ্ধবিধ্বস্ত মাতৃভূমি পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা প্রভৃতি নিবন্ধগুলো নিদর্শনকেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে আলোড়িত করবে বলে আমার বিশ্বাস'[৩]।

গ্রন্থটিতে বর্তমান গবেষণার জন্য প্রযোজ্য অনেক উপকরণের সন্ধান মেলে। লেখক পুস্তকটির সূচি প্রণয়নেও তাঁর নমুনা রেখেছেন। কালের সাক্ষী– বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, একুশ শতকে নিদর্শনকেন্দ্রিক জাদুঘর শিক্ষা কার্যক্রম : প্রেক্ষিত বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, বয়ন সামগ্রী সংরক্ষণ-বিষয়ক পর্যালোচনা : প্রেক্ষিত বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, বঙ্গবন্ধুর সাথে বুলেটবিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থ, বঙ্গবন্ধু ভবনকে জাতীয় ঐতিহাসিক ইমারত ঘোষণা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের দাবি, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে প্রদর্শিত মুজিবনগর সরকারের ডাকটিকিট ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা, শেখ কামালের অপ্রকাশিত

---

২. পলাশ, আমিরুজ্জামান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৯। পৃ. মুখবন্ধ

৩. *প্রাগুক্ত*। পৃ. ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

পাণ্ডুলিপি, শেখ রাসেল ও তাঁর স্মৃতি, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ভাষাসৈনিক শেখ মুজিবুর রহমান : একটি পর্যালোচনা, ২৫ এপ্রিল ১৯৬৬ ॥ দৈনিক ইত্তেফাক : একটি ঐতিহাসিক দলিল, বঙ্গবন্ধু ভবনে স্বাধীন বাংলার প্রথম পতাকা উত্তোলন : একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, যুদ্ধবিধ্বস্ত মাতৃভূমি পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু : জাদুঘরে উপস্থাপনের জন্য কতিপয় জরুরি নিদর্শন, বঙ্গবন্ধু কর্তৃক খাল খনন-প্রকল্প উদ্বোধনের আলোকচিত্র ও পেপার কাটিং : বঙ্গবন্ধু জাদুঘরে প্রদর্শনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন, বত্রিশ নম্বরের রক্ত ভেজা সিঁড়ি।

'একুশ শতকে নিদর্শনকেন্দ্রিক জাদুঘর শিক্ষা কার্যক্রম : প্রেক্ষিত বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর' শীর্ষক শিরোনামে লেখক আমিরুজ্জামান পলাশ শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে জাদুঘরের বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি নিদর্শনকেন্দ্রিক জাদুঘর শিক্ষা, একুশ শতকের জাদুঘর শিক্ষা, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের শিক্ষা ব্যবস্থা ও বর্তমান বাস্তবতা আলোচনা করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে অনানুষ্ঠানিক ধারার কতগুলো শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্র সনাক্ত করেছেন। এগুলো হলো: নিদর্শনে ব্যবহৃত লেবেলের ক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজি দু'ভাষার মাধ্যমে তথ্য প্রদান, প্রদর্শক বক্তৃতার মাধ্যমে দর্শক সেবা, শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা, শিক্ষা কার্যক্রমে আউটরিচ বা বহির্বিভাগীয় শিক্ষা কার্যক্রম, ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীর মধ্যে নিদর্শন-সংক্রান্ত জ্ঞান জন্মানোর উদ্দেশ্যে স্কুল প্রোগ্রাম, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা, কথ্য ইতিহাস ও স্মৃতিচারণ লিখন, প্রকাশনা, লাইব্রেরি, সেমিনার ; আলোচনা সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা, বিশেষজ্ঞ বক্তব্য, গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন, ওয়েব সাইট স্থাপন, পুরস্কার প্রবর্তন ও মিডিয়া কমিউনিকেশন ইত্যাদি সেবার ওপর গ্রন্থে জোর দিয়েছেন। লেখকের সঙ্গে বর্তমান গবেষকও একমত পোষণ করেন যে, জাদুঘর মূলত গণবিশ্ববিদ্যালয় বা গণশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত বিধায় একটি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতিকে দেশি-বিদেশিদের কাছে তুলে ধরতেই নিদর্শনসমূহ শিক্ষা ও যোগাযোগের ক্ষেত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

- শামসুজ্জামান খান, *জাদুঘর ও অবস্তগত উত্তরাধিকার*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩

জাদুঘর ও অবস্তগত উত্তরাধিকার গ্রন্থটি পাঠ করলে একজন পাঠক জাদুঘরের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিবর্তমান ধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভে সক্ষম হবেন। বাংলা ভাষায় জাদুঘর-বিষয়ক এ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ একটি বিরল ঘটনাবলির সাক্ষ্য বহন করে। শামসুজ্জামান খান বাংলাদেশে ফোকলোর চর্চার আধুনিক পথিকৃৎ একইসঙ্গে আধুনিক জাদুঘর চর্চারও অন্যতম স্থপতি। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে জাদুঘরের কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি এবং বহুমাত্রিকতা প্রদানে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গবেষণায় আলোচ্য গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো নানামাত্রিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্তির লক্ষে প্রবন্ধগুলোর শিরোনাম তুলে ধরা হলো– জাদুঘর : উদ্ভব, বিকাশ ও পরিবর্তমান ধারা ; জাদুঘর, সেকাল ও একাল : একটি চকিত অবলোকন ; জাদুঘর এবং অবস্তুগত উত্তরাধিকার ; মিউজিয়াম কেন জাদুঘর ; শান্তি-সংস্কৃতির অন্বেষা ও শান্তি জাদুঘর ; প্রত্নসম্পদ ও গিমে জাদুঘর ; প্রত্নসম্পদ ও আগামীর লড়াই ; পুরাকীর্তি, ঐতিহাসিক স্থাপনা ও প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণ : আমাদের করণীয় ; জাহানারা খাতুন এবং ঢাকা জাদুঘর থেকে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

জাদুঘরের মহামূল্যবান নিদর্শনাদির পাচার এবং তা রোধের নানা কাহিনী পৃথিবীর দেশে দেশে প্রচলিত আছে। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশেও এমন একটি আত্মঘাতী ঘটনার সূত্রপাত হয়। 'প্রত্নসম্পদ ও আগামীর লড়াই' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক উল্লিখিত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এবং পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। প্রবন্ধটি পাঠে পাঠক নিজ দেশের পুরাকীর্তি অর্থাৎ সাংস্কৃতিক সম্পদ রক্ষায় নিবেদিত হবেন বলেই বিশ্বাস করা যায়। বাংলাদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ক্রমবিকাশমান একটি প্রত্যয়ের জন্ম নেবে পাঠক মননে তারই সাক্ষ্য লক্ষ করা যায় লেখকের জবানিতে,

> 'আমাদের দেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জাদুঘর বিষয়ে তেমন অনুসন্ধিৎসু নন। ঐতিহ্যনিষ্ঠ শিক্ষিত মানুষের মতো জাদুঘর পরিদর্শনে তাদের তেমন আগ্রহ দেখা যায় না অথচ বিভিন্ন দেশে শিক্ষিত সমাজের সমন্বয়ে *জাদুঘর সমৃদ্ধ সমিতি* গঠিত হয়। তারাই জাদুঘরের পরিচালনায়, দিকনির্দেশনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আমাদের দেশে এই জায়গাটা একেবারেই দুর্বল। জাদুঘরে যারা আসেন তারা অধিকাংশই অর্থবিত্তে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ তবু তাদের প্রচণ্ড কৌতূহলেই জাদুঘরের দর্শকসংখ্যা সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। জাদুঘরকে যেহেতু জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয় সেই জন্য এর হয়তো বৈচিত্র্যময় নির্দশন বস্তু দেখে শুধু তাদের কৌতূহলই মেটাচ্ছেন না সেই সঙ্গে তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাদুঘর পরিদর্শনে অনীহা এবং সামাজিক স্তরের দিক থেকে কৌতূহলী মানুষ ; এই দুই গোষ্ঠীর জাদুঘর জিজ্ঞাসারই উত্তর মিলবে এই বইয়ে।'[৪]

৪. খান, শামসুজ্জামান খান, *জাদুঘর ও অবস্তুগত উত্তরাধিকার*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩। পৃ. ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

স্থান-কাল-পাত্রভেদে পুরাকীর্তি, প্রত্নস্থান ও ঐতিহাসিক স্থাপনা এবং স্থাপত্যকর্মের ইতিহাসচর্চা ও তার সংরক্ষণ উপস্থাপন সমস্যাকে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থাৎ সামগ্রিক বিবেচনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের একটি স্বচ্ছচিত্র *জাদুঘর ও অবস্তগত উত্তরাধিকার* গ্রন্থটি ।

- হাকিম আরিফ ও তাওহিদা জাহান, *যোগাযোগবিজ্ঞান ও ভাষাগত অসঙ্গতি*, বুকস ফেয়ার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

যোগাযোগ প্রক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার একটি বড় উপাদান ভাষা। গ্রন্থটি পাঠে জানা যায়, ভাষার শ্রবণ–কথন রূপের সাহায্যে মানুষ যোগাযোগের সিংহভাগ সম্পন্ন করলেও এর অন্যান্য উপাদানও এতে প্রযুক্ত থাকে। যোগাযোগ একদিকে যেমন বাচনিক অন্যদিকে অবাচনিকও বটে। ভাষার সীমাবদ্ধতা এবং অবাচনিক যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে সহজবোধ্য করে তোলার লক্ষে লেখকদ্বয় গ্রন্থটি ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। আবার এই ছয়টি অধ্যায়ের মধ্যে রয়েছে একাধিক পাঠ। অধ্যায়গুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই গ্রন্থের আকর তথ্যসমূহ উন্মোচিত হয়ে উঠবে। যেমন– প্রথম অধ্যায়ের মূল শিরোনাম 'মানব যোগাযোগ (সংজ্ঞাপন) : ভূমিকা'। এটি যোগাযোগ কী, যোগাযোগ ও আদান-প্রদান মাধ্যম, যোগাযোগ-সঙ্গী, যোগাযোগ অভিপ্রায় – এরকম চারটি ধারায় বর্ণিত। বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়টি বিভক্ত করা হয়েছে পাঁচটি পাঠে। আবার এই পাঁচটি পাঠেরও রয়েছে একাধিক শ্রেণি কিংবা ধারা। গ্রন্থটি পাঠে যোগাযোগ সংক্রান্ত আধুনিক ও জটিল প্রক্রিয়াগুলোয় সরলরেখা স্থাপনের প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'যোগাযোগ বৈকল্য' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ চালু করা হয়েছে। ভাষা ও যোগাযোগবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পঠন – লিখনের চর্চা পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশেই এখন প্রচলিত। বাংলাদেশও এ সকল বিজ্ঞান-প্রযুক্তি চর্চায় পিছিয়ে নেই। ফলে অক্ষম, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর বিকাশে যোগাযোগবিজ্ঞান ও ভাষাগত অসঙ্গতি মূলত মানসিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও নতুনমাত্রা সংযোজন করেছে। যোগাযোগ ও শিখন প্রক্রিয়ায় বাংলাভাষাসহ এদেশের বিভিন্ন আদিবাসীদের ভাষা–বৈকল্যগ্রস্ত মানুষের বৈকল্য ও বিকারের ধরন সনাক্তকরণসহ এর প্রতিকারকল্পে পঠন ও গবেষণাকর্মের দিকনির্দেশনা সচল ও প্রবহমানতায় আরও একধাপ এগিয়ে নেওয়ার প্রয়াস লক্ষণীয়।

- Sheikh Shafiul Islam & Shah Nister Kabir, *Foundation of Human Communication*, Anyadhara, Dhaka. First Published 2015

মোটা দাগে মানবিক যোগাযোগ সম্পর্কে বলা হলেও গ্রন্থটি পাঠে যোগাযোগ সম্পর্কে একটি সার্বিক ধারণা বা রূপরেখা পাওয়া যায়। গ্রন্থটি থেকে গবেষক নানা তথ্য-উপাত্ত এবং প্রয়োজনীয় দিকমাত্রা-

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করেন। বিশেষ করে যোগাযোগ প্রক্রিয়া, যোগাযোগ মডেল এবং যোগাযোগ গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি সহায়ক। দশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত গ্রন্থটির প্রতিটি অধ্যায় থেকেই চাহিত উপাদান সংগৃহীত হয়েছে।

৩.১.২ : স্মারক সংকলন, পুস্তিকা, সাময়িকী, জার্নাল

- মোজাম্মেল হোসেন বেলাল (সম্পাদক), *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গবন্ধু*, আমরা ক'জন মুজিব সেনা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯০ এবং দ্বিতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০১

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সফর নির্ধারিত ছিলো। এ উপলক্ষে দৈনিক সংবাদপত্রে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাজানো হয় বর্ণিল সাজে। কারণ– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৪ বছরের ইতিহাসে এটিই কোনো চ্যান্সেলরের প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সফরে আসা।

১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হলে সকল আয়োজন বিফলে যায়। তৎকালীন ঘাতক শাসক কর্তৃক দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রটিও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন ও তৎপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে প্রকাশিত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক সংকলনটি নানা প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও সাক্ষাৎকারে সাজানো। সংকলনটিতে সংযোজিত সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো নিষিদ্ধ ঘোষিত ক্রোড়পত্রের মূল রচনাবলি। প্রবন্ধ ও লেখকের নাম যথাক্রমে – বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে : ড. মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ধশতাব্দীর গৌরবোজ্জ্বল ইতহাস : আবদুল মতিন চৌধুরী; আমাদের এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : এম কোরবান আলী।

সংকলনভুক্ত মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ইসমত কাদির গামা, মাহবুব জামান, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, রাজিয়া মতিন চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক ও শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার অংশটি বেশ তথ্যবহুল।

- *বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিচিতি*, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০৫

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিচিতি একটি দ্বিভাষিক গাইড বুক বা পুস্তিকা। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের একটি সামগ্রিক পরিচিতি এই পুস্তিকায় সন্নিবেশিত হয়েছে। ৩৭১টি নিদর্শন সমৃদ্ধ জাদুঘরটি জনগণের জন্য খুলে দেওয়া হয় ১৯১৪ সালের ২৫ আগস্ট।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্য তথা হিন্দু-বৌদ্ধ ও মুসলিমসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উপাদান, প্রত্ন-নিদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন এ জাদুঘরের প্রদর্শনীর মূল আকর্ষণ। ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি যেমন প্রস্তর ভাস্কর্য, পোড়ামাটির ফলক, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় মুদ্রা, শিলালিপি, তুলট কাগজ এবং তালপাতায় লেখা সংস্কৃত, বাংলা ও আরবি-ফার্সি পাণ্ডুলিপি জাদুঘরে সংগৃহীত উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে বিশ্বসভ্যতার নিদির্শনের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নিদর্শনাদিও উপস্থাপন করা হয়েছে।

- Alamgir Muhammad Serajuddin & others (Edited), *Centenary Commemorative Volume (1913-2013)*, Bangladesh National Museum, Dhaka. First Published June 2013

ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং সামাজিক পরিবর্তনে জাদুঘর এ স্লোগান ধারণ করে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর শতবর্ষ উদ্‌যাপন করে। ১৯১৩-২০১৩ কালপর্বের এই শতবর্ষ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে নানা কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এরই অংশ হিসেবে 'Centenary Commemorative Volume (1913-2013)' শীর্ষক স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশ।

স্মারক গ্রন্থভুক্ত 'Contribution of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to the Development of Bangladesh National Museum' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক ফিরোজ মাহমুদ ঢাকা জাদুঘরকে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রূপান্তরে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ও তাঁর অবদানের দালিলিক প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছেন।

নীরু শামসুন্নাহার রচিত 'শত বছরের বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (১৯১৩-২০১৩)' শীর্ষক প্রবন্ধে জাদুঘরের প্রতি দিন দিন মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধির নানাদিক তুলে ধরা হয়েছে। লেখক তাঁর প্রবন্ধে বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের কথাও বিশদভাবে উল্লেখ করেন।

'The Educational, Social and Cultural Role of Modern Museum' শীর্ষক প্রবন্ধে শরীফ উদ্দিন আহমেদ জাদুঘরে উপস্থাপিত নিদর্শন শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। লেখক মনে করেন, অধিকাংশ আধুনিক জাদুঘেরে গবেষণা ও শিক্ষামূলক কর্মসূচির দিকসমূহ বিবেচনায় রেখে স্থায়ী, অস্থায়ী ও বিশেষ ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হওয়া দরকার।

Dhaka University Institutional Repository

- আবদুল ওয়াহাব (সম্পাদনা), *বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : ইতিহাস ও তত্ত্ব* , মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

১৯৭১ সালে ঢাকার রমনা অর্থাৎ আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিশাল জনসমুদ্রে প্রদত্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐহিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সর্বজনবিদিত। ভাষণটি দেশের ৫৭ জন পণ্ডিত-গবেষক-অধ্যাপক-রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আইনজীবী, সাংবাদিক-কলামিস্ট বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রতিটি রচনাতেই ঐতিহাসিক ভাষণের অন্তর্গত চেতনা, হাজার বছরের বাঙালি জাতির জীবন সংগ্রাম ও পার্থিব অভিজ্ঞতার কথা নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তির মহাসনদ হিসেবে ভাষণটির খ্যাতি জগৎজোড়া। একইসঙ্গে ভাষণটির শৈল্পিক, নান্দনিক ও বৈপ্লবিক ঘোষণার উদাত্ত আহবান নতুন প্রজন্মের জন্যও উদ্দীপনা ও মঙ্গল কামনায় দেশাত্মবোধের চেতনায় শাণিত তূর্য।

ড. আবদুল ওয়াহাবের গবেষণা, সংকলন ও সম্পাদিত এ স্মারক গ্রন্থটি ভূমিকা ও বিবিধ অংশ বাদে মোট দশটি অধ্যায় বিন্যস্ত। অধ্যায়গুলোর শিরোনাম – রাজনীতি, ইতিহাস, যোগাযোগবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ও জাতীয়তা, তুলনামূলক আলোচনা, ফোকলোর বা লোকজ উপাদান, ভাষাবিজ্ঞান, সামরিক, সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি।

বর্তমান গবেষণার জন্য তৃতীয় অধ্যায়ে সংযোজিত যোগাযোগবিজ্ঞান অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ দেশের প্রথিতযশা যোগাযোগবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ভাষণটিকে যোগাযোগবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সর্বপ্রথম উপস্থাপন করেছেন। প্রবন্ধের শিরোনাম – যোগাযোগবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক প্রয়োগ : ৭ মার্চের ভাষণ সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির শ্রেষ্ঠ ভাষণ। প্রফেসর আরেফিন সিদ্দিকের ভিন্নমাত্রার এ গবেষণা থেকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় আগ্রহী পাঠক ও শিক্ষার্থী এক নবতর পাঠ-অভিধার রস আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হবেন নিঃসন্দেহে। দু'একটি চুম্বক অংশ তুলে ধরলে বক্তব্যের যোক্তিকতা সঠিক দিকমাত্রায় প্রযুক্ত হবে :

> 'ভাষণের সূচনাপর্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে – There is nothing like a good beginning for a speech. বক্তব্যের প্রারম্ভে শ্রোতার মানসিক অবস্থান (audience orientation) ও সাম্প্রতিক ঘটনা উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক বলে যোগাযোগ তত্ত্বে যা বলা হয় (reference to audience and reference to recent happenings) তার আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটে বঙ্গবন্ধুর এ যুগান্তকারী ভাষণে।
>
> ...

Dhaka University Institutional Repository

> জনযোগাযোগে যেসব speech idiom ব্যবহার করার কথা তা অত্যন্ত সঠিকভাবে সুপ্রযুক্ত হয়েছে বক্তৃতায়।
>
> ...
>
> ৭ মার্চের ঐতিহাসিক অভিভাষণ বঙ্গবন্ধুর extempore speech হলেও লক্ষণীয় যে উপস্থিত বক্তৃতার সচরাচর পরিদৃষ্ট লক্ষণ যেমন বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি, শব্দচয়ন মুহূর্তের দ্বিধাগ্রস্ততা ইত্যাদি ছিল একেবারেই অনুপস্থিত। বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে কোন টীকা বা নোট ব্যতিরেকে মেদহীনভাবে এমন নির্মেদ ও নির্দেশনামূলক ও একইসাথে কাব্যময় বক্তৃতা প্রদান একমাত্র বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই সম্ভব বিধায় আন্তর্জাতিক সাময়িকী নিউজউইক তখনই বঙ্গবন্ধুকে *রাজনীতির কবি* বলে আখ্যায়িত করেছিল একাত্তরের ৫ এপ্রিলে প্রকাশিত তাদের প্রচ্ছদ নিবন্ধে। এ বক্তৃতা আক্ষরিক অর্থেই ছিল একটি বিপ্লব, যার ফল আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা।
>
> ...
>
> সার্বজনীন বক্তব্যে ও জনযোগাযোগে কার্যকর ফল লাভের জন্য চ্যালেঞ্জ উত্থাপনের – (Posing a challenge) সর্বজনবিধিত একটি পদ্ধতি।
>
> ...
>
> যে কোন বক্তৃতার সংজ্ঞানির্ধারণী অংশ সাধারণত শেষেই উচ্চারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে যোগাযোগবিদদের আধুনিক অভিমত। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের শেষ বাক্য *এবারের সংগ্রাম – আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম – স্বাধীনতার সংগ্রাম* অত্যন্ত দৃঢ়প্রত্যয়ে ব্যক্ত স্বাধীনতার কার্যত ঘোষণা – যা ৭ মার্চের বক্তৃতার সংজ্ঞা হিসেবে স্বীকৃত। যে প্রক্রিয়ায় তিনি ভাষণ শেষ করেছেন তা যোগাযোগবিদ্যার পাঠ্য পুস্তকের সাথে হুবহু মিলে যায়। যেখানে বলা হয় Don't drag out your conclusion'.[৫]

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ প্রকৃত অর্থে শিক্ষা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাঙালি সংস্কৃতি ও লোকদর্শনজাত মানবিকতার আকর।

৩.১.৩ : পত্র-পত্রিকা

- *স্মরণিকা*, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ১৯১৩-১৯৮৮, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮৮।

জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঢাকা জাদুঘরের ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে জাদুঘরকে প্রাচীন ইতিহাস চর্চা সভ্যজীবনের একটি লক্ষণ, সেইরূপ দেশের প্রাচীন

---

৫. সিদ্দিক, আ আ ম স আরেফিন, *যোগাযোগবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক প্রয়োগ : ৭ মার্চের ভাষণ সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির শ্রেষ্ঠ ভাষণ*, গবেষণা, সংকলন ও সম্পাদনা ড. আবদুল ওয়াহাব, *বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ: ইতিহাস ও তত্ত্ব*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৪। পৃ. ২৫৫-২৬০

Dhaka University Institutional Repository

কীর্তিগুলোর পরিচয় রাখাও একটি সভ্যজীবনের লক্ষণ হিসেবে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, দেশের প্রাচীন ইতিহাস কাগজে-কলমে যা শিক্ষা দেয়, জাদুঘর সেই শিক্ষার জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য পরিচয়।

- সৈয়দ আমীরুল ইসলাম (সম্পাদক), *ঐতিহ্য*, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর অফিসার সমিতি'র পত্রিকা, ঢাকা, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা ১৯৯৭-১৯৯৮।

পত্রিকাটিতে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য রচনা– প্রফেসর শামসুজ্জামান খানের 'মিউজিয়াম কেন জাদুঘর', আনোয়ারুল হকের 'বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাদুঘরের সূচনা, ক্রমবিকাশ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা', মোঃ তসলিম উদ্দিন ভূঁইয়ার 'মিউজিয়াম লেবেলিং পদ্ধতি' এবং খন্দকার আলী আহাদের 'দর্শকের দৃষ্টিতে জাদুঘর নিদর্শন উপস্থাপন : একটি পর্যালোচনা' ইত্যাদি।

- শামসুজ্জামান খান (সম্পাদক), *নিউজ লেটার*, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৯।

নিউজলেটারে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য রচনার তালিকা – আনিসুজ্জামানের 'জাদুঘরে কেন যাবো', সৈয়দ আমীরুল ইসলামের 'আগামী দিনের জাদুঘর' এবং মোহাম্মদ মোহসীনের 'জাদুঘর প্রসঙ্গে'। বাংলাদেশে জাদুঘর সংক্রান্ত পত্রিকাটির সম্পাদকীয় অংশটি প্রণিধানযোগ্য – বাংলাদেশে জাদুঘর বিষয়ে তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক কোনো স্বকীয় ভাবনা যে গড়ে উঠেনি তার জন্য জাদুঘর সমূহের অবকাঠামো, কর্মপদ্ধতি, অর্থসমস্যা ও প্রকৃত জনবলের অভাবকে হয়তো দায়ী করা যেতে পারে। কিন্তু এর মূল সমস্যা অন্যত্র। এগুলোকে এভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে: ক. আমাদের শিক্ষা–ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি-চর্চায় জাদুঘরের দুর্বল অবস্থান ; খ. শিক্ষিতজন ও দেশের সংস্কৃতি-কর্মীদের জাদুঘর দর্শনে অনীহা; গ. বিশ্ববিদ্যালয়ে মিউজিওলজি বিষয়ে উচ্চতর কোর্স না থাকা; ঘ. একটি জাদুঘর সুহৃদ-সমাজ (জাদুঘর প্রেমিক, দাতা এবং জাদুঘর সম্পর্কে অভিজ্ঞ একদল বিশেষজ্ঞ ও সমালোচক) গড়ে না ওঠা। উল্লিখিত সমস্যার সমাধান সময়ের দাবি। কারণ – প্রবহমান মূল্যবোধ, সংস্কৃতি নির্মাণ ও তার নবায়ন প্রক্রিয়ার এক জীবন্ত মৌল সংগঠন জাদুঘরের অগ্রযাত্রা কোনক্রমেই থেমে থাকার নয়।

- রফিকুল ইসলাম (সম্পাদক), *ধানশালিকের দেশ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, অক্টোবর ১৯৯৯ – জুন ২০০০ সংখ্যা।

জাতির মননের প্রতীক বাংলা একাডেমির কিশোর পত্রিকা 'ধানশালিকের দেশ'-এর আলোচ্য সংখ্যাটি জাদুঘর সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদকীয়তে বলা হয়, কোনো জাতির অতীত ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনই জাদুঘর প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য। জাদুঘর অতীতের বিষয়বস্তুর

Dhaka University Institutional Repository

প্রদর্শনের মাধ্যমে বর্তমানেরই জয়গান করে। তাই কোনো জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিসহ নানা দিককে পরিচিত করে তোলার ক্ষেত্রে জাদুঘর এক নীরব ভূমিকা পালন করে চলেছে। কোনো জাতির আত্মসচেতনতা ও ঐতিহ্যপ্রীতির পরিচয়ও জাদুঘরের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

শামসুজ্জামান খান রচিত 'জাদুঘর সেকাল ও একাল' শীর্ষক প্রবন্ধটি সুলিখিত। তাঁর মতে, মিউজিয়াম বা জাদুঘর হলো জ্ঞান, বিদ্যা ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের কেন্দ্র (Centre of excellence)। দর্শক জাদুঘরে আসবে জ্ঞান ও নানা বিদ্যা শাখার বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ, আনন্দ, বিনোদন, শিক্ষা, সামাজিক মেলামেশা ও কমিউনিটির বোধে উজ্জীবিত হতে, জাতীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত এবং নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শত সহস্র বছরের বিভায় আলোকিত হতে।

- প্রকাশ চন্দ্র দাস (সম্পাদক), *জাদুঘর সমাচার*, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা, এপ্রিল–জুন ২০১১ সংখ্যা

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ত্রৈমাসিক প্রকাশনা 'জাদুঘর সমাচার'-এর আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য রচনা হলো : প্রকাশ চন্দ্র দাসের 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর : বর্তমান কর্মকাণ্ড ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা', ড. ফিরোজ মাহমুদের 'সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও শিল্পকলা' এবং মোঃ সেরাজুল ইসলামের 'জাদুঘর ও জনসাধারণ : প্রেক্ষিত যোগাযোগ'।

জাদুঘরকে শিক্ষা ও যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করে মোঃ সেরাজুল ইসলাম বলেন, জাদুঘর সমাজের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, গবেষণা এবং প্রকাশনার মাধ্যমে সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে জ্ঞান পাওয়া যায় জাদুঘরে। শিক্ষার আধার হিসেবে জাদুঘরের কার্যাবলি সারাবিশ্বে নন্দিত। ধর্ম-বর্ণ-গণ-জন-নির্বিশেষে সকলের কাছে জাদুঘর বিদ্যাচর্চার স্থান ও আত্মপরিচয় অনুসন্ধান ক্ষেত্র। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতুবন্ধ নির্মাণ-স্থান এবং বিনোদন কেন্দ্রও বটে। তাই জাদুঘর সর্বজনীন বিশ্বদ্যিালয় হিসেবে আজ সারা পৃথিবীতে সমাদৃত।

উল্লিখিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, জার্নাল বা সাময়িকীসহ প্রতিটি রচনাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং তথ্যভিত্তিক হলেও 'যোগাযোগ ও শিক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে জাদুঘর : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ' বিষয়ে রচিত নয় এবং এ বিষয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ গবেষণাও সম্পন্ন হয় নি। তবে বিভিন্ন গ্রন্থ বা যে কোনো রচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের গুরুত্বও কোনো অংশে কম নয়। কারণ এসব তথ্যের খণ্ডিত অংশগুলো সংযোজন- বিয়োজনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনার অবয়ব নির্মাণ যে নিঃসন্দেহে সহজতর ও ফলপ্রসূ হয়েছে তা বলার অবকাশ রাখে না।

Dhaka University Institutional Repository

তাত্ত্বিক কাঠামো

গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো একটি গবেষণার দিক-নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। সঙ্গতকারণে 'যোগাযোগ ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে জাদুঘর : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক বর্তমান গবেষণায় কার্যকরভাবে তাত্ত্বিক কাঠামো নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্ধারণকল্পে 'যোগাযোগ ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে জাদুঘর' বিষয়ালোকে প্রাসঙ্গিক কিছু তত্ত্ব ও মডেল পর্যালোচনা করা হয়েছে। শুরুতেই মানবীয় যোগাযোগের ধারণা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধ্যান-ধারণা পর্যালোচনা করে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মডেলসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে যে, কোন মডেলটি বর্তমান গবেষণার বিষয়ালোকে অধিকতর ব্যবহারোপযোগী। আর সেদিক থেকে গবেষকের মনে হয়েছে যে, যোগাযোগ শাস্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মডেল শ্যানন-ওয়েবার প্রবর্তিত যোগাযোগ মডেলটি এ ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যবহ।

এই তত্ত্বের প্রয়োগ সম্পর্কে এর উদ্ভাবক ক্লড শ্যানন বলেন,

> '...the theory is general enough that it can be applied to written language, musical notes, spoken words, music pictures and many other communication signals. The term communication is used in a very broad sense to include all of the procedures by which one mind may affect another'[৬]

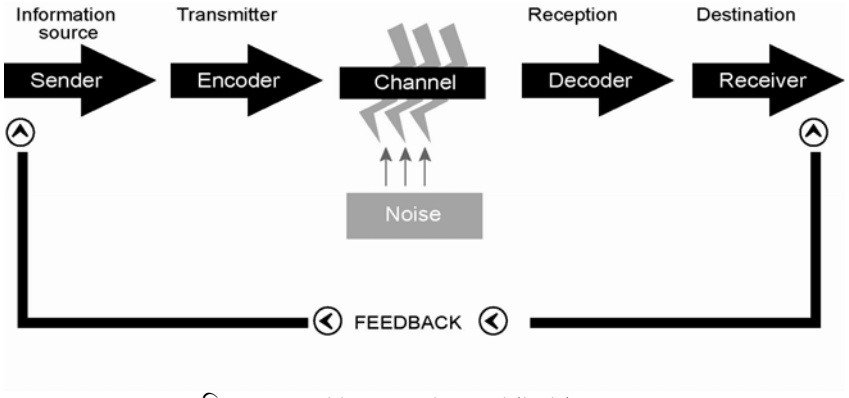

চিত্র : ৩.১ : শ্যানন-ওয়েবারের যোগাযোগ মডেল

৬. Weaver, Warren, *Recent contributions to the mathematical theory of communication*, Urbana: University of Illinois Press, p. 95

Dhaka University Institutional Repository

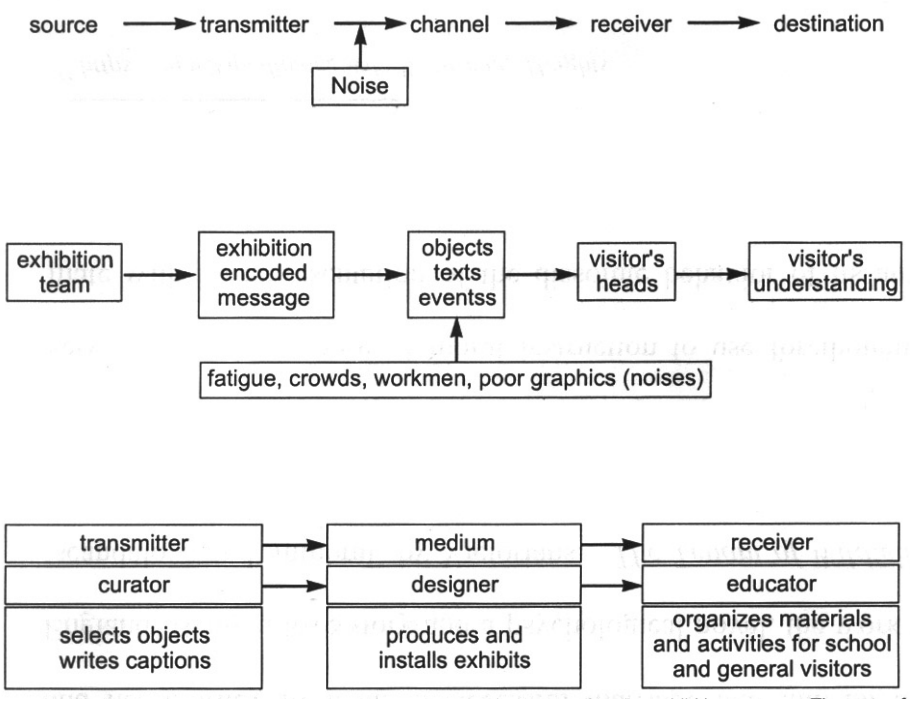

চিত্র : ৩.২ : যোগাযোগ ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে জাদুঘর ধারণা ব্যাখ্যায় সহায়ক মডেল

মানবীয় যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মূল মূল উপাদানগুলো শ্যানন-ওয়েবারের মডেলে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। শ্যানন-ওয়েবারের মডেলটি জাদুঘর যোগাযোগে কীভাবে অর্থবহ প্রয়োগযোগ্য হতে পারে তার সাক্ষ্য দেয়। বর্তমান গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো অধ্যয়ন করতে গিয়ে 'জাদুঘর যোগাযোগ' সম্পার্কত আরও কিছু তত্ত্বীয় মডেল অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব তত্ত্বীয় ধারণাগত কাঠামোর মধ্যে রয়েছে 'হপার ও গ্রীনহিল' (হপার ও গ্রীনহিল, ১৯৯২) ব্যবহৃত আধুনিক জাদুঘরের রূপক মডেলসমূহে[৭] যেখানে জাদুঘর জ্ঞান-রূপায়নে কীভাবে ভূমিকা রাখে তার উল্লেখ আছে; যদিও তা ইউরোপীয় জাদুঘরসমূহের উদ্ভব ও বিকাশের পটভূমিতে বিশ্লেষিত।

অপরদিকে, 'ভিজিটরকেন্দ্রিক বিশ্লেষণাত্মক মডেল', যেখানে একরৈখিক ধারণার বিপরীতে বহুমাত্রিক বিশ্লেষণে জাদুঘরের 'শিখন যোগাযোগ' প্রক্রিয়াকে তুলে ধরার চেষ্টা লক্ষ করা গেছে। পর্যালোচনা করা হয়েছে 'কিউরেটর কেন্দ্রিক শিখন মডেল', যেখানে নিদর্শনের মাধ্যমে যোগাযোগ ও শিখন অ্যাপ্রোচ-এর অভিজ্ঞতালব্ধ ও ধারণাপ্রসূত প্রাসঙ্গিক কিছু দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

৭. Chuan,CHENHui, Kun, HO Chuan&Chyuan, HO Ming, A new communication model in the natural history museum,P. 6, ACADEMIA : http://www.academia.edu/1451800/A_New_Communication_Model_in_Natural_History_Museum:

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া, নয়া যোগাযোগ ধারণা-কাঠামোর 'প্ররোচক মডেল' (Instigating Model) হিসেবে জাদুঘরের এর পরিবর্তিত ও আধুনিকতর ভূমিকা নিয়েও প্রাসঙ্গিক পাঠ পর্যালোচনা করা হয়েছে, যেখানে মূলত জাদুঘরের প্রকৃতিগত ইতিহাস বিশ্লেষণের সহায়ক নয়া যোগাযোগ মডেলের ধারণা পরিস্ফূট হয়ে উঠেছে ।

সর্বোপরি, বর্তমান অভিসন্দর্ভের তাত্ত্বিক ধারণায়নে জাদুঘরের সামাজিক দায়িত্বশীলতার প্রশ্নে 'প্রগতিশীল শিক্ষা তত্ত্ব'কে বিশেষ গুরুত্বসহকারে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই তত্ত্বের প্রধান প্রতিপাদ্য ভাষ্য হচ্ছে :

> ' If education is achnowledged as the fundamental responsibility of museums and museums recognize its progressive origins, then they must also accept their social responsibility to work towards supporting a participaty democratic society.'[৮]

এই তত্ত্বীয় শিখন প্রক্রিয়াটি অনেকটা চক্রাকার বা আবর্তন প্রকৃতির, যেখানে শিক্ষণার্থী চিত্র নিদর্শনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা সম্পৃক্ত ধারণা লাভ করে – যেখানে তিনি / তারা এমন কিছু পাঠ খুঁজে পান যা বিশেষ অর্থবাহী ও প্রাসঙ্গিক-তাৎপর্যবহ এবং তা তাদের পূর্বের জ্ঞান ও পূর্বাভিজ্ঞতার সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় (যেগুলো হতে পারে মূলত তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস, পূর্বধারণা ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত নিদর্শন) । আদর্শিকভাবে এখানে সমন্বিত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বিষয়বস্তু সম্পর্কে পুনর্ভাবনা ও পুনর্জিজ্ঞাসা করতে উৎসাহিত করে এবং শিক্ষণার্থীদের অনুরূপ নিদর্শনসমূহ পরিদর্শনের মাধ্যমে পুনর্বার অভিজ্ঞতা লাভে আগ্রহী ও কৌতূহলী করে তোলে ।

---

৮. Hein, George E, *The Role of Museums in Society: Education and Social actions*, November 9, 2005, P.50.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

সামাজিক গবেষণা বা অনুসন্ধান কাজের কৌশল হিসেবে জাদুঘরে প্রদর্শিত নিদর্শনাদির আধেয় বিশ্লেষণের যথার্থ নক্শা প্রণয়ন করে নির্দিষ্ট ধাপ অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে প্রত্যাশিত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয়। নিদর্শনাদির আধেয় বিশ্লেষণ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক এমন এক বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া যা যোগাযোগ মাধ্যমের বিষয় বস্তুসমূহ সঠিক ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উপনীত হওয়া সম্ভব। আর এটি সম্ভব গুণাত্মক পদ্ধতির সৃজনশীল ব্যবহারসূত্রে। নিবিড় সাক্ষাৎকারের (Key Informant Interview- KII) গ্রহণের মাধ্যমে গুণাত্মক পদ্ধতির প্রযোজ্য দিকমাত্রা নির্ণয় করা সহজ। গবেষণার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের আলোকে নিবিড় বা একান্তভাবে অনানুষ্ঠানিক কথোপকথনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ নির্ভরযোগ্যতা অর্জন করেছে। মাত্রাভেদে সংখ্যাত্মক পদ্ধতিও কখনও কখনও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল বয়ে আনে। দর্শক জরিপ পর্বে তারই বস্তুনিষ্ঠ প্রতিফলন ঘটেছে। তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনে ও বিশ্লেষণের তিনটি ধাপ বা পদ্ধতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর হলো।

৪.১ : নিদর্শনের আধেয় বিশ্লেষণ

জাদুঘরে প্রদর্শিত নিদর্শনাদিই মূলত দর্শক আগ্রহের লক্ষ্যবস্তু। দর্শক মৌলিক বা মূল নিদর্শন দেখতেই সবচেয়ে বেশি সাচ্ছন্দ ও আগ্রহবোধ করেন। রিপ্রোডাকশন বা রেপ্লিকাও কখনও কখনও দর্শককে আকৃষ্ট করে তোলে। জাদুঘরের বিদেশি কিংবা আন্তর্জাতিক গ্যালারিতে মূল নিদর্শনের উপস্থিতি বিরল। সঙ্গত কারণেই মূল নিদর্শনের পরিবর্তে অনুকৃতি বা রেপ্লিকাই প্রদর্শিত হয়। জগৎ বিখ্যাত চিত্রকর লিওনার্দো ভিঞ্চির কালজয়ী শিল্পকর্ম 'মোনালিসা'র রিপ্রোডাকশন বা আগ্রার তাজমহলের একটি রেপ্লিকা দেখার মধ্যে দর্শক কিছু জানার ও দেখার উপলক্ষসূত্র খুঁজে পান। একইসঙ্গে বিনোদিত হয়ে পরিতৃপ্তিও লাভ করেন।

গবেষকের পূর্ব-ধারণা, জাদুঘরে কর্মরত প্রদর্শক প্রভাষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যে সকল নিদর্শন দর্শক-মনে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত, আলোকিত এবং একাত্মবোধে নিবিষ্ট করে এরকম ২৫টি নিদর্শনের (বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর থেকে ১৫টি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি

Dhaka University Institutional Repository

জাদুঘর থেকে ৫টি এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে ৫টি) সংশ্লিষ্ট ক্যাপশন বা লেভেল থেকে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন আধেয় বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো ।

৪.১.১ : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

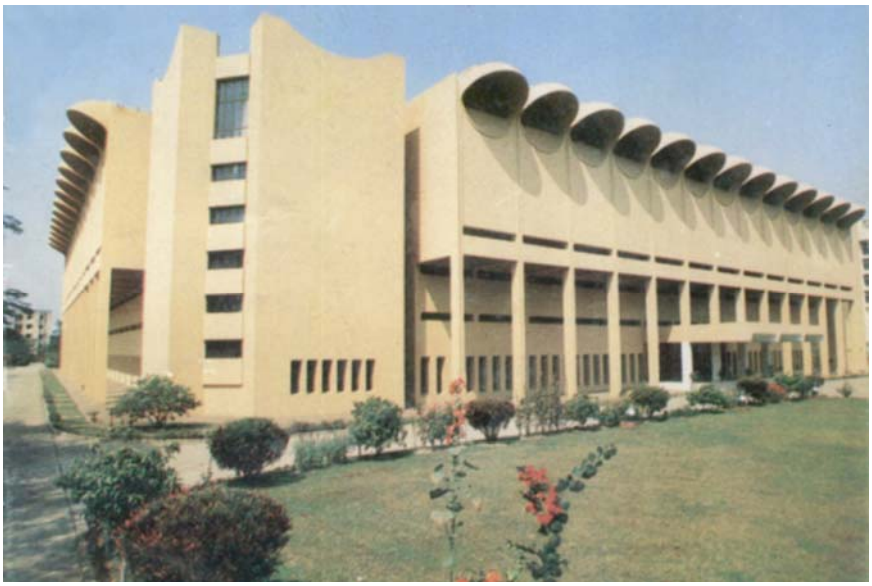

চিত্র ৪.১.১: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ভবন (১৯৮৩)
উৎস- বা জা জা

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর থেকে নির্বাচিত দর্শননন্দিত ১৫টি নিদর্শনের আধেয় বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো ।

৪.১.১.১ : মানুষ বিক্রির দলিল

মধ্যযুগে বা পরবর্তীসময়েও দাস-ব্যবসা ভিত্তিক কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের তেমন কোন সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায় না বরং ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে হাবশী দাস যোদ্ধাদের আমদানি করেছিলেন ।

দাস-ব্যবসা ভিত্তিক কারবার চালু না থাকলেও বাংলাদেশেও বিচ্ছিন্নভাবে মানুষের কেনা-বেচা চালু ছিল এই ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকেও । অভাবের তাড়নায় মানুষ নিজের ছেলে মেয়েদের গরু ছাগলের মতো বিক্রি করে দিত । একমাত্র জন্মদানের সূত্রে তারা এই অধিকার লাভ করত এবং এ ব্যাপারে সামাজিক কোন বাধাও ছিল না । এমনকি নিজেকেও বিক্রি করা যেত ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে বাঙলা **১২১৪** এবং **১২১৫** সনের মানুষ বিক্রি সংক্রান্ত দু'টি মূল্যবান দলিল রয়েছে। একটি নিজের কন্যাকে বিক্রি করা এবং অন্যটি একটি পরিবারের আত্মবিক্রি সংক্রান্ত ।

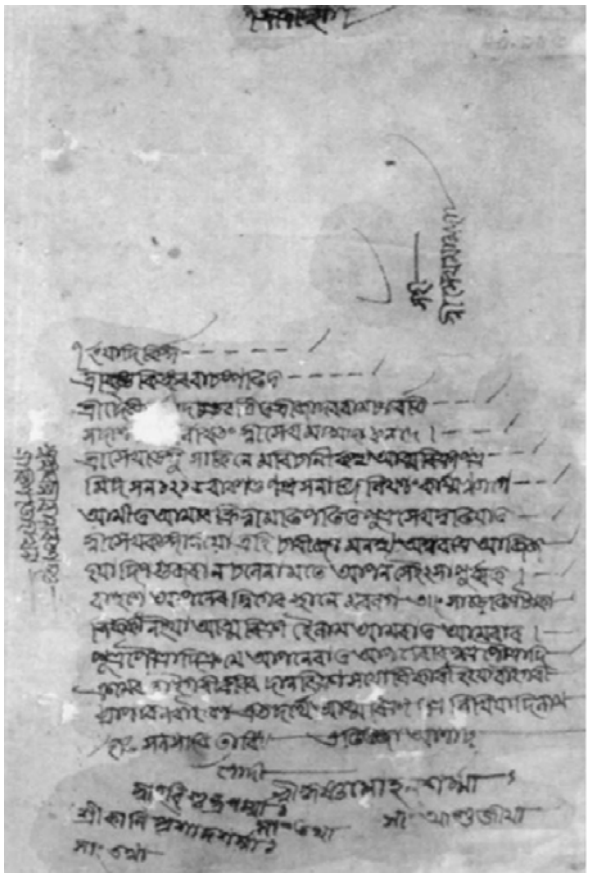

চিত্র ৪.১.২ : মানুষ বিক্রির দলিল
উৎস- বা জা জা

প্রথম দলিলের আধেয় বিশ্লেষণে জানা যায়, সদারাম দাস **১৩** টাকা রৌপ্য কোম্পানি/ব্রিটিশ) মুদ্রার বিনিময়ে নিজের ছয় বছর বয়স্কা মেয়েকে কৃষ্ণ কিঙ্কর বাচস্পতির কাছে চিরতরে (পুত্র পৌত্রাদিক্রমে) দাসী হিসেবে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে স্বামী স্ত্রী (অর্থাৎ মেয়ের বাবা মা) দুজনে এই বিক্রয় পত্র লিখে দিচ্ছেন। দাসীর সন্তানাদির ওপরও বিক্রেতার পরবর্তীসময়ে কোন সম্পর্ক থাকবে না তাও দলিলে উল্লেখ রয়েছে। দলিলে উল্লিখিত তারিখ ৩ শ্রাবণ **১২১৪** সন বাংলা ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় দলিলের আধেয় বিশ্লেষণে জানা যায়, স্বামী স্ত্রী এবং দুই সন্তান এই চারজনের সাড়ে তিন টাকা সিক্কার (বৃটিশ রৌপ্যমুদ্রা) বিনিময়ে বাইগরি (চাকর বা বেগার খাটা) করার অঙ্গীকারসহ আত্মবিক্রির কথা বলা হয়েছে। যা বিক্রেতার পুত্র পৌত্রাদিক্রমে এবং ক্রেতার পুত্র পৌত্রাদিক্রমে এই বাইগরি করার অঙ্গীকারই শুধু নয় বরং এই বাইগরির দান বিক্রির স্বত্বাধিকারই শুধু নয় বরং এই বাইগরির দান বিক্রির স্বত্বাধিকারীও ক্রেতা হবেন বলে দলিলে উল্লেখ রয়েছে। দলিলের তারিখ ৩ আষাঢ় ১২১৫ সন বাংলা।

দুইশত বছর পূর্বে এদেশেই মানুষ কেনা-বেচার প্রামাণ্য দলিল দেখে দর্শক স্তম্ভিত হন। সে সময়ে সমাজে নারীরা যেভাবে নিগৃহীত হয়েছেন আজও তার খোলস পাল্টালেও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি।

৪.১.১.২ সিরাজ-উদ্-দৌলা ও টিপু সুলতানের তরবারি

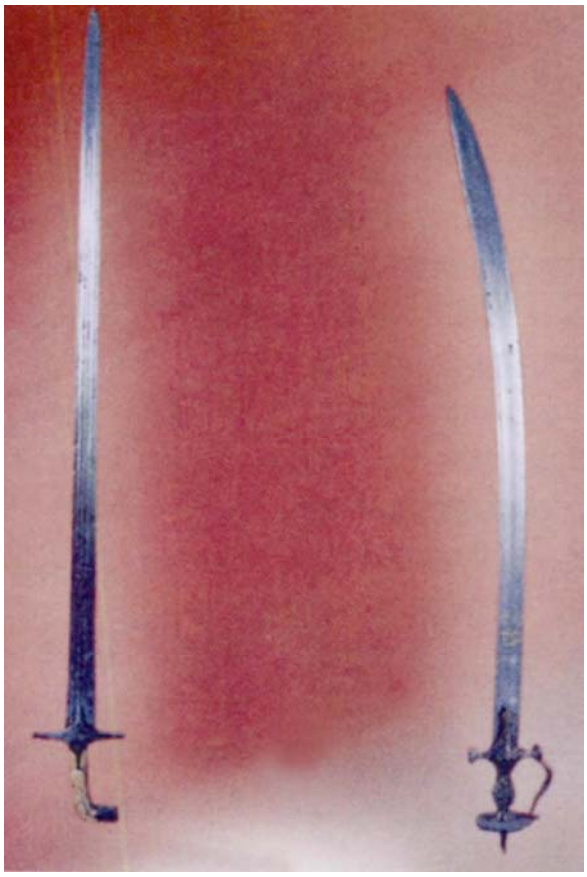

চিত্র ৪.১.৩ : সিরাজ-উদ-দৌলা ও টিপু সুলতানের তরবারি
উৎস- বা জা জা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর দুটি অনন্য সাধারণ নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য জননন্দিত। এই নিদর্শন দুটি হচ্ছে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ও টিপু সুলতানের তরবারি।

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সর্বশেষ স্বাধীন সবাব সিরাজ-উদ-দৌলা (শাসনকাল ১৭৫৬-৫৭ খ্রি.) এবং মহীশুরের স্বাধীন শাসক টিপু সুলতানের (শাসনকাল ১৭৮২-৯৯ খ্রি.)। নিজ রাজ্য স্বাধীন রাখা এবং ইংরেজ কর্তৃক ভারতবর্ষের সম্পদ লুট ও পাচারের বিরুদ্ধে এই দু'মহান যোদ্ধা অসীম সাহসিকতার সঙ্গে সংগ্রাম ও প্রতিরোধ করে গেছেন কিন্তু ইংরেজদের কূটকৌশল ও স্থানীয়দের ষড়যন্ত্রের কারণে শাসকেরা উভয়ই পরাজিত ও নিহত হন। তাদের ট্র্যাজিক মৃত্যুর পরই কেবল ভারতবর্ষে ইংরেজদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার ব্যবহৃত তরবারির নাম 'ফিরাঙ্গী'। বলধা জমিদার এটি সংগ্রহ করেন মুর্শিদাবাদ থেকে। এত দৈর্ঘ্য সোয়া ৪২ ইঞ্চি। দেখতে সোজা ক্রশাকৃতির। উভয় দিক ধারালো। এর বাঁটটি হাতির দাঁত দিয়ে চমৎকারভাবে বাঁধানো। তরবারিটির উপর আরবি লিপি লেখা রয়েছে। তাতে তরবারিটির প্রশংসাসূচক উদ্ধৃতি লেখা রয়েছে। তবে ঐ তরবারিটি কোন যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে তার কোন তথ্য নেই। টিপু সুলতানের তরবারির নাম 'তলোয়ার'। এটি কিভাবে সংগৃহীত হয়েছে তার কোন তথ্য নেই।

তরবারিটির দৈর্ঘ্য সাড়ে ৩৮ ইঞ্চি। মাথার দিকটি বাঁকানো। বাঁটটি পিতলের তৈরি এবং বেশ কারুকার্যময়। হাতলের সামনে একটি বাঘের মুখ খোদিত। তার মধ্যে টিপু সুলতানের নাম আরবিতে লেখা রয়েছে। উল্লেখ্য, বাঘের মুখ ছিল টিপু সুলতানের প্রতীক।

প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রের প্রতি দর্শক আগ্রহী হন। নাম ফিরিঙ্গি, আকৃতি ক্রুসের ন্যায়, লেখা আরবি, দর্শন উদর মানবতাবাদ এবং হাতির দাঁতের তরবারির বাট, ক্ষমতার প্রতিপত্তি, রাজকীয় মর্যাকে প্রতিনিধিত্ব করে।

৪.১.১.৩ : রিকশা

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর দেশের বহুল পরিচিত ও ব্যবহৃত বাহন রিকশা সংগ্রহ করে দর্শকদের জন্য প্রদর্শনের জন্য ব্যবস্থা নেয়। রিকশায় সমসাময়িক ঘটনা ও সামাজিক নানাবিধ দৃশ্য অঙ্কিত হয়ে থাকে। তাজমহল তার অতি প্রিয় মোটিফ। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জন্য সংগৃহীত রিকশাটি আনিস মিস্ত্রির অসামান্য উপলব্ধির পরিচয় বহন করে। বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ ও নানা ভাবসম্পদে

Dhaka University Institutional Repository

সমৃদ্ধ এ রিকশার সান্নিধ্যে না এলে এর রূপ-প্রকল্পের ঐশ্বর্য সম্পদকে দেখবার ও বুঝবার সুযোগ নেই। রিকশার সর্বাংশে যে নকশাটি সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে তা হচ্ছে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর তাজমহল দৃশ্য। এ ছাড়া জোড়া ময়ূর, তরঙ্গায়িত লতানকশাও চিত্রিত হয়েছে। রিকশার চাকার স্পোকে লাগানো হয়েছে বিভিন্ন রঙের প্লাস্টিকের গোল দানা।

চিত্র ৪.১.৪ : রিকশা
উৎস- বা জা জা

ঢাকা শহরের বহুল প্রচলিত যান। শুধু বাহন নয়, রিকশা আমাদের সংস্কৃতিকেও উপস্থাপন করে রিকশার গায়ে অঙ্কিত বিভিন্ন চিত্রকলার মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.১.৪ : মা ও শিশু

ঢাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী প্রয়াত এম. আর খানের উদ্যোগে তাঁর ১৫৯ নং মনিপুরি পাড়ার বাড়ির সম্মুখের লনে ১৯৫৮ সালের দিকে ভাস্কর নভেরা আহমেদ 'মা ও শিশু' শীর্ষক একটি আধুনিক ভাস্কর্য তৈরি করেন। ভাবনায়, বিষয়বস্তু চয়নে এবং উদ্ভাবনে তিনি সৃষ্টি করলেন ভাস্কর্যকলার এক নূতন যুগ।

চিত্র ৪.১.৫ : মা ও শিশু
উৎস- বা জা জা

ঐতিহ্য-অন্বেষণ ও বিশ্বীক্ষায় তিনি যে নতুন প্রকরণ ও শৈলী নির্মাণ করলেন তা একদিকে যেমন পরিশীলিত অন্যদিকে তেমনি অনুপম ও নিটোল। আমাদের বাস্তব জীবনযাত্রা ও ঐতিহ্যবোধের সঙ্গে তিনি পরিচ্ছন্ন দক্ষতায় যুক্ত করলেন পাশ্চাত্যের কলা-নৈপুণ্যের ছোপ। তাঁর করজে তাই আমরা পেলাম এক নবতর মাত্রিকতা। সাদা সিমেন্টে তৈরি এই শিল্পকর্মটি নভেরার শিল্পকর্মগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। এম. আর খানের পরিবারের সদস্যরা উচ্চমূল্যে বিক্রির প্রস্তাব পেলেও তাঁরা এই ভাস্কর্যটি জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খানের অনুরোধে বিনামূল্যে উপহার হিসেবে জাতীয় জাদুঘরে প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন।

জাতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এই শিল্পকর্মটি গ্রহণ করে এবং আগে যেভাবে ফোয়ারাসহ ভাস্কর্যটি স্থাপিত ছিল ঠিক সেভাবেই তা জাদুঘর সম্মুখ প্রাঙ্গণে স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

জাদুঘরের সম্মুখ প্রাঙ্গনে বাগানবেষ্টিত সবুজ লনে সাদারঙের একটি বস্তু দর্শককে কৌতূহলী করে তোলে। কৌতূহল নিবৃত্তির লক্ষে দর্শক বস্তুটির কাছে এগিয়ে যান। জাদুঘরের গাইড লেকচারারের কাছে জানতে পারেন বস্তুটির আসল পরিচয়– এটি একটি ভাস্কর্য। দর্শক জানতে পারেন এদেশেরই একজন স্বনামধন্য নারী ভাস্কর নভেরা আহমেদ নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও কেমন করে এই আধুনিক স্থাপত্যকলা সৃষ্টি করেছেন।

৪.১.১.৫ : আত্মসমর্পণের টেবিল

চিত্র ৪.১.৬ : আত্মসমর্পণের টেবিল
উৎস- বা জা জা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে এদেশের ছাত্র, শ্রমিক, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিবেশী দেশ ভারতও এসময় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এক কোটি মানুষকে ভারতে আশ্রয় প্রদান করে এবং সশস্ত্রযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মিত্রবাহিনীও প্রেরণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৪.১.৭ : পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ
উৎস- বা জা জা

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এই টেবিলের উপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার লে. জে. আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। টেবিলটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি ৩৮-এর একটি প্রকোষ্ঠে প্রদর্শন করা হচ্ছে।

গবেষক তার পর্যবেক্ষণে উপলব্ধি করেন যে অতি সাদামাটা ধরনের টেবিলটি দর্শককে প্রথমে অবাক করে। দর্শক মনে প্রশ্নের উদ্রেক হয় কেন এই টেবিলটি জাদুঘরে স্থান দেওয়া হয়েছে। অতঃপর দর্শক লেভেল পাঠ করে নিশ্চিত হন দেখতে সাধারণ মানের টেবিল হলেও এটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.১.৬ : নকশি কাঁথা

চিত্র ৪.১.৮ : আর্শিলতা নকশি কাঁথা
উৎস- বা জা জা

এই নকশি কাঁথাটি আর্শিলতা কাঁথা নামে পরিচিত। কাঁথাটি তৈরির সময়কাল উনিশ শতকের শেষ ভাগ। গোপালগঞ্জ থেকে কাঁথাটি সংগ্রহ করা হয়।

কাঁথাটির সাদা জমিন নীল, লাল, হলুদ সুতায় রানফোঁড়ে পূর্ণ। আর্শিলতাটিতে বৃত্তনকশা রয়েছে। নীল, লাল, হলুদ সুতায় রান, ভরাট ও বোতামের ফোঁড়ে নকশাসমূহ করা।

নকশি কাঁথা কেবল কোন কাঁথা নয়– এটি গল্পগাথা। আবহমানকাল থেকে বাংলার নারীরা অনেক যত্ন ও মমতায় সুই সূতা দিয়ে এ কাঁথা তৈরি করেন। এর রঙ ও নকশার বুনটে শিল্পীর চিন্তা ও আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.১.৭ : শহীদ শফিউরের রক্তমাখা কোট-শার্ট ও জুতা

চিত্র ৪.১.৯ : শহীদ শফিউরের রক্তমাখা কোট-শার্ট ও জুতা
উৎস- বা জা জা

চিত্র ৪.১.১০ : শহীদ শফিউরের পোর্ট্রেট
উৎস- বা জা জা

১৯৫২ সালে বাংলা ভাষার দাবিতে ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়। স্বৈরশাসকের গুলিতে তখন সালাম, রফিক, শফিউর, জব্বারসহ অনেকেই শহীদ হন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে পূর্ববঙ্গের মানুষ সোচ্চার হয়ে ওঠে। শহীদ শফিউরের রক্তমাখা কোট-শার্ট ও জুতা ৫২'র ভাষা আন্দোলের প্রতিচ্ছবি।

৫২'র ভাষা আন্দোলনে শহীদের আত্মত্যাগের মহান গৌরবের ভাগীদার হিসেবে দর্শক গর্বিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.১.৮ : ঢাকাই মসলিন শাড়ি

চিত্র ৪.১.১১ : ঢাকাই মসলিন শাড়ি
উৎস- বা জা জা

চিত্র ৪.১.১২ : জাদুঘরের মহাপরিচালক প্রফেসর শামসুজ্জামান খান-এর
নিকট জাহানারা খাতুন ঢাকাই মসলিন শাড়িটি হস্তান্তর করছেন
উৎস- বা জা জা

Dhaka University Institutional Repository

মসলিন বস্ত্রের সুবাদে এক সময় ঢাকা শহরের পরিচিতি ছিল পৃথিবীজুড়ে। এশিয়া, ইউরোপ এমনকি উত্তর আফ্রিকায়ও ঢাকাই মসলিনের কদর ছিল ঈর্ষণীয়। কোম্পানি আমলে শহর হিসেবে ক্ষয় শুরু হয় আমাদের রাজধানী ঢাকার, অবনতি ঘটতে থাকে মসলিন শিল্পের এবং এক সময় বিলুপ্ত হয়ে যায় ঢাকার এই ঐতিহ্যবাহী মসলিন শিল্প।

ঢাকার গৌরবময় মসলিন শিল্প সম্পর্কে তেমন গবেষণার সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রফেসর আবদুল করিম বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ রচনার পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃত।

মসলিন শব্দের মূল নির্ণয় করা কঠিন। মসলিন ফার্সি শব্দ নয়, সংস্কৃত বা বাংলা তো নয়ই। হেনরি ইউল এবং এ.সি. বার্নেল মনে করেন যে, মসলিন শব্দ মসূল থেকে উদ্ভূত। ইরাকের অন্তর্গত বিখ্যাত ব্যবসা কেন্দ্রের নাম মসূল। যেহেতু মসূল এলাকায় পুরাকালে উৎকৃষ্ট ধরনের বস্ত্র তৈরি হতো হয়তো সে কারণেই ইউরোপীয়রা সূক্ষ্ম সূতি বস্ত্রকে সাধারণভাবে মসূলি বা মসূলিন বা মসলিন নামে অভিহিত করতেন। পরে ঢাকায় সূক্ষ্ম বস্ত্রের সন্ধান পেলে তারা তাকেও মসলিন হিসেবে আখ্যা দেন।

প্রফেসর আবদুল করিমের গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, রোমান আমলে এবং পেরিপলাস্ ও টলেমির যুগে বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পের সুনাম ছিল এবং এদেশীয় সূতার কাপড় রোম সাম্রাজ্যে এবং মিশরেও রপ্তানি করা হতো। নবম শতকে লিখিত আরব ভৌগোলিক সোলায়মানের সিলিসিলাত-উত-তওয়ারীখে রূমী নামক এক রাজ্যের বিবরণ পাওয়া যায়। সেখানে এমন সূক্ষ্ম ও মিহি সূতি বস্ত্র পাওয়া যেতো যে, ৪০ হাত লম্বা ও ২ হাত চওড়া এক টুকরা কাপড় একটি ছোট অঙ্গুরীয়ের ভিতর দিয়ে অনায়াসে নাড়াচাড়া করা যেতো এবং এইরকম সূক্ষ্ম বস্ত্র তিনি আর কোথাও দেখেন নি।[১]

মসলিন সম্পর্কে চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আগত মরক্কো দেশীয় মুসলমান পর্যটক ইবনে বতুতা এবং পঞ্চদশ শতকে চীনা লেখকরাও বাংলাদেশের সূতি বস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়া ষোড়শ শতকে ইংরেজ পরিব্রাজক রালফ ফিচ পর্তুগীজ পর্যটক ডুয়ার্টেও মসলিনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় বণিক কোম্পানির দলিল-দস্তাবেজে ও লেখকদের বিবরণে ঢাকার মসলিন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

যুক্তরাজ্যের ভিক্টোরিয়া আলবার্ট মিউজিয়ামে ঢাকাই মসলিন এখনও রক্ষিত আছে। প্রফেসর আবদুল করিম 'ঢাকাই মসলিন' গ্রন্থে ১৯৬৫ সালে ঢাকা জাদুঘরে মসলিন সংরক্ষণের কথা উল্লেখ করেন। 'আমাদের দেশের বনেদি পরিবারেও মসলিন রক্ষিত থাকা সম্ভব' – প্রফেসর আবদুল করিমের এই ভাষ্যের যথার্থতা লক্ষ্য করা যায় ২০০০ সালে। এবছরের ২৯ ফেব্রুয়ারি পুরানো ঢাকার মিসেস জাহানারা খাতুন উল্লিখিত 'ঢাকাই মসলিন শাড়ি'টি তৎকালীন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের

১. করিম, আবদুল, *ঢাকাই মসলিন*, ঢাকা নগর জাদুঘর সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৯০। পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

মহাপরিচালক প্রফেসর শামসুজ্জামান খানের নিকট হস্তান্তর করেন।[২] শাড়িটি ১৯৩০ সালে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও থেকে তাঁর স্বামী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ক্রীড়াবিদ মনসুর রহমান সংগ্রহ করেন। জাহানারা খাতুন প্রদত্ত ঢাকাই মসলিন শাড়িটি যাবতীয় পরীক্ষা–নিরীক্ষার পর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য উপস্থাপন করা হয়।

ঢাকাই মসলিন বস্ত্র জগৎ বিখ্যাত ছিল, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে শাসক শ্রেণির মধ্যে মসলিন শাড়ি ব্যবহার লক্ষণীয়। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এই শিল্পের চাহিদা এবং বাজারও বিস্তৃত ছিল। অপরদিকে এই এই মসলিন তৈরির কারিগররা শ্রমের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন চিরকাল। অনেকের মতে মসলিন শিল্প ধ্বংসের এটিও একটি বড় কারণ। মসলিন শাড়ি শাসকশ্রেণি এবং শোষিত শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে পরস্পরবিরোধী অবস্থানকে তুলে ধরার নানা তথ্য দর্শককে আজও প্রশ্নবিদ্ধ করে।

৪.১.১.৯ : সুন্দরবন ডিওরামা

চিত্র ৪.১.১৩ : হরিণ, সুন্দরবন ডিওরামা
উৎস- বা জা জা

২. খান, শামসুজ্জামান (সম্পাদক) *জাদুঘর সমাচার*, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা, বর্ষ-২, সংখ্যা-২, জানুয়ারি-মার্চ-২০০০। পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৪.১.১৪ : বাঘ, সুন্দরবন ডিওরামা
উৎস- বা জা জা

বাংলাদেশের 'সুন্দরবন' World Heritage-এর অন্তর্ভুক্ত প্রাকৃতিক ঐতিহ্য। বর্তমান বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে 'সুন্দরবন' -এর জীববৈচিত্রের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। এ ধরনের অনন্য প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে ডিওরামায় প্রতীকীভাবে দু'টি বাঘ, একটি লাল বানর, হরিণশাবকসহ তিনটি হরিণ ও পাখিসহ মোট তেত্রিশটি নিদর্শন প্রদর্শিত রয়েছে। কৃত্রিম গাছপালাসহ পাখি, বাঘ ও হরিণের আবাসস্থলের বাস্তবধর্মী পরিবেশ তৈলচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

দর্শক সুন্দর বনে সশরীরে উপস্থিত না হয়েও এর প্রাকৃতিক শোভা এবং জীববৈচিত্র্যে মুগ্ধ হন। সন্দরবন রক্ষর প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.১.১০ : দুর্ভিক্ষের ছবি

চিত্র ৪.১.১৫ : দুর্ভিক্ষের ছবি
উৎস- বা জা জা

চিত্র ৪.১.১৬ : দুর্ভিক্ষের ছবি
উৎস- বা জা জা

চল্লিশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের দায়বোধ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে উদ্বুদ্ধ করে। পঞ্চাশের দশকে ভারতবর্ষে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন দুর্ভিক্ষের ওপর

Dhaka University Institutional Repository

অনেকগুলো স্কেচ অঙ্কন করেন। স্কেচগুলো শিল্পীকে খ্যাতির শিখরে নিয়ে যায়। দর্শক শিল্পকলার নান্দনিক দিক এবং দুর্ভিক্ষের হাহাকার অনুভব করেন। পঞ্চাশের দশকের আরো অনুষঙ্গ অন্বেষণ করেন।

৪.১.১.১১ : খড়ম

চিত্র ৪.১.১৭ : খড়ম
উৎস- বা জা জা

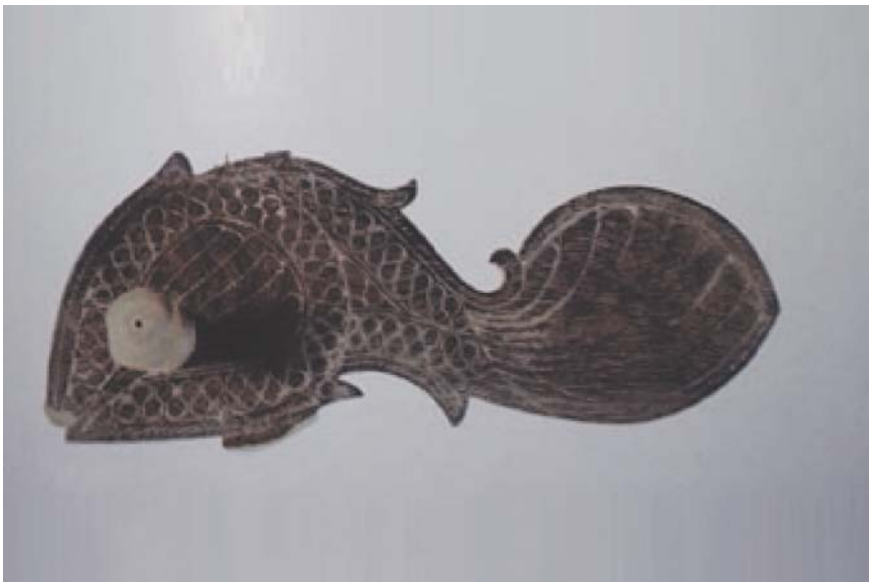

চিত্র ৪.১.১৮ : খড়ম
উৎস- বা জা জা

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের খোদাই কাজ সম্বলিত এই খড়ম দুটি মাছ আকৃতির। মাছের চোখের কাছে খড়মের বইলা। এজন্য খড়ম দুটিকে বইলা খড়ম বলা হয়। এ খড়মে উপাদান হিসেবে কাঠ ও ধাতব তার ব্যবহৃত হয়েছে। এ ধরনের খড়ম পুরোহিত ও সমাজের বিত্তবান কর্তা ব্যক্তিগণ ব্যবহার করতেন। বর্তমানে এই খড়ম বিলুপ্ত-প্রায়।

অভিজাত শ্রেণির আভিজাত্যের প্রতীক খড়ম। নন্দনকলার ব্যবহার দর্শককে মুগ্ধ করে।

৪.১.১.১২ : অলঙ্কৃত খাট

চিত্র ৪.১.১৯ : অলঙ্কৃত খাট
উৎস- বা জা জা

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত এই অলঙ্কৃত খাট বা পালঙ্কটি উনিশ শতকে তৈরি। খোদাই ও জালিজাত শোভিত এই পালঙ্কটি ফরিদপুর থেকে সংগৃহীত হয়েছে। পালঙ্কটির মালিক ছিলেন ফরিদপুরের কোন এক জমিদার।

পালঙ্কটিতে খোদাইকরা তরঙ্গায়িত ফুল ও লতাপাতার নকশা আরবি এবং নারী মূর্তির অলঙ্করণে গ্রিক স্থাপত্যকলার রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলার লোকায়ত শৈলীতে হরিণ ও পশু-পাখির অবয়ব অঙ্কিত।

জমিদারদের বিলাশবহুল জীবনের কল্পলোকের দিক উন্মুচন করে। এতে শিল্প ও কল্পলোকের মেলবন্ধন লক্ষ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.১.১৩ : পতাকা

চিত্র ৪.১.২০ : পতাক
উৎস- বা জা জা

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৩৮ নং গ্যালারির একটি প্রকোষ্ঠে প্রদর্শিত হচ্ছে বাংলাদেশের পতাকা। ১৮ এপ্রিল ১৯৭১ কলকাতায় বাংলাদেশ মিশনের ডেপুটি হাই কমিশনার হোসেন আলী এবং তাঁর সহকর্মীদের প্রচেষ্টায় একই পতাকাটি উত্তোলন করা হয়। বহু দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও ফটোসাংবাদিকদের সামনে হোসেন আলী এবং তাঁর সহকর্মীরা মিশন থেকে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন।

কলকাতার ৯ নং সার্কাস এভিনিউয়ে বাংলাদেশ মিশন শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান কার্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। ভারতবর্ষসহ সমগ্র বিশ্বে এই পতাকা উত্তোলনের সংবাদ ও ছবি রেডিও, টেলিভিশনের প্রচার করা হয়েছিল। ১৯৭১-এর ৯ মাস প্রতিটি স্বাধীনতাপ্রেমী বাঙালির মধ্যে সাহস সঞ্চার করেছিল এই পতাকাটি। বাংলাদেশ মিশনে উত্তোলিত এই পতাকাটি আমাদের গৌরবময় ইতিহাসকে ধরে রেখেছে। ১৯৭২ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পতাকাটি তৎকালীন ঢাকা জাদুঘরকে উপহার হিসেবে প্রদান করেছিলেন। কারণ বঙ্গবন্ধু মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন একটি পতাকাই – একটি দেশের স্বাধীন ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.১.১৪ : পীড়ন যন্ত্র

চিত্র ৪.১.২১ : পীড়ন যন্ত্র
উৎস- বা জা জা

মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে পীড়নযন্ত্রটি। জার্মানির তৈরি এই পীড়নযন্ত্র চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে পাওয়া গেছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যরা নিরীহ বাঙালিদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য এই চেয়ারটি ব্যবহার করত।

পীড়নযন্ত্রের ভেতরে একটি চেয়ার রয়েছে। সেই চেয়ারে সাধারণ বাঙালিদের কিংবা মুক্তিযোদ্ধাদের বসিয়ে বৈদ্যুতিক স্পর্শে দৈহিক যন্ত্রণা দেওয়া হতো। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে প্রদর্শিত এই যন্ত্রটি মানবসভ্যতার ইতিহাসে পাকিস্তানি বাহিনীর হিংস্রতার ছবি তুলে ধরেছে।

পীড়নযন্ত্রটি পাকিস্তানি বাহিনীর নিষ্ঠুরতার পরিচয় বহন করে চলছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী নিষ্ঠুরতার বাস্তব ঘটনা মধ্যযুগের বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে। হত্যা, ধর্ষণ, লুট, নির্যাতন,

Dhaka University Institutional Repository

ধ্বংসযজ্ঞের নিকৃষ্টতম নজির পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই বললেই চলে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিকামী বাঙালি এবং দৃঢ়চেতা মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিকভাবে পর্যুদস্ত করে দেওয়ার জন্যই মূলত চরম নিষ্ঠুরতার প্রতীক এই পীড়নযন্ত্রটি ব্যবহার করত। চিত্রের পীড়নযন্ত্রটি একদিকে যেমন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পীড়নকৌশল ও প্রস্তুতির পরিসরকে মনে করিয়ে দেয় তেমনি একইসঙ্গে তা তাদের মানসিক অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভয়াবহতাকেও প্রতিনিধিত্ব করে।

৪.১.১.১৫ : নৌকা

চিত্র ৪.১.২২ : নৌকা
উৎস- বা জা জা

'বাংলাদেশের ন্যেকা' গ্যালারিতে মোট ২৫টি শোকেস ও ২টি ডিওরামা রয়েছে। শোকের ও ডিওরামাগুলোতে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মোট ৫৯ ঐতিহ্যবাহী নৌকার মডেল রয়েছে এবং মেঝেতে মানিকগঞ্জ অঞ্চলের একটি বড় দৃষ্টিনন্দন বাইচ নৌকা রয়েছে। নৌকার মডেলগুলোর মধ্যে রয়েছে– কোষা, খেয়া, কেরাই, সাপুড়িয়া, উবরী, কবিতী, জং, পাতিলা, এক-মল্লাই, বৌ-চোরা গয়না বাচারি, চিটাগাং, সিলেটি, গস্তি, বজরা, ঘাসী, সাম্পাদ, বেদী, ইটা, বিলাসী, বেশাল, দেশী, গয়া মথুরাগড় প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

নদীমাতৃক বাংলাদেশ। নৌকাই এক সময় নদী পথের একমাত্র বাহন ছিল। বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় নৌকার আকৃতির পরিবর্তন, দেশের নদীর নাব্যতা হ্রাসের প্রমাণ দেয়। এর দরুণ দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ইঙ্গিত মেলে।

৪.১.২ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর

চিত্র ৪.১.২.১ : বঙ্গবন্ধুর বসত বাড়ির নতুন ভবন
উৎস- ব শে মু র স্মৃ জা

৪.১.২.১ : বসত বাড়ি

রাজধানী ঢাকার ধানমণ্ডি লেকের উত্তর পার্শ্বে বাংলাদেশ রাষ্ট্রনির্মাণের কারিগর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বসত বাড়ি – বঙ্গবন্ধুর বাড়ি হিসেবে সমধিক খ্যাত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনসহ অসংখ্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু এই ভবন; একটি জাতির নতুন ইতিহাস রচনার সূতিকাগার।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৪.১.২.২ : বঙ্গবন্ধুর বসত বাড়ি
উৎস- ব শে মু র স্মৃ জা

চিত্র ৪.১.২.৩ : বসত বাড়ির ব্যালকনিতে জনতার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুর অভিনন্দন
উৎস- ব শে মু র স্মৃ জা

Dhaka University Institutional Repository

এই বাড়িটিতেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে কতিপয় নরপশু বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বাড়িটি অবিকৃত রেখে ১৯৯৪ সালের ১৪ আগস্ট বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) জাদুঘর হিসেবে উদ্বোধন করেন।

দর্শক তার পরিচিত পরিমণ্ডলে জমিদার বা রাজবাড়ি দেখে অভ্যস্ত। পর্যবেক্ষণ থেকে বোঝা যায় দর্শক তার মানসপটে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বসত বাড়ি কী-ই-না আলিশান প্রাসাদ হবে এরকম একটা পূর্বধারণা লালন করেন। তাও সেটি কালের সাক্ষীরূপে রূপান্তরিত হয়েছে একটি জাদুঘরে।

একটি সাধারণ তিনতলা বাড়ি। সোনা-রুপায় মোড়ানো আহামরি কিছু নয়। এমন একটি বাড়িতে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বসবাস করেছেন ভেবে বর্তমান প্রজন্মের দর্শকমাত্রই এক ধরনের নৈকট্য অনুভব করেন। নিত্যদিনের ব্যবহার্য অতি সাধারণ উপকরণও সেই নৈকট্যকে আরও নিবিড় এবং গভীরভাবে সংবেদনশীল করে তোলে।

৪.১.২.২ : বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ

চিত্র ৪.১.২.৪ : বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ
উৎস- ব শে মু র স্মৃ জা

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রমনার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী) যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন সেটিই ৭ই মার্চের ভাষণ হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেছে।

গণমানুষের মুক্তির ও স্বাধীনতার লক্ষ্যে কোন জননায়কের এমন আহবান আজ পর্যন্ত মানব ভাগ্যের পরিবর্তনের সমগ্র ইতিহাসে বিরল। ৭ই মার্চের তুঙ্গ মুহূর্তে এদেশের সকল মানুষের ক্রোধ-ক্ষোভ-আশা আকাঙক্ষা সবই তাদের শিখরবিন্দু স্পর্শ করে যা ১৯ মিনিটের বজ্রকণ্ঠের ভাষণটিতে।

একটি আলোকচিত্র কেমন করে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে তা দর্শক প্রবলভাবে উপলব্ধি করেন। অডিও এবং ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে তা আরও আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই ভাষণটিকেই গণ্য করা হয় বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নের স্বাধীনতা ও মুক্তির সোপান হিসেবে।

৪.১.২.৩ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে প্রদেয়তব্য মানপত্র

জাতির জনক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুভাগমন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীর

শ্রদ্ধাঞ্জলি

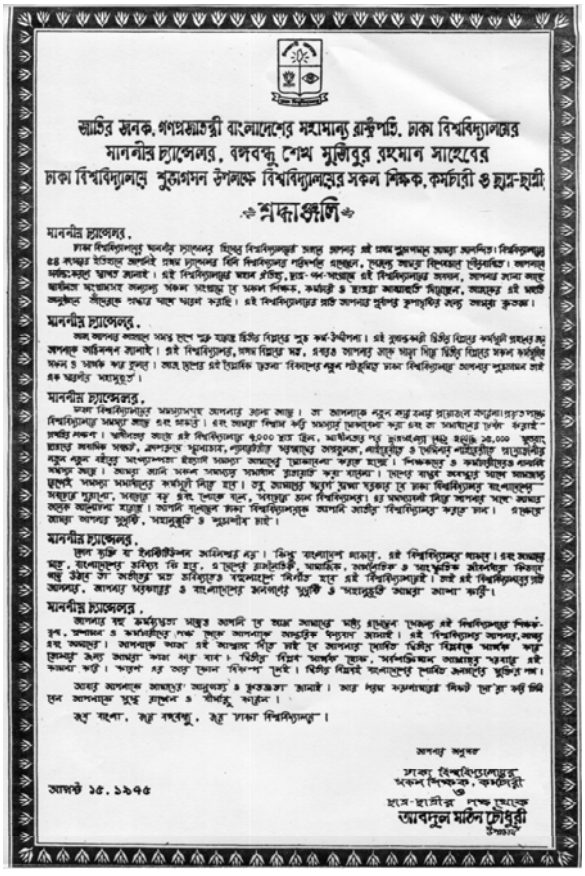

মাননীয় চ্যান্সেলর,

[illegible]

মাননীয় চ্যান্সেলর,

[illegible]

মাননীয় চ্যান্সেলর,

[illegible]

মাননীয় চ্যান্সেলর,

[illegible]

মাননীয় চ্যান্সেলর,

[illegible]

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আগস্ট ১৫, ১৯৭৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষ থেকে
আবদুল মতিন চৌধুরী
উপাচার্য

চিত্র ৪.১.২.৫ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক
বঙ্গবন্ধুকে প্রদেয়তব্য মানপত্র
উৎস- ব শে মু র স্মৃ জা

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৪.১.২.৬ : বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট মানপত্র হস্তান্তর করছেন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক
উৎস- পি আই ডি

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা ছিল। তাঁকে উপহার দেওয়ার জন্য একটি সম্মাননাপত্র এবং একটি ক্রেস্টও তৈরি ছিল। কিন্তু কতিপয় বিপদগামী নরপশু তাঁকে সপরিবারে হত্যা করলে জাতির ইতিহাস ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়। ঐ দিন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিতব্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের ক্রোড়পত্রটি নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে সেই ট্র্যাজেডির অন্যতম নিদর্শনস্বরূপ সম্মাননাপত্র ও ক্রেস্টটি এতদিন জনগণের অগোচরেই থেকে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত উপ-রেজিস্ট্রার জনাব আমির হোসেন তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্র ঘাটাঘাটির সময় সম্মাননাপত্র ও ক্রেসটি খুঁজে পান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করেন।

১৭ আগস্ট ২০১৩ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক-এর হাত থেকে সেই ঐতিহাসিক সম্মাননাপত্র ও ক্রেসটি গ্রহণ করেন এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরে প্রদর্শনের জন্য প্রদান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মানপত্রের আধেয় এবং তখনকার বাস্তবতার বিপরীতমুখি প্রবণতা দর্শককে প্রশ্নবিদ্ধ করে। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের দাবিটি প্রধান হয়ে ওঠে। পাশাপাশি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত মানপত্রটি সর্বসাধারণের কাছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ও মর্যাদাকে সুস্পষ্ট করে।

বঙ্গবন্ধু মানপত্রটি গ্রহণ করতে পারেনি। দেখেও যেতে পারেননি। তবে এই মানপত্রটি জাদুঘরের যথাস্থানেই সংরক্ষিত হয়েছে। ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে।

৪.১.২.৪ : বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত পাইপ

চিত্র ৪.১.২.৭ : বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত পাইপ
উৎস- ব শে মু র স্মৃ জা

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৪.১.২.৮ : পাইপ ঠোঁটে চিন্তামগ্ন বঙ্গবন্ধু
উৎস- ব শে মু র স্মৃ জা

দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে অনেক সময় বঙ্গবন্ধুকে গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় দেখা যায়। এ সময় তাঁর ঠোঁটে পাইপের ব্যবহার লক্ষণীয়। সত্যিকার অর্থে পাইপ ঠোঁটে বঙ্গবন্ধুর একটি পরিচিত রূপও বটে।

বঙ্গবন্ধুর ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে ধূমপানের পাইপ বিশিষ্ট। বিশিষ্ট এ কারণে যে, অতি সাদামাটা জীবন যাপনের মাঝেও সৌখিন বঙ্গবন্ধুর পরিচয় মেলে। এই পাইপ যদিও জননেতা, গণমানুষের নেতা বঙ্গবন্ধুর নিজের ক্রয়কৃত নয়– শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে প্রাপ্ত। এখানেও বঙ্গবন্ধু দর্শক মানসপটে নবমাত্রায় উদ্ভাসিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.২.৫ : বঙ্গবন্ধুর বসত বাড়ির সিঁড়ি

চিত্র ৪.১.২.৯ : ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বসত
বাড়ির সিঁড়িতে রক্তাক্ত বঙ্গবন্ধু
উৎস- ব শে মু র স্মৃ জা

ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের নিজ বাড়িতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে শহীদ হন। উপরিউক্ত আলোকচিত্রের সিঁড়িটিতে বঙ্গবন্ধুর নিথর রক্তাক্ত দেহ এভাবে দীর্ঘ সময় পড়েছিল। সিঁড়ির নির্বাচিত এই অংশটি সংরক্ষণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর নিমিত্তে সিঁড়িটিতে তাজা ফুল বিছিয়ে রাখা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৪.১.২.১০ : বঙ্গবন্ধুর বসত বাড়ির বর্তমানে সংরক্ষিত সিঁড়ি
উৎস- ব শে মু র স্মৃ জা

বঙ্গবন্ধু জাদুঘর পরিদর্শনে আসা সকল দর্শক-মনে এই সিঁড়িটি গভীর মমতা এবং একইসঙ্গে প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্ষোভ মেশানো অভিব্যক্তি সঞ্চারিত হয়। বিষাদগ্রস্ত দর্শক ঘাতকদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৩ : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

চিত্র ৪.১.৩.১ : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ভবন (১৯৯৬)
উৎস- মু জা

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৩.১ : ডা. মোহাম্মদ ফজলে রাব্বির গাড়ি

চিত্র ৪.১.৩.২ : ডা. মোহাম্মদ ফজলে রাব্বির গাড়ি
আলোকচিত্র- নাজনীন সুলতানা

প্রগতিশীল ও রাজনীতি সচেতন ডাঃ ফজলে রাব্বি ৫২'র ভাষা আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তাছাড়া বিভিন্ন আন্দোলনে বিশেষ করে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিলো।

বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক চিকিৎসা সেবার প্রতিবাদ-স্বরূপ তিনি 'বেস্ট প্রফেসর অব কম্বাইন্ড পাকিস্তান' পুরস্কার গ্রহণে অসম্মতি জানান। ছাত্রদের মাঝে তাঁর ছিল বিপুল জনপ্রিয়তা। ১৯৭১-এর ২৭ মার্চ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁকে তলব করে আনা হয় গণহত্যায় নিহতদের ভুয়া 'ডেথ সার্টিফিকেট' প্রদানের জন্য। তিনি এতে অস্বীকৃতি জানান। পরে তিনি ও তাঁর স্ত্রী মুক্তিযোদ্ধাসহ অনেককে চিকিৎসাসেবা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।

১৫ ডিসেম্বর বিকেল চারটায় মাইক্রোবাস ও জিপ নিয়ে আলবদরের সদস্যরা তাঁকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায়। স্বাধীনতার ঊষালগ্নে লালমাটিয়া ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে আরো অনেক বুদ্ধজীবীর সঙ্গে ডাঃ মোহাম্মদ ফজলে রাব্বিকে রায়েরবাজারের ইটখোলায় নিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় এবং ১৮ ডিসেম্বর তাঁর লাশ পাওয়া যায়। বাঁ দিকের গালের হাড়ে ও কপালের বাঁ পাশে ছিলো বুলেটের ছিদ্র। সারা বুকেও ছিল বুলেটের অজস্র ক্ষত। ডা. রাব্বি ১৫ ডিসেম্বর সকালে

Dhaka University Institutional Repository

নিজেই গাড়ি চালিয়ে তাঁর সর্বশেষ রোগী দেখতে গিয়েছিলেন পুরানো ঢাকায়। তাঁর মৃত্যুর পর স্ত্রী ডাঃ জাহানারা রাব্বি স্বামীর স্মৃতিস্বরূপ এই গাড়িটি সযত্নে সংরক্ষণ করেন। তাঁর ইচ্ছে ছিলো গাড়িটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে হস্তান্তর করবেন। কিন্তু তা তিনি করে যেতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁদের দু'কন্যা নাসরীন রাব্বি ও নুসরাত রাব্ব মায়ের ইচ্ছানুযায়ী গাড়িটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদর্শনের জন্য প্রদান করেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রবেশ পথে একটি পুরানো গাড়ি দেখে প্রথমে দর্শক বিরক্ত হন। গাড়িটিকে নিদর্শন হিসেবে বুঝতে পেরে আগ্রহবোধ করেন। শহীদ বুদ্ধিজীবী ডাঃ ফজলে রাব্বি সম্পর্কে জানার পাশাপাশি গাড়িটির বৈধ কাগজপত্র এবং নম্বর প্লেটের খোঁজ করেন। প্রত্যাশিত তথ্য না পেয়ে দর্শকের অতৃপ্তি থেকে যায়।

৪.১.৩.২ : আর্চার ব্লাডের টেলিগ্রাম

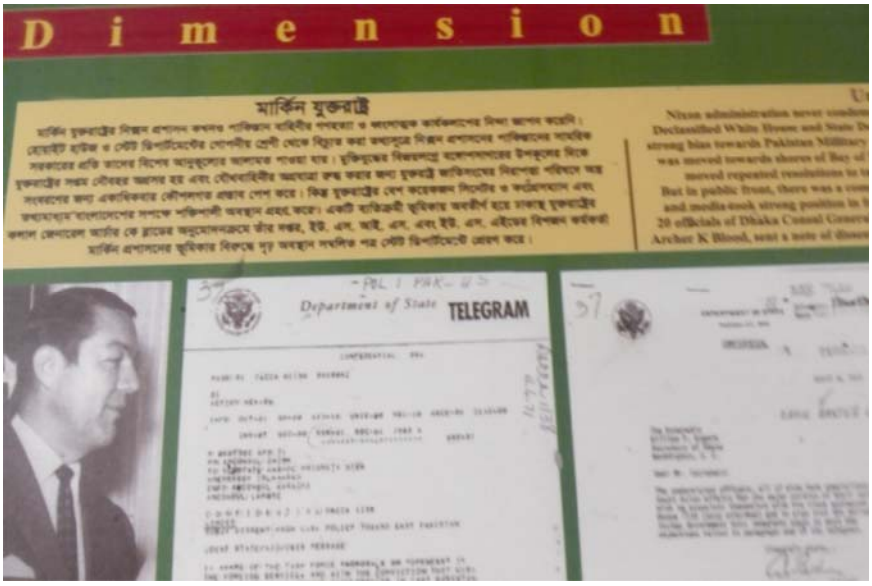

চিত্র ৪.১.৩.৩ : আর্চার ব্লাডের টেলিগ্রাম
আলোকচিত্র- নাজনীন সুলতানা

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৪.১.৩.৪ : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষণের জন্য আর্চার ব্লাডের
টেলিগ্রামের অনুলিপি হস্তান্তর করছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট
উৎস- দৈনিক প্রথম আলো

একাত্তরে ঢাকায় মার্কিন কনসাল জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় আর্চার কে ব্লাড পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে, ব্লাড টেলিগ্রাম হিসেবে পরিচিত তারবার্তা এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের কোনো অবস্থানের বিরুদ্ধে মার্কিন কূটনীতিকদের তীব্র প্রতিবাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আর্চার ব্লাড তারবার্তায় বলেছিলেন, পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার নিন্দা জানাতে মার্কিন সরকার ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর এ অবস্থানের কারণে তারাবার্তা পাঠানোর কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁকে ঢাকা থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

একাত্তরের ৬ এপ্রিল ওয়াশিংটনে পাঠানো তারবর্তায় সই করেছিলেন ২৯ জন মার্কিন নাগরিক। আর্চার কে ব্লাড ও তাঁর সহকমীদের সই করা ব্লাড টেলিগ্রামটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে হস্তান্তর করেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট।

মহান মুক্তিযুদ্ধেও সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র ছিল না। দেশটির পররাষ্ট্রনীতি ছিলো বাংলাদেশের বিপক্ষে। কিন্তু ঢাকায় কর্মরত তৎকালীন মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার কে ব্লাড পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার তীব্র নিন্দা জানান। এই ঘটনায় দর্শক যুক্তরাষ্ট্রের সে সময়ের এবং বর্তমান ভূমিকার দ্বৈতরূপ সম্পর্কে অবহিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৩.৩ : রেডিও রিসিভার

চিত্র ৪.১.৩.৫ : রেডিও রিসিভার
আলোকচিত্র- নাজনীন সুলতানা

এজাজ হুসেইন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কলকাতায় বালিগঞ্জ রেডিও স্টেশনে কর্মরত ছিলেন। এই রেডিও রিসিভারটি ব্যবহার করে পৃথিবীর বিভিন্ন বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত খবর মনিটরিং করে উল্লেখযোগ্য খবরগুলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নিয়মিত প্রচার করা হতো। ডা. টি. হুসেইন রেডিও রিসিভারটি মুক্তিযুদ্ধা জাদুঘরকে উপহার হিসেবে প্রদান করেন।

মুক্তিযুদ্ধে জনমত গঠন ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা যোগাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে এই রেডিও রিসিভারটি।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৩.৪ : মুক্তিযুদ্ধকালে তৈরি সাইক্লোস্টাইল মেশিন

চিত্র ৪.১.৩.৬ : মুক্তিযুদ্ধকালে তৈরি সাইক্লোস্টাইল মেশিন
আলোকচিত্র- নাজনীন সুলতানা

মুক্তিযোদ্ধা ডা. সুলতান সালাউদ্দিন আহমেদ, ঢাকা অঞ্চলের কমান্ডার মনোয়ার আলীর অধীনে যুদ্ধে অংশ নেন। নিজের হাতে তৈরি খুচরো যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরি সাইক্লোস্টাইল মেশিনের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের প্রচারপত্র ছেপে বিলি করতেন। এ ছাড়া তিনি ধানমন্ডি স্কুল ও ধানমন্ডি বিদ্যুৎ সাবস্টেশনে দুৎসাহসিক অপারেশনেও অংশ নিয়েছিলেন। মিসেস ফিরোজা আহমেদ সাইক্লোস্টাইল মেশিনটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে উপহার হিসেবে প্রদান করেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন প্রচারপত্র প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা মুক্তিযুদ্ধকালে তৈরি সাইক্লোস্টাইল মেশিনটি দর্শককে আজও কৌতূহলী করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৩.৫ : মিরপুরের মুসলিমবাজার ও জল্লাদখানা বধ্যভূমি

চিত্র ৪.১.৩.৭ : খুলি, মিরপুরের মুসলিমবাজার ও জল্লাদখানা বধ্যভূমি
আলোকচিত্র- নাজনীন সুলতানা

চিত্র ৪.১.৩.৮ : হাড়, মিরপুরের মুসলিমবাজার ও জল্লাদখানা বধ্যভূমি
আলোকচিত্র- নাজনীন সুলতানা

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান বাহিনী ও তাদের স্থানীয় দোসরেরা সারাদেশে নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকে এ পর্যন্ত দেশের প্রতিটি জেলায় অসংখ্য বধ্যভূমি সনাক্ত করা গেছে।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী বিহারী ও আলবদর, রাজাকার, আলশামসদের পরিচালিত হত্যাযজ্ঞের ফলে একাত্তরে রাজধানীর মিরপুরের সমগ্র এলাকা মধ্যভূমিতে পরিণত হয়। ১৯৯৯ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনের ডি-ব্লকে নূরী মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত মধ্যভূমি থেকে শহীদদের মাথার খুলিসহ অন্যান্য হাড় উদ্ধার করা হয়। একই বছর মিরপুর ১০ নম্বর সেকশনের পরিত্যক্ত পাম্প হাউজ (জল্লাদখানা নামে সুপরিচিত) থেকে শহীদদের দেহাবশেষ পাওয়া যায়।

এই দুটি বধ্যভূমি থেকে সর্বমোট ৭০টি মাথার খুলিসহ ৫৩৯২টি হাড় উদ্ধার করা হয়; তার কিছু নিদর্শন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে এ দেশেরই একটি স্বার্থান্বেষী মহল। এরা পাক-বাহিনীকে সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে সংঘটিত করে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ। দর্শক '৭১ -এর নৃশংস বর্বরতার সেই নিদর্শন আজও প্রত্যক্ষ করেন।

৪.২ : নিবিড় সাক্ষাৎকার

বর্তমান গবেষণার অন্যতম গুণাত্মক তথ্য-সংগ্রহ পদ্ধতি হিসেবে যাঁদের কাছে তথ্য আছে এমন বিষয় সংশ্লিষ্ট ৬ জন বিশিষ্টজন থেকে নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এসব সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে বিষয়বস্তুর গভীরে আলোকপাত করার সুযোগ ঘটেছে। কারণ সাক্ষাৎকার প্রদানকারী প্রত্যেকেই স্ব স্ব অর্থাৎ জাদুঘর, শিক্ষা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, নগর ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে অসামান্য অবদানের স্বাক্ষর রেখেছেন। বর্তমান গবেষণার পরিশিষ্টাংশে তঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সন্নিবেশিত হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্য ও গবেষণার প্রশ্নমালা নিরিখে সাক্ষাৎকারের প্রাসঙ্গিক এবং মূল বক্তব্য বর্তমান অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে পরিবেশন করা হলো :

৪.২.১ : প্রফেসর নজরুল ইসলাম

জাদুঘর হলো একটি দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরার জন্য একটি স্থাপনা। সেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার থাকে এবং ঐতিহ্যের সাথে মানুষের একটি যোগাযোগ স্থাপনের সুন্দর জায়গা হিসেবে বিবেচিত হয়। নিদর্শন প্রদর্শনের স্থান হিসেবে জাদুঘরের একটি গুরুত্ব আছে এবং সেটা বহু বিষয়ে হতে পারে। প্রত্নতাত্ত্বিক থেকে শুরু করে আধুনিক চিত্রকলা, সঙ্গীত সবকিছু। নিদর্শন

Dhaka University Institutional Repository

দৈনন্দিন কালের ব্যবহার্য বস্তু অথবা উঁচু পর্যায়ের সাংস্কৃতিক নিদর্শন সবই এখানে থাকতে পারে। জাদুঘরের উদ্দেশ্য মানুষের সাথে এই প্রদর্শন বস্তুর সরাসরি সম্পর্ক তৈরি করা। সেখানে তারা কিছুটা জ্ঞান লাভ করেন অথবা আনন্দ লাভ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেন। দর্শকরা প্রদর্শিত নিদর্শন দেখেও শেখেন। আবার শিক্ষা কার্যক্রমও থাকে জাদুঘরের। সেটা সুকল্পিতভাবে পরিচালিত হয় Guide Lecture Program, Exhibition এবং Seminar-Simposum ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে।

অতীতের স্মারক দেখে বা ঐতিহ্যের মুখোমুখি হয়ে দর্শক নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারেন। নিজে জ্ঞান লাভ করতে পারেন। জাদুঘেরের সাথে দর্শকের সম্পর্ক একেবারেই প্রত্যক্ষ এবং মুখোমুখি। তারা জাদুঘরে প্রবেশ করবেন, বিভিন্ন গ্যালারি ঘুরে দেখবেন, তারপর যদি কোন অনুষ্ঠান হয় সেখানেও তারা অংশগ্রহণ করতে পারেন। এই সম্পর্কটিকে আমরা বলতে পারি সরাসরি, প্রত্যক্ষ এবং ইতিবাচক।

জাদুঘরকে নির্দিষ্ট কোন আকার বা অবয়ব তৈরির মাধ্যমে সীমাবদ্ধ করা যায় না। উন্মুক্ত জায়গা বা চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ যেখানেই হোক জনগণ ও দর্শকের মধ্যে Interactive Education প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়ে যায়। উপস্থাপিত নিদর্শন সম্পর্কে দর্শকরা প্রশ্ন করতে পারেন এবং কখনও কখনও কর্তৃপক্ষের কাছে তার উত্তরও আশা করেন। এটা আরও সমৃদ্ধ হয়, একটা জীবন্ত জাদুঘরে এগুলো হবেই। আর নিদর্শনগুলো দেখে দর্শকের মনে তৃপ্তি হতে পারে আবার প্রশ্নও আসতে পারেন। প্রশ্ন থাকতে পারে যে, এর সম্পূর্ণ উত্তর দর্শক পাচ্ছেন না, তখন প্রশ্ন করতে পারে এবং জাদুঘর কর্তৃপক্ষ তাদের যারা বিশ্বাসযোগ্য আছেন তারা সে অনুযায়ী উত্তর দিবেন। তার মানে তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ এবং পরবর্তীকালে তাদের সাথে লেখালেখির মাধ্যমে, চিঠিপত্রের মাধ্যমেও, আজকাল sms, emial, facebook ইত্যাদি উন্নত প্রযুক্তি মাধ্যম ব্যবহার করেও সম্পর্ক রাখতে পারেন।

একটা জিনিস লক্ষণীয়, আমরা পৃথিবীতে যেকোনো জাদুঘরেই যাই এমনকি আমাদের বাংলাদেশেও দেখা যায় যে এক ধরনের শিক্ষার্থী আছেন যারা নিদর্শনের সামনে বসে একেবারে সরাসরি অনুশীলন করেন। যেমন ভাস্কর্য দেখে এবং চিত্রকর্ম দেখে তারা সারাদিন ওখানে বসে বসে Study করেন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে অত্যন্ত মূল্যবান সব নিদর্শন আছে যেগুলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের মধ্যে পরিগণিত। সেগুলো নিয়ে তারা study করেন এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণ করতে পারেন। যেমন– বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে নৌকার বিশাল সংগ্রহ ভাণ্ডার সম্পর্কে যাদের আগ্রহ আছে তারা এ নৌকার ভাণ্ডার সম্পর্কে, যাদের চিত্রকলার সংগ্রহ সম্পর্কে আগ্রহ আছে তারা চিত্রকলা নিয়ে study করতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

আরেক ধরনের দর্শক আছেন যারা নেহাৎ আনন্দের জন্য জাদুঘরে আসেন। কিছু কিছু দর্শক আছেন তারা একবারেই পরিকল্পিতভাবে শিক্ষার জন্যই আসেন। আসলে শিক্ষাটাই শ্রেয়। পরিদর্শনের মাধ্যমে সাধারণ দর্শক যারা তারা কিন্তু মোটামুটি শিখতে আসেন আবার আর আনন্দ পাওয়ার আশায়ও আসেন। তার মানে এটা সাংস্কৃতিক আনন্দ। শুধুমাত্র বিনোদনের আনন্দ নয়।

জাদুঘরের প্রয়োজনীয়তা অনেক। একটি সমাজ বা দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পাশাপাশি বর্তমানের নিদর্শনও উপস্থাপন করা জাদুঘরের কাজ। বিশেষ করে অতীত এবং সেটা যদি সঠিকভাবে তুলে ধরা হয় তাহলে সমাজ, জাতি উপকৃত হয়, এগিয়ে যায়। আর যেখানে ঘাটতি থাকে তাহলে সমস্যা হয়। রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপট মানে রাষ্ট্রের জন্য এটা জরুরি। রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে এ ধরনের চরিত্র বুঝাবার জন্য নিদর্শনগুলোর যথাযথ উপস্থাপন খুবই জরুরি ভূমিকা পালন করে। যেমন আমাদের বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলি ধারাবাহিকভাবে সম্প্রতি উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ ও সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন Photograph, text, প্রস্তর, লোহা, কাঠ, বই ইত্যাদির মাধ্যমে হাজার বছরের ইতিহাস বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এতে করে এখানে ইতিহাস বিকৃতির কোন সুযোগ নেই বললেই চলে।

জাদুঘর দর্শনের পর দর্শনার্থীরা খুব আনন্দিত উৎফুল্লভাবে বেরিয়ে আসেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের দেশে জাতীয় জাদুঘর দর্শন করেন সাধারণ মানুষ। গ্রাম থেকে আসা মানুষ। সাধারণ মানুষ দলবেঁধে আসেন পরিবার পরিজন নিয়ে। তাদের জাদুঘরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার একটি কারণ হলো ভবনের বাইরের সুন্দর মনোরম পরিবেশ; তারপর ভিতরে খোলামেলা পরিবেশ, বন্ধুসুলভ অভ্যর্থনা। ওখানে ভয় সংকোচবোধের অবকাশ নেই। এখানে অর্থাৎ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে এসে যদি কেউ ভয় বা সংকোচবোধ করে তাহলে এই পরিদর্শন আর আনন্দদায়ক হবে না। আর এটা যদি ইতিবাচক হয়, বন্ধুত্বপূর্ণ হয় তাহলে ভালো লাগবে, ফলপ্রসূ যোগাযোগ সংঘটিত হবে।

উপস্থাপিত নির্বাক নিদর্শনে দর্শক জাদুঘরে একধরনের আকর্ষণবোধ করেন এবং এতে করে নীরব শিক্ষক হিসেবেও যে কোন জাদুঘরের ভূমিকা থাকে। এক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় জাদুঘরের ভূমিকা বিশাল। আর এটা আরও ফলপ্রসূ হতে পারে যদি সংস্থার নিজস্ব Program থাকে, পরিকল্পিতভাবে দর্শক নিয়ে আসতে পারে, শিক্ষার্থী বা দর্শক নিয়ে আসা অথবা যারা নিজে থেকে উপস্থিত হন তাদের সঠিকভাবে গাইড করার মাধ্যমেও। গাইড বই প্রকাশ করা, গ্যালারীভিত্তিক গাইড বইসহ বিভিন্ন প্রকারের অনুষ্ঠান ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জাদুঘরের সাথে দর্শকদের যোগাযোগ শক্তিশালী হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

জাদুঘরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আগের চেয়ে অনেক বেশি কিন্তু যোগাযোগের মাধ্যম অনেক বদলে গেছে এবং আরও বদলে যাবে। এমনও হতে পারে Virtual Museumও হতে পারে। জাদুঘরে যা কিছু আছে আমি museum এ না এসে ঘরে বসে Computer এ সব পাব। যেমন আমরা এখানে বসে বিশ্বের বিভিন্ন museum এর কিছু অংশ দেখতে পাই। তারপরও আমি বলব museum এর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ সেটা থাকবেই, থেকেই যাবে। আমি একটা structure দেখতে চাই সেটা সামনে থেকে দেখা এক জিনিস তার Virtual-ই দেখা আর এক। আবার কতগুলো জিনিস আছে মসলিন, তাঁতশিল্প এটা এতো সূক্ষ্ম, এতো কঠিন যে এটা সামনে আসলে বোঝা যায়। এছাড়া আছে Performing Programme. ওখানে অনুষ্ঠান করে শিক্ষামূলক অনেক কর্মকাণ্ড দেখানো যাবে। অনুষ্ঠানে বসা, কথা শোনা, গান শোনা ইত্যাদিরও আবার অন্য গুরুত্ব আছে।

৪.২.২ : প্রফেসর ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ

জাদুঘর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এ জাদুঘর আমাদের দেশে কীভাবে আসলো, সেটার ইতিহাস আমাদের জানতেই হবে। জাদুঘর মূলত ইংরেজদের প্রচেষ্টাতেই এ দেশে এসেছে। তবে এটাকে নিজস্ব সংস্কৃতিতে নিয়ে আসা, অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, নিজস্ব সংস্কৃতিকে কাছে রাখা ইত্যাদি কারণে তারা এটা করেছে। বিশেষ করে আমরা যখন দেখি যে জেলাভিত্তিক জাদুঘর গড়ে উঠেছে, তখন এসব বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে এগুলো মূলত ইংরেজ উৎসাহিত ব্যক্তিরাই এগুলো তৈরি করেছে। ঢাকা জাদুঘরের ইতিহাসও তাই। এখানে ইংরেজরা যারা ছিল, অভিজাত লোকজন যারা ছিল তারা আয়োজন করলো কিছু করা যায় কিনা। তারা নানা প্রদর্শনীর আয়োজন করলো। এভাবেই আস্তে আস্তে জাদুঘর হলো। এক কথায় আমরা বলতে পারি যে জাদুঘর এমন এক স্থান যেখানে আশ্চর্যজনক জিনিসি পাওয়া যায়। দেশ-বিদেশের নিদর্শন পাওয়া যায় এবং যে নিদর্শন থেকে একটা জ্ঞানচর্চার সুযোগ তৈরি হয়।

জাদুঘরের নিদর্শন একটা স্মৃতি যা পৃথিবীর মানুষের সৃষ্টিকে আমাদের কাছে তুলে ধরে। এটা এখন আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন নবাব সিরাজ উদ্‌দৌলার কথা বলা যায়। তাঁর যে তলোয়ার দেখি তাতে অন্যরকম এক প্রতিক্রিয়া হবে দর্শনর্থীর মাঝে। এটা আমাদের জন্য নানাভাবে প্রয়োজন, যাতে মানসিক বিকাশের দিক আছে, জাতীয়তাবাদীর দিক আছে আরও আছে নানা দিক । জাদুঘর মূলত ঐতিহাসিক বিভিন্ন জিনিসপত্রের প্রদর্শন কেন্দ্র।

জাদুঘরে শিক্ষার্থীদের আগমনের বিষয়টা আমাদের দেশে মোটামুটি একটা চলই হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েদের জাদুঘর দর্শন করতে যাওয়ার বিষয়টা এখন অনেক প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষারই একটা অংশ হয়ে গেছে। তবে সত্যি বলতে কি আমাদের দেশে এটা এখনও ততোটা বিস্তার লাভ করেনি। এটাকে সম্প্রসারিত করতে আরও অনেক কিছুই করার আছে। যদি বিদেশের কথা বলি তাহলেই

Dhaka University Institutional Repository

পার্থক্যটা ধরা পড়বে। সেসব দেশে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর জাদুঘর পরিদর্শন করতেই হবে। এটা তাদের শিক্ষারই একটা অংশ। ছাত্র-ছাত্রীরা জাদুঘর দেখতে আসে, সংগ্রহশালা দেখতে আসে, চিড়িয়াখানা দেখতে আসে। এটা তাদের শিক্ষা কারিক্যুলামেরই একটা অংশ করে ফেলা হয়েছে। আমাদের দেশে এখনও এটাকে শিক্ষা কারিক্যুলাম করা হয় নি। এখানে অনেক সময় জাদুঘর নিজেই যোগাযোগ করে, বলে আপনারা এখানে পরিদর্শনে আসেন। আমাদের ঢাকা জাদুঘর নিজেদের গাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে বলে, তোমরা আসো, এগুলো দেখো। কারণ, এটা একটা শিক্ষা। এখানে পড়াশোনা করবে, গবেষণা করবে এবং এই সকল সংগ্রহ সম্পর্কে জানবে ও লিখবে। এই জানা ও শেখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের সারা পৃথিবীর যে জ্ঞান এটা এমন না যে এটা বিশেষ একটা উৎস থেকে পাওয়া। এটা সারা পৃথিবীর মানুষ সবাই সবাইকে অল্প স্বল্প করে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। এক সময় বলা হতো যে সারা পৃথিবীর জ্ঞান আমাদের এই এশিয়া থেকে, আরব বিশ্ব থেকে, ভারতবর্ষ থেকে নেওয়া। এটা ততোটা ঠিক নয়। আবার এখন যেমন বলা হচ্ছে, পৃথিবীর সব জ্ঞান ইউরোপ থেকে ধার করা, সেটাও ঠিক নয়। জ্ঞান হচ্ছে সবার অবদানের সমষ্টি । সুতরাং জাদুঘরের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় অবদান খুবই প্রয়োজন।

আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন আমাদের ক্যাম্পাস থেকে জাদুঘর ছিলো মাত্র পাঁচ মিনিটের রাস্তা। জাদুঘরে গেলে আমরা এগুলো জানতে পারবো সেটা বলার মতো কোনো সময়ই ছিল না বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের। জাদুঘর তারা করবে, সংগ্রহশালা তারা করবে, গ্রন্থাগার তারা করবে– আমাদের দেশের শিক্ষকেরা কখনও মনেই করেন না যে এগুলো তাদের এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে। তারা এটা মনে করেন যে এটা তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। তারা মনে করে যে গ্রন্থাগারিককে বলবো এই বই লাগবে, সেটা তারা নিয়ে আসবে।

আমাদের গ্রন্থাগারগুলোতে নবম-দশম শ্রেণিতে পড়া ছেলেরা কাজ করে। তারা ইংরেজি অভিধানের বাক্য বুঝতে পারে না। এমনকি তারা এটাও জানে না যে এগুলো ইংরেজিতে লেখা। তারা মনে করে যে এটা তাদের কাজ না। তারা গ্রন্থাগারে যাবে, বলবে আমাকে ওই ভলিউমটা দাও। সে নিজেও জানে না তার কোন ভলিউমটা লাগবে। এটা একটা বিরাট সমস্যা আমাদের দেশে রীতিমতো যুদ্ধ করার মতো।

আমাদের দেশে যদি বুদ্ধিমান সরকার না আসে তাহলে কিছুই হবে না। আমরা বা আমি এখন সংগ্রহশালাগুলোর উন্নতি করতে বললেও পারা যাবে না। কারণ, সেখানে নানা ধরনের পোকামাকড়ে বাসা বেধেঁছে জাদুঘরেও তাই, সবখানেই তাই। সুতরাং সার্বিকভাবে সামাজিক আলোকবর্তিকা না

Dhaka University Institutional Repository

আসলে কাজ হবে না। তবে এখন যেটা হচ্ছে আমরা যদি বাংলাদেশের জাদুঘরের কথা বলি তাহলে মোটামুটি ভাগ করে নিতে হবে কাকে কী করতে হবে। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী আসে তাহলে এক ধরনের ব্যবহার করতে হবে। আর যদি আপামর জনতা আসে তাহলে আরেকরকম ব্যবহার করতে হবে। যেমন বলতে হবে এটা দিনাজপুরের খাট, এখানে মহারাজা ঘুমাতেন। যদি জানতে চান এটা কেন এখানে এনেছি তাহলে সাধারণভাবেই বলতে হবে যে দেখেন খাটটা দেখেন, কী সুন্দর খাট, লতা পাতা আঁকা, এটা একজন গুণী লোকের কর্মকাণ্ড। এটা আমরা সাধারণ লোক চাইলেও করতে পারব না। এটা দেখানোর জন্যই এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। এখন যদি তাদেরকে বলি এটা জমিদারের খাট, এরা আমাদের রক্ত চুষে খেয়েছে তাহলে সবকিছু গোলমেলে হয়ে যাবে। কেউ যদি আমার মতো New researcher যায় এবং তাকে যদি জিজ্ঞেস করি দিনাজপুর মহারাজা সম্পর্কে কী জানেন বা এই খাটের দাম কতো এটা হবে, ভিন্ন মাত্রার একটা প্রশ্ন। সাধারণ মানুষের এটা একটা জিনিস যে তারা এটা বুঝতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে যে এটা তাদের দেশেরই জিনিস এবং এটা এই দেশের জ্ঞানী ব্যক্তিই করেছে। এটা একটা সৃজনশীল কাজ এবং এটা এখন আর হয়তো হয় না, সেজন্যই আপনাদের কাছে আমরা এটা রেখেছি। যেমন মসলিন যদি দেখাই, একদিন সারা পৃথিবীর মানুষ এটা কিনতে আসতো, কিন্তু এটা এখন আর বানাতে পারি না। বানাতে না পারার অনেক কারণ আছে। এই সমলিন যে তুলা থেকে তৈরি হতো সেটা এখন আর পাওয়াই যায় না। সেই গাছটাকেও আমরা সংরক্ষণ করতে পারি নাই। কেননা এই কাজ করতো সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের যখন প্রয়োজন হয়েছে তখন নিয়েছে, যখন মনে হয়েছে যে দরকার নাই তখন বাদ দিয়েছে। যেমন এখন আমরা অনেকেই ধান চাষ বাদ দিয়ে আলু চাষ করছি। একদিন হয়তো দেখা যাবে যে সারা বাংলাদেশে শুধুই আলু চাষ হচ্ছে, ধান চাষ নয়। এখন তারা ধান চাষ করছে কিন্তু ভবিষ্যতের প্রয়োজনে ধানবীজ যে সংরক্ষণ করতে হবে, এটা তারা জানে না। তবে মসলিন যে তুলা থেকে হতো, সেই তুলার গাছ আমরা ধ্বংস করে ফেলেছি। কারণ আমাদের সুবেদাররা তো ঢাকা বসে বসেই কাপড় পরতো। তাদের মনে আসে নি যে তুলা কোন গাছ থেকে হয় দেখে আসি। তারা চিন্তা করেনি গাছটি যদি মরে যায় তাহলে তাদের কী হবে। তারা শুধু আদেশ দিয়েছে, আমার ১০/১৫ টি কাপড় লাগবে। খুব ভালো হতে হবে। দিল্লিতে পাঠালে কতো টাকা লাগবে আমি দিয়ে দেবো। সেই লোক যেভাবে পারতো সুন্দর করে করে নিয়ে আসতো।

সাধারণত জাদুঘরের দর্শনার্থী মূলত তিনিই যিনি সেটা দেখতে আসেন। দেখতে ও প্রত্যক্ষ করতে আসেন। আর এটাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এবং এখানে তারা যে ধরনের নিদর্শন দেখবেন এবং সেটা তাদের মনে আটকে যাবে এবং এই আটকে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে একটা যোগাযোগও তাদের মধ্যে ঘটতে পারে। যেমন আমরা ব্রিটিশ জাদুঘরে গিয়ে দেখি যে সেখানে আমাদের বাংলাদেশের অনেক জিনিস আছে। তাহলে আমার মনের মধ্যে অন্যরকমের একটা প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে। তাহলে

Dhaka University Institutional Repository

আমি পরবর্তীতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারি। আমাদের গবেষণার জন্য, কাজের জন্য সম্পর্কটা হচ্ছে অনেকটা উভয়ের মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদানের সম্পর্ক। এটা ঐতিহ্য– জাতীয় বা বিশ্ব-ঐতিহ্য হতে পারে। এই ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া। অর্থাৎ আমাদের অতীত, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের সৃজনশীলতা এগুলোকে আমরা মনে রাখতে পারি। সম্পর্কটা হচ্ছে মূলত একটা কাজের শিক্ষা ও যোগাযোগমূলক জ্ঞান।

ধরা যাক, ভারত বাংলাদেশের ১৯৭২ সালে যে চুক্তি হয়েছে সেটা কোথায় পাবো। কোথায় খুঁজতে যাবো। এখন যদি আমরা জাদুঘরে চলে যাই তাহলে সেখানে কিছু নথিপত্র পেতে পারি। আমাদের জন্যও প্রয়োজন এবং রাষ্ট্রকে ভুল বুঝলে রাষ্ট্র তখন বলতে পারে, সংগ্রহশালায় যান, জাদুঘরে যান। সেখানে গিয়ে নথিপত্র দেখে আসেন। রাষ্ট্রের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য জনগণকে অনুপ্রাণিত করার জন্য, দেশের মানুষকে আরও সৃজনশীল করার জন্য, জনগণ আরও সভ্য হওয়ার জন্য জাদুঘর খুবই গুরুত্বর্পূণ। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো ব্যাপকভাবে টাকা পয়সা খরচ করে। কিন্তু বাহ্যিক উজ্জ্বলতা দেখানোর জন্য নয়, এর প্রয়োজনের কারণে। একটা দেশের জন্য, একটা জাতির জন্য জাদুঘর খুবই জরুরি। সেটা রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের জন্য, রাষ্ট্রের চলার জন্য দরকার।

জাদুঘর পরিদর্শন শেষে অনেকে অভিভূত হন, অনেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে অনেকে খুশি হন। যখন আমরা জাদুঘরে যাই এবং দিনাজপুরের মহারাজার খাট-পালঙ্ক সিংহাসন ইত্যাদি নিদর্শন দেখি তখন মনে একটা গর্ববোধ হয় যে জাদুঘর তো আমাদের জিনিস দিয়েই হয়েছে। সেটাও একটা প্রতিক্রিয়া। সবাই কিছু না কিছু আলোকিত হয়। সামান্য ক্ষণের জন্য হলেও হয়। জাদুঘর না দেখলে এটা হয় না। নীরব শিক্ষক হিসেবে জাদুঘরের প্রভাব ভীষণ রকমের। একটি জাতিকে জাগিয়ে তুলতে হলে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে একটি জিনিস হলো গ্রন্থাগার। আপনি যদি একটা গ্রন্থাগারকে সংরক্ষণ করেন, আপনি আপনার দেশকেই সংরক্ষণ করতে পারবেন। তেমনি একটা জাদুঘর যদি সংরক্ষণ করতে পারেন, তাহলেও আপনি আপনার জাতিকে সংরক্ষণ করতে পারবেন।

জাদুঘর নিভৃত মনেই লোকদের শিক্ষা দিচ্ছে, আলোকিত করছে, অনুপ্রাণিত করছে এবং এ ভূমিকাটা যে দেশ যতো বেশি করতে পেরেছে সে দেশ ততো বেশি উন্নত হয়েছে। ইউরোপে জাদুঘর শিক্ষা সমাজ জীবনেরই একটা অংশ। সেখানে ১০-১২ বছরের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ইউরোপ সফর করানো হয়। কে কীভাবে ইংলিশ চ্যানেল পার হলো, ফ্রান্সে গিয়ে কোন্ ভাষায় কথা বলেছে, আইফেল টাওয়ার কী ইত্যাদি তাদের শেখানো হয়। এখানে সোচ্চার হওয়ার কিছু নাই। এখানে নীরব শিক্ষকেরও নিজের একটা উন্নতি করার ব্যাপার আছে। শুধু চুপচাপ থাকলেই আমরা নীরব শিক্ষক

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে যাব তা নয়। যেমন আমরা শিক্ষক, আমরা সরব শিক্ষক, কিন্তু আমরা যদি পড়ালেখা না করি তাহলে আমরা সরব হতে পারবো না। জাদুঘরকে আরও উন্নত করতে হবে। চুপচাপ বসে থাকলে চলবে না।

৪.২.৩ : প্রফেসর শামসুজ্জামান খান

মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে রাজা টলেমি সটার জাদুঘরের সূচনা করেন। তখন জাদুঘরের ধারণা তেমন স্পষ্ট হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার এবং নিদর্শনবস্তুর একত্র অবস্থান ছিল তখন। পরে এগুলো আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠে। কিন্তু রেনেসাঁ যুগের ফ্লোরেন্সে একটি সংগ্রহকে বোঝাতে মিউজিয়াম শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। এরপরের খবরে কোনো কালক্রমিকতা লক্ষ্য করা যায় না। তবে জাপানে সো-সো ইন নামে এক প্রাচীন জাদুঘরের খবর পাওয়া যায় অষ্টম শতকের দিকে। কিন্তু যথার্থ অর্থে জাদুঘরের সূত্রপাত পঞ্চদশ শতকে ইউরোপের বিভিন্ন গির্জা এবং রাজকীয় ও ধনাঢ্য পরিবারের শিল্পকর্ম ও মূল্যবান নিদর্শবস্তু সংগ্রহের মাধ্যমে। ইতালিতে পোপসহ অন্য ধর্মযাজক এবং কোনো কোনো নাগরিক ধ্রুপদি, মধ্যযুগের বা রোমন ভাস্কর্য, পুরাকীর্তি বা অন্য মূল্যবান সংস্কৃতি-উপাদান সংগ্রহ করতে শুরু করেন। এসব সংগ্রহ Cabinets of Curiosity এবং Cabinets of the World ইত্যাদি নামে পরিচিত হতো। বর্তমানকালের বিখ্যাত বিশ্বনগরীগুলোতে 'কিউরিও শপ' নামে যে দোকানগুলো রয়েছে তা অনেকটা এই Cabinets of Curiosity-র আধুনিক বাণিজ্যিক রূপ। অন্যদিকে সেকালের রাজা বাদশা বা ধনী ব্যক্তিরা বিশ্বের যে কোনো দেশ থেকে যদি মহামূল্যবান নিদর্শনবস্তু সংগ্রহ করে এনে Cabinets of the World বলে থাকেন তাহলে একালেও তার নজির পাই বিশ্ববিখ্যাত জাদুঘরের 'বিশ্বসভ্যতা' বা অনুরূপ কোনো নামের গ্যালারিতে।

এক্ষণে বলা যেতে পারে, জাদুঘরের একটা প্রধান কাজ মানুষকে অভিভূত করা, ঘোরের মধ্যে রাখা। সে ঘোর বিস্ময়করতার, সে ঘোর আনন্দের। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে উপস্থাপিত **১৯৭১** সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের নানা নিদর্শন পরিদর্শনের মাধ্যমে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম গণহত্যাযজ্ঞের নানা আলামত দেখে দর্শকের বুক হাহাকারে বিদীর্ণ হয়। পৈশাচিক হত্যায় মেতে ওঠা পাকবাহিনীর সঙ্গে এদেশীয় কতিপয় নষ্ট-ভ্রষ্ট বাঙালিও জড়িত – এই বোধে সাধারণ দর্শকের গভীর মর্মপীড়া তাকে বেদনাসিক্ত এক ঘোরের মধ্যে রাখে।

আধুনিককালের প্যারিস, লন্ডন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন বিখ্যাত সব জাদুঘরের জন্য পরিচিত। মধ্যযুগে বিশেষভাবে এবং আধুনিক যুগেও জাদুঘর-সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের জন্য ইতালির খ্যাতিও কম নয়। ইউরোপের অন্য শহরেও জাদুঘর নির্মাণ ও তার সফল পরিচালনার ইতিহাস আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

অজানা নয়। তবে ইতালির কথা নানাভাবে বিশেষ উল্লেখের দাবি করে। আমরা ফ্লোরেন্সের সম্পদশালী মেডিচি পরিবারের কথা বলতে পারি। বলা হয় যে গির্জার বাইরে এদের সংগ্রহশালাই ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ। তাঁদের শিল্পসংগ্রহ ঈর্ষণীয় মর্যাদা লাভ করে। তবে এই মহামূল্যবান সংহগ্রহের রস-আস্বাদন করার অধিকার ছিলো শুধু পরিবারের সদস্য এবং পারিবারিক বন্ধু-বান্ধবের।

পঞ্চাশ শতকের ইতালির গির্জা ও পোপদের সংগ্রহ এবং মেডিচি প্রাসাদের সংগ্রহের ধারাবাহিকতায় ষোড়শ শতকেই ছবির গ্যালারি, ভাস্কর্য গ্যালারি এবং প্রাকৃতিক ইতিহাসের কেবিনেট দেখা যায়। রেনেসাঁর প্রভাবে তখন ইউরোপ জুড়ে নানামুখি জাগরণের বেগ। এরই ফসল হিসেবে ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর গড়ে ওঠে সুইজারল্যান্ডের ব্যাসেলে। ইংল্যান্ডের প্রথম পাবলিক মিউজিয়ামের নাম অ্যাসমেলিন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৬৮৩ সালে এটি জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

বর্তমান বিশ্বে জাদুঘরের কর্মকাণ্ড ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেলেও বিশ শতকের শেষলগ্নে জাদুঘরের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। এর পক্ষে-বিপক্ষে যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি হয়। কিন্তু সংবাদপত্র, ই-মেইল, ইন্টারনেট, কম্পিউটার এমনকি ভার্চুয়াল মিউজিয়াম দর্শন কোনো কিছুই জাদুঘরের বিকল্প হতে পারে নি। কারণ একটি নিদর্শন বস্তুর নিজস্ব গুণের জন্যই মিউজিয়াম টিকে আছে এবং টিকে থাকবে।

আধুনিক জাদুঘরে প্রাকৃতিক ইতিহাসের উপাদান, জাতিতত্ত্ব ও বিশ্বসভ্যতার উপাদান, প্রত্ননিদর্শন ইত্যাদি নানামাত্রিক নিদর্শনবস্তু উপস্থাপিত হয়। অতীতে এ সকল নিদর্শনসমূহকে জড় বা মড়া হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। কিন্তু বর্তমানে নিদর্শনগুলোকে জীবন্ত করে উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপিত নিদর্শনসমূহের নান্দনিক পরিবেশনায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জাদুঘরে পুরো পৃথিবীরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ পাওয়া সম্ভব। এই জন্য জাদুঘরকে Miniature of Worldও বলা যায়। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে স্থাপিত 'সুন্দরবন ডিওরামা'র কথা উল্লেখ করা যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশে সুন্দরবনের বিভিন্ন পশু, পাখি, প্রাণি, গাছগাছালি ইত্যাদি নানা উপাদানের সমন্বয়ে যে ডিওরামাটি নির্মাণ করা হয় একনজরে সেটি প্রকৃত সুন্দরবনকেই প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থাৎ একজন দর্শক সরজমিনে সুন্দরবনে না গিয়েও জাদুঘরে স্থাপিত ডিওরামা দেখার মাধ্যমে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন।

জাদুঘর একটি জাতির সভ্যতার সূচিকাগার হলেও অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে জাদুঘর পরিদর্শনে অনাগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি অধিক প্রযোজ্য। শহরের নিচু, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং গ্রামের মানুষ প্রধানত দেখতে আসেন। প্রভাবশালী

Dhaka University Institutional Repository

ও সচ্ছল পরিবারের সদস্যরা জাদুঘর দেখতে আসেন না। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে এই চিত্রটা ভিন্ন। সেখানে চেষ্টা করা হয় সকল স্তরের বিশেষ করে নিচুতলঅর মানুষদেরকে জাদুঘরে আনার। আর আমরা চেষ্টা করি আমাদের জাদুঘর-অনীহ শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে জাদুঘরে আনার। মজার ব্যাপার সংস্কৃতিকর্মীরাও জাদুঘর দেখতে আসেন ক্বচিৎ-কদাচিৎ। অথচ সংস্কৃতি সম্পর্কে মৌলিক, পর্যায়ক্রমিক অনুপুঙ্খ ও সার্বিক জ্ঞানলাভের বিকল্পহীন প্রতিষ্ঠান হলো জাদুঘর। আর তাই আমাদের সংস্কৃতি চর্চায় আবেগ ও আত্মতৃপ্ত থাকলেও নিরেট-ইতিহাসবোধ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষাটা লাভ করা যায় জাদুঘর পরিদর্শনের মাধ্যমেই। এক্ষেত্রে জাদুঘর একটা খুব বড় কাজ সম্পাদন করে। তা হলো একজন সংবেদনশীল ঐতিহ্যপ্রেমিক ও সুস্থ মানুষ কোনো জাদুঘরে ঢোকার আগে যে মানুষ হিসেবে ঢোকেন – জাদুঘর পরিদর্শন শেষে তিনি বেরিয়ে আসেন রূপান্তরিত আরও উন্নত চেতনার অন্য মানুষ হিসেবে। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরের কথা উল্লেখ করা যায়। বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর দেখে বেরিয়ে আসা মানুষটি যদি স্পর্শকাতর মনের অধিকারী ইতিহাসনিষ্ঠ সৎ মানুষ হন তাহলে তিনিও হবেন হত্যাকারী বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি তীব্র ঘৃণায় সংক্ষুব্ধ এবং বাংলার ইতিহাসের সত্যালোক বিচ্ছুরিত অঙ্গীকারদীপ্ত এক নতুন মানুষ।

বিভিন্ন দেশে জাদুঘর নিয়ে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে। প্রচলিত ধারায় নিদর্শন থাকে শোকেসে অথবা দেয়ালে ঝোলানো থাকে ছবি। এসব কাজে গ্রাফিক্স-এর সাহায্য নিয়ে দর্শককে পটভূমি প্রসঙ্গের সঙ্গে পরিচিত করানো হয়। এখন অবশ্য প্রাকৃতিক ইতিহাস ও বিজ্ঞান জাদুঘরে Interactive Dispaly অথবা বিস্তৃত অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় বিভিন্ন ধারণা বা আইডিয়ার সঙ্গে খুব কম নিদর্শনবস্তু রেখে দর্শকের মননক্রিয়া ও দেখার অভিজ্ঞতাকে উদ্দীপ্ত করা হয়। ব্যাখ্যা কম করে বিবেচনার ভার দর্শকের বোধের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়।

জাদুঘরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং চলমান প্রক্রিয়াটি হলো নিয়ত নিত্য-নতুন নিদর্শন সংগ্রহ করা। কারণ নতুন নতুন নিদর্শন সংগ্রহ না করা হলে মিউজিয়ামের কদর কমে যায়। এজন্য মাঝে মাঝে স্টোরে সংরক্ষিত নিদর্শন দিয়ে বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা জরুরি। এটি একটি আধুনিক জাদুঘরের শর্তও বটে। স্থায়ী প্রদর্শিত নিদর্শনের পাশাপাশি অস্থায়ী বিশেষ প্রদর্শনী দর্শকের রুচি ও চেতনাবোধকে নতুন মাত্রায় দীক্ষিত করে।

৪.২.৪ : প্রফেসর ড. মোকাম্মেল হোসেন ভূইয়া

জাদুঘর হচ্ছে অতীত সংস্কৃতির ধারক। জাদুঘর সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার মাধ্যমে বর্তমানের সঙ্গে একটি যোগসূত্র তৈরি করে। মোদ্দা কথা, অতীত ও বর্তমান সংস্কৃতির সেতুবন্ধন হিসেবে জাদুঘর কাজ করে।

Dhaka University Institutional Repository

জাদুঘর কেবলমাত্র অতীত কর্মকাণ্ড ও নিদর্শনাদি নিয়েই সীমাবদ্ধ থাকে না। কোন কোন ক্ষেত্রে বর্তমান সংস্কৃতি ও মানুষ নিয়েও কাজ করে। আধুনিক জাদুঘরের ধারণা হলো– যেখানে নানা ধরনের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষকে জাদুঘরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। জাদুঘর পরিদর্শনে আগ্রহী করে তোলা হয়।

জাদুঘরের সঙ্গে দর্শনার্থীদের সম্পর্ক নির্ভর করে জাদুঘরের নিদর্শন উপস্থাপন কতোটা প্রাণবন্ত হয় তার ওপর। যেমন ধরা যাক, প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি হাতিয়ারের উপস্থাপন। যদি কেবল মাত্র হাতিয়ারটি নিরসভাবে একটি শোকেসে সাজিয়ে রাখা হয় তাহলে সেটি দর্শকের সঙ্গে কোন যোগসূত্র তৈরি করতে পারবে না। কিংবা দর্শনার্থীকে আকৃষ্ট করতে পারবে না। কিন্তু একই হাতিয়ার যদি শিল্পসম্মত অর্থাৎ নন্দনতাত্ত্বিকভাবে এর ব্যবহারিক উপস্থাপন করা যায় তাহলে নিদর্শনটি আরও প্রানবন্ত হবে এবং দর্শককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে। এভাবে জাদুঘর নিদর্শনের মাধ্যমে একটি সম্পর্ক তৈরি করতে পারে। যদি উপস্থাপনশৈলী মিথষ্ক্রিয়া তৈরি করতে পারে তাহলেই কেবলমাত্র দর্শকের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে সক্ষম হবে। যার প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া সুদীর্ঘ সময় দর্শক-মনে রেশ থেকে যাবে।

জাদুঘর থেকে দর্শনার্থীদের কোন কিছু শেখা নির্ভর করে তার বয়স, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর। তারচেয়ে বড় কথা দর্শকের মানসিক গঠন, দেশপ্রেম, নৈতিক-প্রবণতা ইত্যাদি প্রত্যয়গুলোও সমানভাবে প্রযোজ্য। অনেকটা জোর দিয়েই বলা যায় দর্শনার্থীর শিক্ষার আগ্রহটা নির্ভর করে নিদর্শনের আকর্ষণীয় উপস্থাপনার ওপর। জাদুঘরের কাছে দর্শনার্থীর প্রত্যাশা হচ্ছে জাদুঘর হবে আকর্ষণীয়। নিদর্শনের প্রাণবন্ত উপস্থাপনার মাধ্যমে অতীতকে তুলে ধরা এবং একই সঙ্গে বর্তমানেরও প্রতিনিধিত্ব করার যৌথ সমাহার থাকা চাই।

সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে জাদুঘরের ভূমিকা অসাধারণ। কারণ জাদুঘর একটি জাতির ঐতিহ্যের প্রতীক ; যা জাতিকে সম্মুখে এগিয়ে নেওয়ার প্রেরণা যোগায়। জাদুঘর পরিদর্শনের ফলে দর্শনার্থীর মনে অবশ্যই প্রভাব ফেলে। সে নিজের সঙ্গে অতীতের অর্থাৎ আত্মপরিবর্তনের সন্ধান করে – নিজের শেকড় খুঁজে বেড়ায়।

জাদুঘরকে বর্তমানে Living University হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। কারণ উন্নত বিশ্বে জাদুঘরগলো বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গবেষণা, প্রকাশনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির মাধ্যমে একটি জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই ভূমিকা পালন করে থাকে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়, জাদুঘরকে আরও অনেক বেশি গণমুখি হওয়া আবশ্যক। এর স্থাপত্য শৈলী হতে হবে পরিবেশবান্ধব। যেখানে সাধারণ মানুষ তার মনের ভাব বিনিময়ে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা অনুভব করবে না।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২.৫ : ড. ফিরোজ মাহমুদ

আধুনিক পৃথিবী ও সমাজ দ্রুত বদলাচ্ছে এবং ক্রমাগত উন্নতির পথে পা বাড়িয়ে চলেছে। আধুনিক জাদুঘর প্রকৃতপক্ষে সময়ের প্রতিবিম্ব এবং সমাজের ক্রমবিকাশের ধারাটির পরিচায়ক। সুতরাং জাদুঘরকে নতুনতর অবস্থায় নবতর ভূমিকা পালন করতে হয়। আধুনিক বিশ্বে জাদুঘরের অন্যতম কাজ হচ্ছে শিক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষকে সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং জ্ঞানদান করা। তাই জাদুঘরকে বিবিধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বস্তুসামগ্রী সংগ্রহের কথা ভাবতে হয়। ফলে নানা রকম জাদুঘর স্থাপনের প্রয়োজন হয়।

ক্রমাগত নিদর্শন সংগ্রহ, সংগৃহীত সকল নিদর্শনের দলিলিকরণ, সংগৃহীত সকল নিদর্শনের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও যথাযথ সংরক্ষণ, সংগৃহীত নিদর্শনের ভিত্তিতে গবেষণা ও প্রকাশনা এবং শিক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে জাদুঘরের কর্মকাণ্ড সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশে জাদুঘরের অধিকাংশ দর্শনার্থী অশিক্ষিত বা কম শিক্ষিত। বিপুল কৌতূহল নিয়ে তারা জাদুঘর দেখতে আসেন। তারা প্রদর্শিত নিদর্শনের মধ্যে প্রকাণ্ডতা, চমৎকারিত্ব ও বীরত্ব দেখতে চান এবং বিস্ময়াভিভূত হয়ে আনন্দ লাভ করতে চান। শিক্ষিত দর্শনার্থী ঐতিহ্যের ঐশ্বর্য ও বিরল নিদর্শনের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হন। তবে কোনো দর্শনার্থী সাংস্কৃতিক ও সংবেদনশীল পরিমণ্ডলের বাইরে থাকেন না। সুতরাং জাদুঘরের সঙ্গে দর্শনার্থীর সম্পর্কটা হবে সাংস্কৃতিক ও সংবেদনশীল এবং দৃকশক্তির ব্যবহার উপযোগী। নিজের দেশের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতি সবচেয়ে বেশি মমতাশীল সংবেদনা সৃষ্টি করে জাদুঘরের প্রদর্শনী থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা। এই শিক্ষা সকল শ্রেণির দর্শনার্থীর কাছে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করতে পারলেই জাদুঘরের সঙ্গে দর্শনার্থীর সম্পর্কটা স্বাভাবিক ও অর্থপূর্ণ হবে।

আধুনিক জাদুঘরকে গণবিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়। সকল দর্শনার্থী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোনো পাঠ্যসূচি ও শিক্ষকের প্রয়োজন নেই। দর্শনার্থী প্রদর্শিত নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ করে এবং সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি (caption) পাঠ করে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে থাকেন এবং ইচ্ছা করলে এই জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারেন নিদর্শনভিত্তিক গ্রন্থসমূহ (যা জাদুঘর প্রকাশ করেছে) পাঠ করে।

ভিন্ন ভিন্ন দর্শকের জন্য শিক্ষার মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন হবে। যেহেতু কোনো শিক্ষাই চোখে দেখার আনন্দ ও অভিজ্ঞতার সমতুল্য নয়, তাই জাদুঘর পরিদর্শনের মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষাটা সকলের জন্যই অতুলনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

জাদুঘরের কাছে দর্শনার্থীর প্রত্যাশা অনেক। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাশার উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রথমত, সাধারণ দর্শনার্থী বিনামূল্যে জাদুঘর দেখতে চান। প্রবেশ মূল্য ধার্য করা হলে সাধারণ দর্শনার্থী সেটিকে জাদুঘর পরিদর্শনের পথে একটা অন্তরায় বলে মনে করেন। দ্বিতীয়ত, যারা জাদুঘরে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে আগ্রহী তারা জাদুঘরের অভ্যন্তরে একটি ভাল রেস্টুরেন্ট পেতে যান। তৃতীয়ত, প্রায় সকল দর্শনার্থী জাদুঘরে অবাধে ছবি তুলতে চান। কিন্তু বাংলাদেশে দর্শনার্থীর উল্লিখিত তিনটি প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকে।

জাদুঘরে উপস্থাপন নিদর্শন শৈলী প্রদর্শনীর গুণগত মান দ্বারা নির্ধারিত হবে। এই গুণগত মান নির্ভর করে built-in-showcase, উন্নততর শোকেস, আকর্ষণীয় ডিওরামা, অডিও-ভিজুয়াল উপস্থাপন এবং তথ্য-জ্ঞাপন পদ্ধতির ওপর।

যেহেতু আধুনিক জাদুঘরের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে সচেতন নাগরিক গড়ে তোলা, তাই এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা দর্শনার্থীর জীবনে কোনো না কোনো প্রভাব ফেলে। জাদুঘরের নিদর্শন বিখ্যাত বা প্রখ্যাত শিল্পী, ইতিহাসবিদ, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করে। অনেক কবি ও সাহিত্যিকও জাদুঘরের নিদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হন। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে এবং পারদর্শী গাইডের সহায়তায় নিয়মিত জাদুঘর দেখানোর ব্যবস্থা করা হলে জাদুঘর নামক প্রতিষ্ঠানটির বিপুল সার্থকতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণটা দেওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শনের পূর্বে অশিক্ষিত দর্শনার্থীর অনুভূতি খুবই সরল। তিনি বিস্ময়কর সব নিদর্শন দেখার বাসনা নিয়েই জাদুঘরে প্রবেশ করেন এবং অনেক বিস্ময়কর নিদর্শন দেখেনও বটে। আবার অনেক নিদর্শন তার কাছে বোধগম্য হয় না। এসব নিদর্শন তাকে আকৃষ্ট করে না। যে সব নিদর্শন তাকে আকৃষ্ট করে সেগুলোর সামনেই তিনি বেশি সময় কাটান। অশিক্ষিত দর্শনার্থীসহ সাধারণ দর্শকের সংখ্যাই সর্বদা অধিক; অতএব এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তারা সকলেই আনন্দঘন ও চমৎকার অনুভূতি নিয়েই জাদুঘর পরিদর্শন করেন। সেদিক থেকে জাদুঘর পরিদর্শন তাদের জন্য সার্থক হয়। সমস্যা শিক্ষিত লোকদের নিয়ে। বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক জাদুঘর দেখেন না। অনেক শিক্ষিত লোককে বলতে শুনেছি, 'বিদেশে বিখ্যাত জাদুঘরগুলো দেখেছি, কিন্তু বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এখনও দেখা হয় নি; আসলে সময় হয় না।' রাজনীতিবিদরা ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন নন; তাদের অনেকেই বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর দেখেন নি। শিক্ষিতজনের অবহেলার কারণেই বাংলাদেশের জাদুঘরগুলোর বেহাল দশা। তবে কিছু শিক্ষিত দর্শনার্থী জাদুঘর

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে ভাবেন এবং জাদুঘর দেখেন। মোট কথা শিক্ষিত লোকেরা এখনও জাদুঘরের বন্ধু হতে পারেন নি।

আধুনিক সমাজ বা রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে বৃত্তিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যতই থাকুক, সে শিক্ষা অভ্যাস অর্জন মাত্র। ব্যবহারিক জ্ঞানের বিপুল গুরুত্ব আছে বটে, তবে হৃদয়মনের বিকাশ সাধন কেবল জাদুঘরই ঘটাতে পারে। সার্থক জাদুঘর গড়া খুব সহজ নয়। কেবল বস্তুনিদর্শন থাকলেই সার্থক জাদুঘর হবে না। এর জন্য প্রয়োজন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ও সৃষ্টিশীল পরিকল্পনা। জাদুঘরে এসে আমরা বস্তুজগতের তথ্য সঞ্চয় করবো, কিন্তু তার চেয়েও বেশি আমরা হৃদয়ের বিকাশ সাধন করবো।

একুশ শতকে জাদুঘর হবে গতিশীল। একটি গতিশীল জাদুঘর কখনও স্থবির থাকতে পারে না। নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে এর গতিশীলতা প্রকাশ পাবে। তাছাড়া সর্বদা কোনো না কোনো উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। তাই একটি পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ থাকতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় প্রত্যেকটি জাদুঘরে সদস্য গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। বিস্ময়ের বিষয়, বাংলাদেশে শিক্ষিতজনের আচরণে জাদুঘর সম্বন্ধে কৌতূহল ও আগ্রহ দেখা যায় না। সদস্য গ্রহণের প্রথা চালু থাকায় যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ জনজীবনে জাদুঘর সম্বন্ধে স্পৃহাহীন মনোভাব পরিলক্ষিত হয় না। সদস্যরা জাদুঘরের সঙ্গে একাত্মবোধ করেন। তারা জাদুঘরকে আর্থিক সাহায্য এবং মূল্যবান নিদর্শন উপহার দিয়ে থাকেন।

জাদুঘরের নিরাপত্তা বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য যথাযথ বিধিমালা থাকতে হবে। নিরাপত্তা বিভাগের কর্মীদের খুবই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। জাদুঘরের প্রত্যেক গ্যালারির সকল নিদর্শনের উপস্থিতি যথাযথভাবে আছে কি না তা নিরাপত্তা বিভাগ দৈনিক দু'বার নিশ্চিত করবে। জাদুঘর থেকে কোনো নিদর্শন চুরি হলে নিরাপত্তা বিভাগ দায়ী হবে।

জাদুঘরের অধিকাংশ নিদর্শন স্টোরগুলোতে সংরক্ষিত হয়। জাদুঘরের সকল নিদর্শনের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং যথাযথ সংরক্ষণ ও দলিলিকরণের জন্য Concept of Interrelation গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে Concept of Interrelation-এর পরিবর্তে Concept of Separation চালু রয়েছে। ফলে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কিউরেটরিয়াল বিভাগগুলোর কর্মকর্তাগণ নিদর্শন থেকে বিচ্ছিন্ন। নিদর্শনগুলো হচ্ছে জাদুঘরের প্রাণ এবং স্টোরগুলো হচ্ছে জাদুঘরের প্রাণকেন্দ্র। জাদুঘরে Concept of Interrelation চালু হলে, কিউরেটরিয়াল বিভাগগুলোর কর্মকর্তাগণ জাদুঘরের নিদর্শনগুলোতে প্রাণসঞ্চার করতে সমর্থ হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

কোনো নিদর্শন ক্ষতিগ্রস্থ হলে নিরাময়মূলক সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন হয় যখন কোনো নিদর্শন খুবই ক্ষতিগ্রস্থ বা বিনষ্ট হয়। নিরাময়মূলক সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারের কাজটি হবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে Conservatin Laboratory-তে। Conservatin Laboratory-তে যারা কাজ করবেন তাদের Chemistry-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে অথবা Conservation-এ উচ্চতর প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের Conservatin Laboratory-র আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নের জন্য কোনো উন্নত দেশের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে।

বর্তমান বিশ্বে যে কোনো বৃহৎ আধুনিক জাদুঘরে শিক্ষা বিভাগই সর্ববৃহৎ বিভাগ। এই বিভাগ নানা রকম শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এই ক্ষুদ্র সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে আলোকপাত করা সম্ভব নয়। আমি শুধু বলতে চাই যে, এই বিভাগের সাফল্য নির্ভর করবে জাদুঘরের স্থায়ী প্রদর্শনীর যথাযথ উপস্থাপনের ওপর।

৪.২.৬ : স্থপতি রবিউল হুসাইন

অনেকে বলেন যে জাদুঘর হলো পুরোনো বা মৃত অথবা নীরব কতগুলো জিনিসের অভিব্যক্তি কিন্তু এটাও ঠিক সেই নীরবতার ভিতর দিয়েই সরবতা আসে। এবং তারা নীরবে এমন কতগুলো ভাষা, ইঙ্গিতে অথবা চাক্ষুস অথবা নিজস্ব হিসেবে এমনভাবে উপস্থাপন করে যেগুলোকে আমরা কখনও এড়িয়ে যেতে পারি না। বরং সে সবকে কেন্দ্র করে আমাদের এখনকার সময়ে যে ইতিহাস তাকে পুনর্মূল্যায়ন করার সুযোগ পাই এবং সে হিসেবে বর্তমানের যে গুরুত্ব সেটি আরও ভালভাবে অনুধাবন করতে পারি। আর আমার মনে হয় এটাই জাদুঘরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক দেশে তাদের নিজের ইতিহাসকে সমৃদ্ধশালী করানোই হলো জাদুঘরের মূল কাজ। জাদুঘরে যেসব নিজস্ব নিদর্শন থাকে সেগুলো দেখে আমরা জ্ঞান লাভ করি এবং আমরা নিজেদের অতীত সম্বন্ধে আমরা গর্বিত হই যে আমরা এমন একটা জাতি বা এমন একটি দেশের মানুষ যেটি আবহমান কাল থেকেই তার সেই ঐতিহ্য, সংস্কৃতি বহমান আছে সেই জিনিসটুকুই মূল্যবান আমাদের কাছে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যাপারটা আমি বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। এই জাদুঘরে বাংলাদেশের সেই প্রাগৈতিহাসিক আমল থেকে আরম্ভ করে প্রাচীন আমল, পাকিস্তান আমল, মোঘল আমল বা সুলতানি আমল যা-ই বলি না কেন সব যুগের বা সময়ের কিছু কিছু নিদর্শন উপস্থাপন করা হয়েছে। তারপর যখন ব্রিটিশ যুগে স্বাধীনতার আন্দোলন হলো, চট্টগ্রামে যে অগ্নিযুগ সবকিছু মিলে পাকিস্তানে যে আন্দোলন হলো, দেশ ভাগ হয়ে গেলো তখন বুঝলাম যে পাকিস্তানিদের সঙ্গে থাকা সম্ভব নয় আমাদের। তাদের কর্মকাণ্ড এতো বেশি বৈরিভাবাপন্ন, তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে, আমাদের যে ৩০ লক্ষ মা-বোন-ভাই শহীদ হয়েছে তাঁদের আত্ম-ত্যাগের বদৌলাতে ২ লক্ষ মা-

Dhaka University Institutional Repository

বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে এ দেশটি পেলাম। এটা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমি নিজের ঠিকানা নিজে খুঁজে পোলাম। এটা হলো আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন। আমি নিজেকে সম্মানিত করা শিখলাম যে আমি বাংলাদেশি, আমি বাঙালি। বাঙালি হলো আমার জাতীয়তা, বাংলাদেশি হলো আমার নাগরিকত্ব।

১৯৪৩ সালে আমার জন্ম। আমি তখন ছিলাম ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান। কিন্তু আমি ছিলাম বাঙালি। কিন্তু ১৯৪৭ সালে হয়ে গেলাম পাকিস্তানি। কিন্তু বাঙালি আছি। আবার ১৯৭১ সালে হয়ে গেলাম বাংলাদেশি। তার মানে বাঙালিত্ব, এই জাতীয়তা কখনও মুছে ফেলা যায় না। কিন্তু বার বার নাগরিকত্ব change হয়ে যায়। এই যে এই ব্যাপার এগুলো কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে ফিরে আসে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মধ্য দিয়ে সত্তার এই যে অনুভূতি যা নিজেকে চেনার ব্যাপারগুলো জাদুঘরের মূলমন্ত্র।

আরেকটা জিনিস বলতে চাই আমরা কিন্তু যুদ্ধ চাই না। যুদ্ধ হলো যাবতীয় অপরাধের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। বিচরণ ক্ষেত্র হলো যুদ্ধক্ষেত্র। আর সেই জন্য যুদ্ধ যাতে কখনও না হয় সে জন্যই এ-জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেখে মানুষ অনুপ্রাণিত হয়। মানুষ বুঝতে পারে যে মানুষ কতো নৃশংস হতে পারে।

জাদুঘরের সঙ্গে দর্শকের সম্পর্ক, আমি আগেই বলেছিলাম যে এটা খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। কারণ একজন দর্শনার্থী আসবে তখন বিশেষ করে মুক্তযুদ্ধ জাদুঘরে কেন? মিরপুরে যে একটা বধ্যভূমি আছে সেখানে বিহারিরা হানাদার পাকিস্তানিদের সাথে মিশে বাঙালিদের গলা কেটে মেরে ফেলেছে। আবার ওয়াসার যে পানির পাম্প আছে ওখানে দুটো গর্ত আছে ওখানে হাত-পা বেঁধে ধরে জবাই করে একটাতে মাথা অন্যটিতে দেহ রাখতো। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে সেনাবাহিনীর সদস্যদের সাহায্যে গর্ত থেকে শরীরের নানা অংশ উত্তোলন করা হয়। জল্লাদখানা মানুষের হাড়, ঘড়ি, আংটি, স্যান্ডেল, জুতা, জামা অনেক কিছুই পাওয়া গেছে। এগুলোকে Living memory of liberation war বলা যায়। অনেকে বলেন বিবেকের জাদুঘর।

জাদুঘর মানেই যে বিরাট বিরাট জিনিস রাখা হয় তা নয়। অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, মানবিক বোধ হরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই একটা জাদুঘর হতে পারে। যেমন মিরপুরের জল্লাদখানা জাদুঘর। ঐ জাদুঘরটি রাস্তা থেকে চার ফিট নিচে। যখন জাদুঘরটিতে প্রবেশ করা হয় তখন বলা হয় Down the memory lane. অর্থাৎ বলা যায় স্মৃতি পুকুর Pond of remembrance. এখানে

Dhaka University Institutional Repository

ঢোকার পথে বাংলাদেশে যে পাঁচশ'টি বধ্যভূমি আছে তার নাম রয়েছে। কবরে যেমন নামফলক থাকে সেভাবেই সব নাম আছে।

জাদুঘর পরিদর্শনে এসে নীরব দর্শক সরব হন। উল্টাপাল্টা কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে react করেন। মনে প্রশ্ন আসে এবং নিজেই সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান। এ ব্যাপারটি হলো দ্বিপাক্ষিক সফল যোগাযোগ অর্থাৎ two way communication এর মতো।

একুশ শতকের জাদুঘর মানেই হলো বিবেকের জাদুঘর। শুধু যে সুন্দর নিদর্শন দিয়ে তৈরি হবে তা নয়। যেখানে মানবিক অধিকার লঙ্ঘন হবে সেটাকে কেন্দ্র করে একটা জাদুঘর হতে পারে। দেশের বাইরে তা লক্ষ করা যায়। তিতুমীর কলেজে একটি জাদুঘর হয়েছে। সেই জাদুঘরটি শুধুমাত্র photography দিয়ে সাজানো। ছাত্র-ছাত্রীরা জাদুঘরটি পরিদর্শন করে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৯ -এর গণআন্দোলন পর্যন্ত, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণসহ মুক্তিযুদ্ধের অনেক নিদর্শন সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। এ ধরনের জাদুঘর বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকা প্রয়োজন। আগামী শতকে জাদুঘর এমন হওয়া উচিত যেখানে মানুষ নিজের মধ্যে পরিবর্তিত রূপ দেখতে পাবেন। নতুন শিক্ষায় নিজেকে আলোকিত করতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ : দর্শক জরিপ

বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য ও গবেষণা প্রশ্নের আলোকে সমীক্ষাধীন ১৭০টি নমুনা একক থেকে বিভিন্ন দিকমাত্রার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 'জাদুঘর পরিদর্শনের আগে ও জাদুঘর পরিদর্শনের পর'– এই দুই পর্যায়ের দর্শক অভিজ্ঞতার প্রতিফলন প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে ফুটে উঠেছে। সমীক্ষালব্ধ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে যেসব গুরুত্বপূর্ণ দিকমাত্রা পাওয়া গেছে তার আলোকে নিম্নরূপ ফলাফল উপস্থাপন করা হলো :

৪.৩.১ : নারী-পুরুষের সংখ্যা

জেন্ডার	গণসংখ্যা	শতকরা হার
পুরুষ	১২১	৭১.১৮%
নারী	৪৯	২৮.৮২%
মোট	**১৭০**	**১০০%**

সারণি ৪.৩.১ : নারী-পুরুষের সংখ্যা

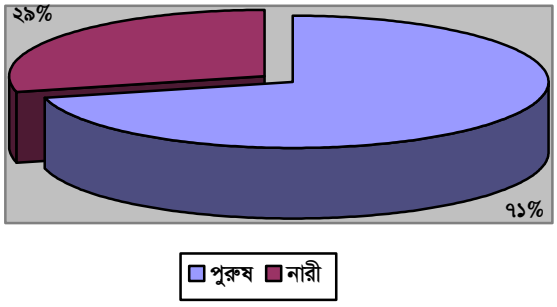

চিত্র ৪.৩.১ : নারী-পুরুষের সংখ্যা

উত্তরদাতা জাদুঘর পরিদর্শনকারীদের জেন্ডার বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৭০ জন উত্তরদাতার মধ্যে পুরুষ উত্তরদাতা ৭১.১৮ শতাংশ এবং নারী উত্তরদাতা ২৮.৮২ শতাংশ।

উল্লেখ্য যে, জাদুঘর পরিদর্শনে নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা বিবেচনার দাবি রাখে। বিশ্লেষণে দেখা যায় জাদুঘরসমূহে জরিপ পরিচালনাকালে জরিপ কাজে অংশগ্রহণে নারীদের একটা বড় অংশ সরাসরি অসম্মতি জানান কিংবা তাদের সাথে আসা পুরুষসঙ্গী (অভিভাবক, প্রেমিক, স্বামী প্রমুখ) নারীর অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করেন বিধায় নমুনায় এক পঞ্চমাংশেরও কম নারীর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩.২ : সাক্ষাৎকারদাতা দর্শকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষার স্তর	গণসংখ্যা	শতকরা হার
উচ্চশিক্ষা	৬২	৩৬.৪৭%
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	৮৬	৫০.৫৯%
প্রাথমিক	২২	১২.৯৪%
নিরক্ষর	০	০%
মোট	**১৭০**	**১০০%**

সারণি ৪.৩.২ : সাক্ষাৎকারদাতা দর্শকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

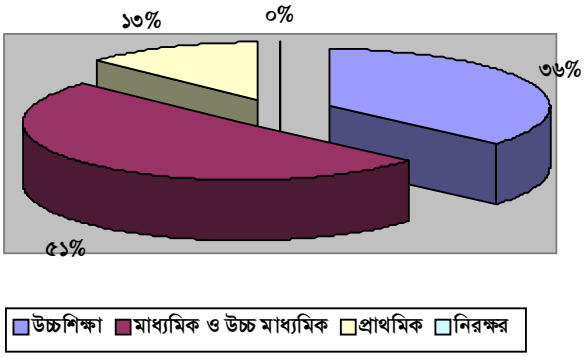

চিত্র ৪.৩.২: সাক্ষাৎকারদাতা দর্শকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

সমীক্ষাধীন ১৭০ জন জাদুঘর দর্শকের শিক্ষাগত যোগ্যতার দিকমাত্রায় দেখা যায়, শতকরা ৫০.৫৯ জন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। অন্যদিকে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শতকরা ১২.৯৪ জন পড়লেও নিরক্ষর কিন্তু একজনকেও পাওয়া যায় নি।

জাদুঘর পরিদর্শনে আসা দর্শকদের শতকরা ৩৬.৪৭ জন উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। জাদুঘর পরিদর্শনে আসা অর্ধেকেরও বেশি দর্শক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষায় শিক্ষিত।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩.৩ : দর্শনার্থী সাক্ষাৎকারদাতাদের বয়সের দিকমাত্রা

শিক্ষার স্তর	গণসংখ্যা	শতকরা হার
১০ বছরের নিচে	৫	২.৯৪%
১০- ২০ বছর	৪৯	২৮.৮২%
২০-৫০ বছর	৯০	৫২.৯৪%
৫০ বছর ও তদুর্দ্ধ	২৬	১৫.২৯%
মোট	**১৭০**	**১০০.০০%**

সারণি ৪.৩.৩ : দর্শনার্থী সাক্ষাৎকারদাতাদের বয়সের দিকমাত্রা

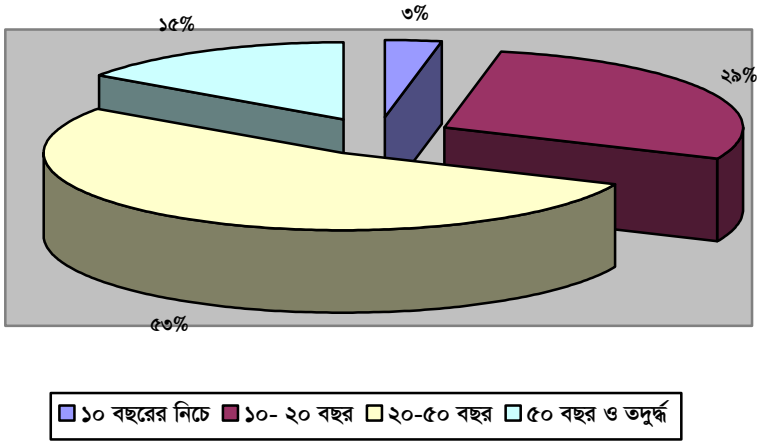

চিত্র ৪.৩.৩ : দর্শনার্থী সাক্ষাৎকারদাতাদের বয়সের দিকমাত্রা

জাদুঘর পরিদর্শনার্থীদের বয়সের দিকমাত্রা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ৯০ জন দর্শক অর্থাৎ ৫২.৯৪ শতাংশের বয়স ২০-৫০ বছরের মধ্যে ।

২৬ জন দর্শক অর্থাৎ ১৫.২৯ শতাংশের বয়স ৫০ বছর এবং তদুর্দ্ধ । ৫ জন দর্শক অর্থাৎ ২.৯৪ শতাংশের বয়স ১০ বছরের নিচে ।

সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, জাদুঘর পরিদর্শনে আসা মূল দর্শক তরুণ এবং যুবশ্রেণির ।

Dhaka University Institutional Repository

জাদুঘর পরিদর্শনের পূর্বে

৪.৩.৪ : জাদুঘর দেখতে আসার উদ্দেশ্য*

উত্তর/মতামত	গণসংখ্যা	উত্তরদাতা	শতকরা হার
শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য দেখতে আসা	১৭০	৪২	২৪.৭১%
ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার জন্য		৬৬	৩৮.৮২%
বাংলাদেশ সম্পর্কে জানার জন্য		৪৪	২৫.৮৮%
মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার জন্য		৫৮	৩৪.১২%
বিনোদনের জন্য		৪৩	২৫.২৯%

সারণি ৪.৩.৪ : জাদুঘর দেখতে আসার উদ্দেশ্য *একাধিক উত্তর পাওয়া যায়

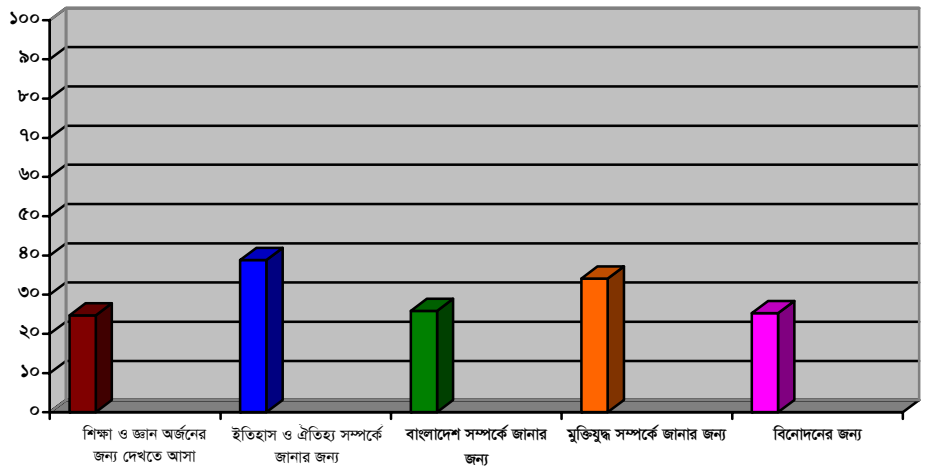

চিত্র ৪.৩.৪ : জাদুঘর দেখতে আসার উদ্দেশ্য

উত্তরদাতা দর্শনার্থীগণ জাদুঘর পরিদর্শনের পূর্বে জাদুঘর দেখতে আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। জরিপের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, 'শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য দেখতে আসা' দর্শকের সংখ্যা ৪২ জন (২৪.৭১%)। 'মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার জন্য' এসেছেন এমন উত্তরদাতার সংখ্যা ৫৮ জন (৩৪.১২%)। 'ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার জন্য' এসেছেন এমন উত্তরদাতা ৬৬ জন (৩৮.৮২%); 'বাংলাদেশ সম্পর্কে জানার জন্য' এসেছেন এমন উত্তর দিয়েছেন ৪৪ জন (২৫.৮৮%); 'বিনোদনের জন্য' দেখতে এসেছেন এমন অভিব্যক্তি জানিয়েছেন ৪৩ জন (২৫.২৯%) উত্তরদাতা।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩. ৫ : জাদুঘরে কী আছে*

উত্তর/মতামত	গণসংখ্যা	উত্তরদাতা	শতকরা হার
মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন	১৭০	১৪০	৮২.৩৫%
রাজা-বাদশা বা জমিদারদের ব্যবহৃত আসবাবপত্র		৩০	১৭.৬৫%
বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত জিনিসপত্র		৬০	৩৫.২৯%
ঐতিহাসিক অস্ত্র-শস্ত্র		৪৫	২৬.৪৭%
বিভিন্ন মূর্তি/ভাস্কর্য		২০	১১.৭৬%
নকশিকাঁথা		১১	৬.৪৭%

সারণি ৪.৩.৫ : জাদুঘরে কী আছে *একাধিক উত্তর পাওয়া যায়

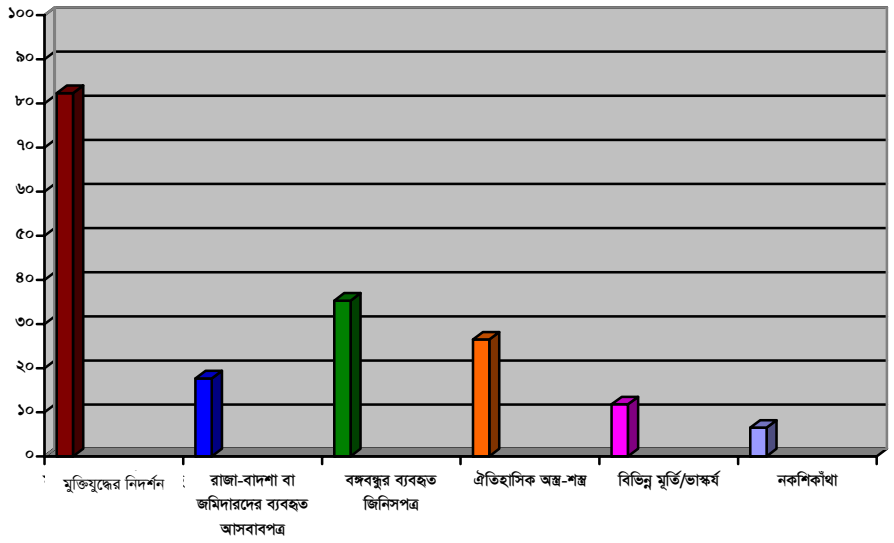

চিত্র ৪.৩.৫ : জাদুঘরে কী আছে

'জাদুঘরে কী আছে'– এমন প্রশ্নের উত্তরে জাদুঘর পরিদর্শনের পূর্বে নেওয়া উত্তরদাতাদের ১৪০ জন (৮২.৩৫%) জানিয়েছেন 'মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন'; 'বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত জিনিসপত্র' বলেছেন ৬০ জন (৩৫.২৯%) উত্তরদাতা। আর 'ঐতিহাসিক অস্ত্র-শস্ত্র' বলেছেন ৪৫ জন (২৬.৪৭%)। 'বিভিন্ন মূর্তি/ভাস্কর্য' দেখেছেন আছে এমন উত্তর দিয়েছেন উত্তরদাতাদের ২০জন (১১.৭৬%)।

বাঙালির ঐতিহ্যের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না এবং আনন্দ-বেদনার একটি বড় অংশ নকশিকাঁথা বুননের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এমন ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করেছেন ১১ জন (৬.৪৭%) দর্শক।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩.৬.১ : আগে কখনও জাদুঘর দেখেছেন?

উত্তর/মতামত	গণসংখ্যা	উত্তরদাতা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৭০	১১৪	৬৭.০৬%
না		৫৬	৩২.৯৪%

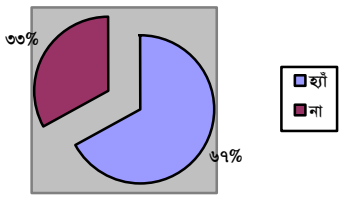

সারণি ৪.৩.৬.১ : আগে কখনও জাদুঘর দেখেছেন?

'আগে কখনও জাদুঘর দেখেছেন' এমন প্রশ্নের জবাবে জাদুঘর পরিদর্শনে আসা ১১৪ জন (৬৭.০৬%) দর্শক হ্যাঁ এবং ৫৬ জন (৩২.৯৪%) দর্শক আগে দেখেন নি বলে অভিমত দিয়েছেন ।

৪.৩.৬.২ : উত্তর হ্যাঁ হওয়ায় আবার দেখতে আসার কারণ*

উত্তর/মতামত	গণসংখ্যা	উত্তরদাতা	শতকরা হার
একবার দেখে শেষ হয় নি	১১৪	২৫	২১.৯৩%
আরও কিছু শেখার বাকি আছে		৭৫	৬৫.৭৯%
বাস্তব ধারণা ও অভিজ্ঞতা লাভ		৯২	৮০.৭০%
আগে একা এসেছেন, এবার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এসেছেন		৩৪	২৯.৮২%

সারণি ৪.৩.৬.২ : উত্তর হ্যাঁ হওয়ায় আবার দেখতে আসার কারণ *একাধিক উত্তর পাওয়া যায়

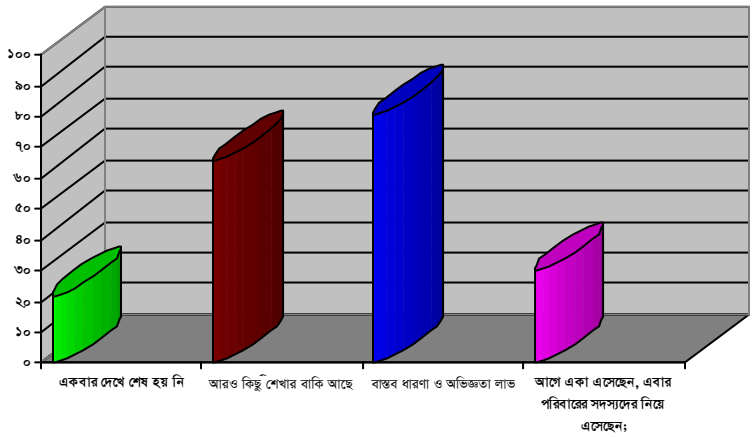

চিত্র ৪.৩.৬ : উত্তর হ্যাঁ হওয়ায় আবার দেখতে আসার কারণ

Dhaka University Institutional Repository

জাদুঘর দেখে 'বাস্তব ধারণা ও অভিজ্ঞতা লাভ' এমন মতামত দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি ৯২ জন (৮০.৭০%) দর্শক। জাদুঘর পরিদর্শনের মাধ্যমে 'আরও কিছু শেখার বাকি আছে' এমন উত্তর ৭৫ জন (৬৫.৭৯%) দর্শকের। 'একবার দেখে শেষ হয় নি' তাই আবার এসেছেন ২৫ জন (২১.৯৩%) এবং 'আগে একা এসেছেন, এবার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এসেছেন' এমন উত্তরদাতা ৩৪ জন (২৯.৮২%) দর্শক।

জাদুঘর পরিদর্শনের পরে

৪.৩.৭ : জাদুঘর দেখার সাধারণ অনুভূতি*

উত্তর/মতামত	গণসংখ্যা	উত্তরদাতা	শতকরা হার
শহীদের মাথার খুলি ও হাড় দেখে কষ্ট লাগে	১৭০	৩১	১৮.২৪%
দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য ভালো লাগে		৩৮	২২.৩৫%
হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য দেখে ভালো লাগে		৭৯	৪৬.৪৭%
জাদুঘরের জিনিস দেখে অনেক কিছু শেখা যায়		৭৩	৪২.৯৪%
অতীত দিনের কথা মনে পড়ে		৪৯	২৮.৮২%

সারণি ৪.৩.৭ : জাদুঘর দেখার সাধারণ অনুভূতি *একাধিক উত্তর পাওয়া যায়

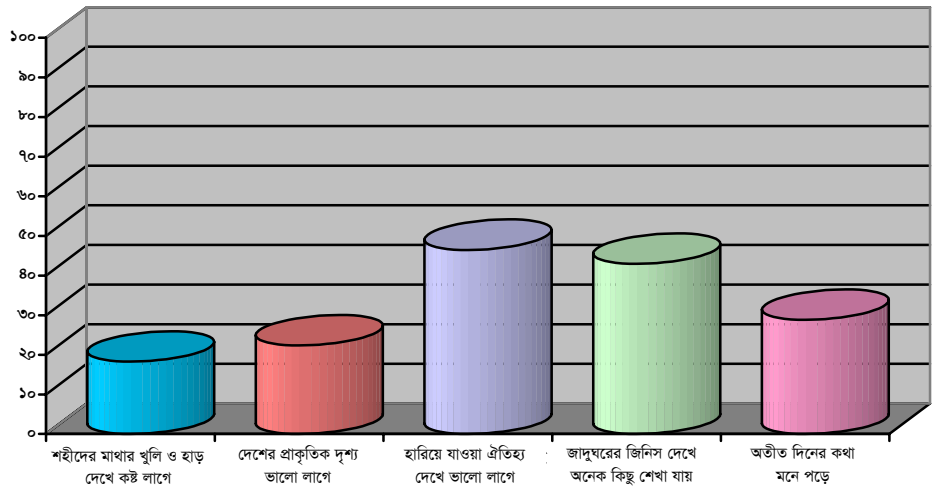

চিত্র ৪.৩.৭ : জাদুঘর দেখার সাধারণ অনুভূতি

জাদুঘর পদির্শনের পর 'জাদুঘর ঘুরে দেখে কেমন লাগল' এমন প্রশ্নের উত্তরে সর্বোচ্চ ৭৯ জন (৪৬.৪৭%) দর্শক 'হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য দেখে ভালো লাগে' বলে জানান। এর পরেই ৭৩ জন (৪২.৯৪%) দর্শক 'জাদুঘরের জিনিস দেখে অনেক কিছু শেখা যায়' বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'শহীদের মাথার খুলি ও হাড় দেখে কষ্ট লাগে' এমন উত্তরদাতার সংখ্যা ৩১ জন (১৮.২৪%) এবং 'দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য ভালো লাগে' এমন দর্শক রয়েছেন ৩৮ জন (২২.৩৫%) ।

৪৯ জন (২৮.৮২%) দর্শক 'অতীত দিনের কথা মনে পড়ে' বলে অভিমত জানান ।

সংবেদনশীল মানুষ সব সময় ঐতিহ্যের সন্ধান করেন, নিজের শিকড় খুঁজে বেড়ান । এরকম দর্শক জাদুঘর পরিদর্শনে এসেও ঐতিহ্য সন্ধান কিংবা শিকড় খুঁজে বেড়ানোর কথা বিস্মৃত হন না । জরিপ থেকে বেরিয়ে আসা এ তথ্যটির মাধ্যমে দর্শকের জাতীয়তাবোধের সেই অমোঘ চেতনারই স্মূরণ লক্ষ করা যায় ।

৪.৩.৮ : জাদুঘর পরিদর্শনার্থীদের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দেখার হার*

উত্তর/মতামত	গণসংখ্যা	উত্তরদাতা	শতকরা হার
ঐতিহাসিক নিদর্শন	১৭০	৩৭	২১.৭৬%
ভাষা আন্দোলনের স্মারক		৫২	৩০.৫৯%
মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন		১৪৩	৮৪.১২%
আগেকার দিনের জামা-কাপড়		২৫	১৪.৭১%
পুরানো খাট-পালঙ্ক		২২	১২.৯৪%
মানুষ বিক্রির দলিল		৩৭	২১.৭৬%
বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত জিনিসপত্র		৭১	৪১.৭৬%
বঙ্গবন্ধুর বসতবাড়ি		৪০	২৩.৫৩%
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ		৬৫	৩৮.২৪%
ঐতিহাসিক অস্ত্র-শস্ত্র		৫২	৩০.৫৯%
বিভিন্ন মূর্তি/ভাস্কর্য		১৭	১০.০০%
নকশিকাঁথা		১৫	৮.৮২%
হারিয়ে যাওয়া জিনিস		৫১	৩০.০০%
অনেক ধরনের যান-বাহন		৩৩	১৯.৪১%
প্রাকৃতিক দৃশ্য		২১	১২.৩৫%
বিদেশি জিনিসপত্র দেখা		১৬	৯.৪১%
মেশিনপত্র		২৭	১৫.৮৮%

সারণি ৪.৩.৮ : জাদুঘর পরিদর্শনার্থীদের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দেখার হার *একাধিক উত্তর পাওয়া যায়

Dhaka University Institutional Repository

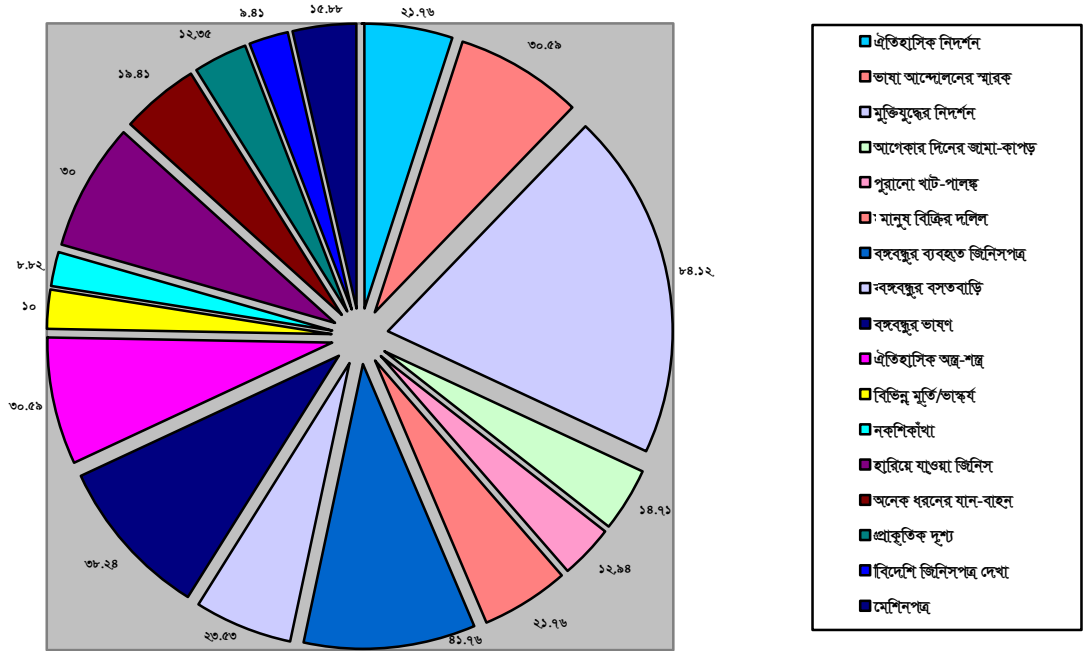

চিত্র ৪.৩.৮ : জাদুঘর পরিদর্শনার্থীদের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দেখার হার

পরিদর্শনের পর 'জাদুঘরে কী কী দেখলেন' এমন প্রশ্নের উত্তরে ১৪৩ জন (৮৪.১২%) দর্শক 'মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন' দেখার কথা জানান। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে প্রদত্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণে দাগ কাটে ৬৫ জন (৩৮.২৪%) উত্তরদাতার মনে। একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত জিনিসপত্রের প্রতি আগ্রহ বোধ করেন ৭১ জন (৪১.৭৬%) দর্শক। ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর বসতবাড়িটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন ৪০ জন (২৩.৫৩%) দর্শক।

জাদুঘরে পরিদর্শনে আসা দর্শকগণের মধ্যে ৫২ জন (৩০.৫৯%) উত্তরদাতা 'ঐতিহাসিক অস্ত্র-শস্ত্র', ৩৩ জন (১৯.৪১%) দর্শক 'অনেক ধরনের যান-বাহন', ২২ জন (১২.৯৪%) দর্শক 'পুরানো খাট-পালঙ্ক', ২৫ জন (১৪.৭১%) দর্শক 'আগেকার দিনের জামা কাপড়', ৩৭ জন (২১.৭৬%) দর্শক 'ঐতিহাসিক নিদর্শন', ১৭ জন (১০.০০%) 'বিভিন্ন মূর্তি/ভাস্কর্য', ১৫ জন (৮.৮২%) দর্শক 'নকশিকাঁথা', ৫১ জন (৩০.০০%) দর্শক 'হারিয়ে যাওয়া জিনিস', ২১ জন (১২.৩৫%) দর্শক 'প্রাকৃতিক দৃশ্য', ১৬ জন (৯.৪১%) 'বিদেশি জিনিসপত্র' এবং ২৭ জন (১৫.৮৮%) দর্শক 'মেশিনপত্র' দেখেছেন বলে জানিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'মানুষ বিক্রির দলিল' দেখে ভাবিত হয়েছেন ৩৭ জন (২১.৭৬%) উত্তরদাতা। বাঙালি জাতির একটি বড় অর্জন ভাষা-আন্দোলনের মাধ্যমে মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার। এই ভাষা আন্দোলনের স্মারক নিদর্শনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন ৫২ জন (৩০.৫৯%) উত্তরদাতা।

৪.৩.৯ : জাদুঘরে শেখার বিষয়োপকরণ*

উত্তর/মতামত	গণসংখ্যা	উত্তরদাতা	শতকরা হার
মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস	১৭০	১৪৮	৮৭.০৬%
ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা		৫৪	৩১.৭৬%
বাংলাদেশের অতীত অর্থনৈতিক অবস্থা		৩০	১৭.৬৫%
ঐতিহাসিক ঘটনা		৪৫	২৬.৪৭%
বিশ্বমনীষীদের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ		২১	১২.৩৫%
বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য		২৭	১৫.৮৮%
পুরনো দিনের কামান-গোলাবারুদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ		৪০	২৩.৫৩%
ঐতিহ্যবাহী জামদানি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ		২৯	১৭.০৬%
অন্যান্য		২২	১২.৯৪%

সারণি ৪.৩.৯ : জাদুঘরে শেখার বিষয়োপকরণ *একাধিক উত্তর পাওয়া যায়

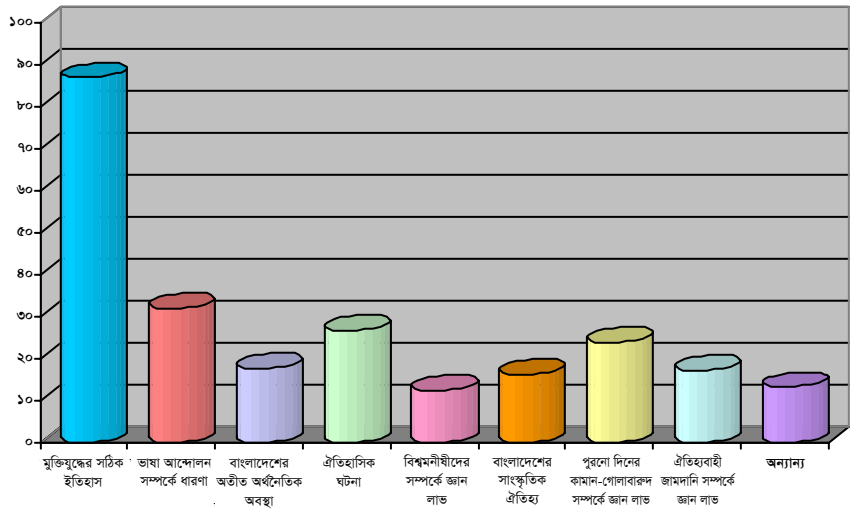

চিত্র ৪.৩.৯ : জাদুঘরে শেখার বিষয়োপকরণ

Dhaka University Institutional Repository

'জাদুঘরে এসে কী কী শিখলেন' এমন প্রশ্নের উত্তরে নির্দ্বিধায় ১৪৮ জন (৮৭.০৬%) উত্তরদাতা 'মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস' জানতে পেরেছেন বলে মত দেন। মহান ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কেও একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করেছেন বলে ৫৪ জন (৩১.৭৬%) দর্শক অভিমত দিয়েছেন।

২৯ জন (১৭.০৬%) উত্তরদাতা 'ঐতিহ্যবাহী জামদানি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ', ৪০ জন (২৩.৫৩%) উত্তরদাতা 'পুরনো দিনের কামান- গোলাবারুদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ', ২৭ জন (১৫.৮৮%) উত্তরদাতা 'বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য', ২১ জন (১২.৩৫%) উত্তরদাতা 'বিশ্বমনীষীদের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ' ৩০ জন (১৭.৬৫%) দর্শক 'বাংলাদেশের অতীত অর্থনৈতিক অবস্থা', ৪৫ জন (২৬.৪৭%) উত্তরদাতা 'ঐতিহাসিক ঘটনা' থেকে জ্ঞান লাভ করেছেন বলে স্বীকার করেন এবং ২২ জন (১২.৯৪%) উত্তরদাতা উল্লিখিত নিদর্শনের বহির্ভূত জাদুঘরে উপস্থাপিত নানাধরনের নানামাত্রিক নিদর্শন দেখে জ্ঞান লাভ করেন বলে অভিমত দেন।

৪.৩.১০ : জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা*

উত্তর/মতামত	গণসংখ্যা	উত্তরদাতা	শতকরা হার
অনেক অজানাকে জানতে পারা	১৭০	৯০	৫২.৯৪%
অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া		৬৭	৩৯.৪১%
বিনোদনের অনেক উপাদান বিদ্যমান		৮০	৪৭.০৬%
ইচ্ছে করলে অনেক কিছু শেখা যায়		৭২	৪২.৩৫%
দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া		৯১	৫৩.৫৩%
অন্যান্য		১৭	১০.০০%

সারণি ৪.৩.১০ : জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা *একাধিক উত্তর পাওয়া যায়

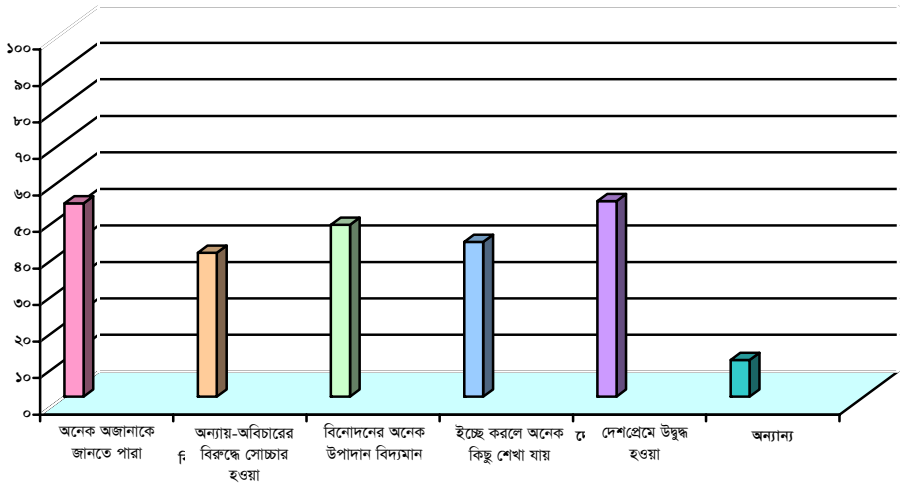

চিত্র ৪.৩.১০ : জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা

Dhaka University Institutional Repository

জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে ৯০ জন (৫২.৯৪%) উত্তরদাতা 'অনেক অজানাকে জানতে পেরেছেন' বলে অভিমত দিয়েছেন। 'দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ হওয়া'র কথা বলেছেন তারচেয়েও বেশি ৯১ জন (৫৩.৫৩%) দর্শক।

'ইচ্ছে করলে অনেক কিছু শেখা যায়' বলেছেন ৭২ জন (৪২.৩৫%) দর্শক, 'অন্যায়-অবিচাররের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া'র পক্ষে ৬৭ জন (৩৯.৪১%), বিনোদনকে প্রাধান্য দিয়েছেন ৮০ জন (৪৭.০৬%) এবং অন্যান্য বিষয়ে মতামত দিয়েছে ১৭ জন (১০.০০%) দর্শক।

৪.৩.১১ : জাদুঘর দেখার দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া*

উত্তর/মতামত	গণসংখ্যা	উত্তরদাতা	শতকরা হার
দেখার আগে কৌতূহল ছিলো, দেখার পর আরও বেড়েছে	১৭০	৭৯	৪৬.৪৭%
সবারই জাদুঘর পরিদর্শন করা উচিত		১৬১	৯৪.৭১%
অনেক ভালো লাগে		১০১	৫৯.৪১%
অনেক কিছু শেখা যায়		৭৭	৪৫.২৯%
সমাজে নারীদের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়		৪০	২৩.৫৩%
অন্যান্য		১৪	৮.২৪%

সারণি ৪.৩.১১ : জাদুঘর দেখার দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া *একাধিক উত্তর পাওয়া যায়

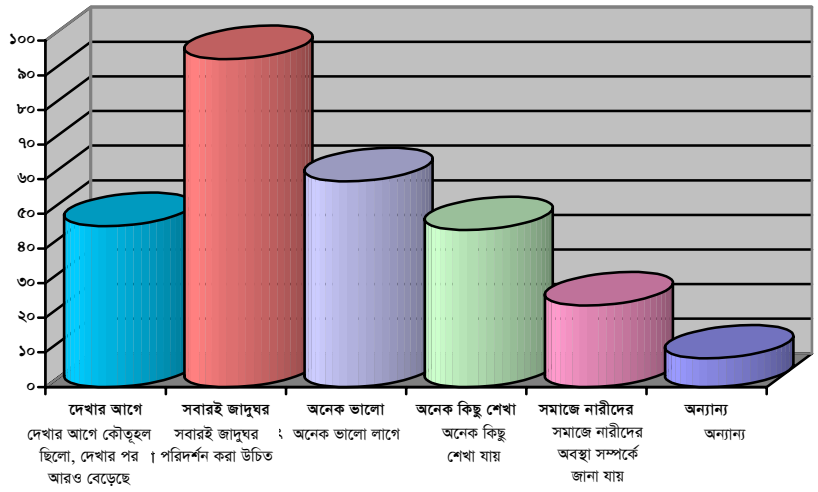

চিত্র ৪.৩.১১ : জাদুঘর দেখার দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া

Dhaka University Institutional Repository

'জাদুঘর দেখার আগে এবং দেখার পরে আপনার অনুভূতি কী' এমন প্রশ্নের জবাবে জাদুঘর পরিদর্শনে আসা সাক্ষাৎকারদাতা দর্শকদের মধ্যে ১৬১ জন (৯৪.৭১%) উত্তরদাতা মনে করেন 'সবারই জাদুঘর পরিদর্শন করা উচিত'। জাদুঘর পরিদর্শনকে ইতিবাচক হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, জাদুঘর দেখে তাদের ভাল লেগেছে এমন উত্তরদাতা দর্শক ১০১ জন (৫৯.৪১%)।

জাদুঘর 'দেখার আগে কৌতূহল ছিল, দেখার পর আরও বেড়েছে' এমন উত্তরদাতা দর্শকসংখ্যা ৭৯ জন (৪৬.৪৭%)। জাদুঘর একটি শিক্ষামূলক জায়গা এমন ধারণা ৭৭ জন (৪৫.২৯%) দর্শকের; সমাজে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে গভীরতর পাঠ নিয়েছেন ৪০ জন (২৩.৫৩%) উত্তরদাতা দর্শক।

এর বাইরেও জাদুঘর পরিদর্শনে আসা ১৪ জন (৮.২৪%) উত্তরদাতার মনে আরও অনেক ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলে অকপটে জানিয়েছেন।

৪.৩.১২ : জাদুঘর পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা

উত্তর/মতামত	গণসংখ্যা	উত্তরদাতা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৭০	১৬৬	৯৭.৬৫%
না		০	০.০০%
মন্তব্য নেই		৪	২.৩৫%

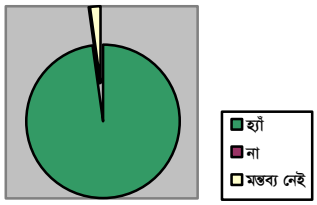

সারণি ৪.৩.১২ : জাদুঘর পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা

'সবার কি জাদুঘর দেখা উচিত' এমন প্রশ্নের উত্তরে ১৬৬ জন (৯৭.৬৫%) উত্তরদাতা জাদুঘর পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন এবং ৪ জন (২.৩৫%) উত্তরদাতা কোনরূপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন।

৪.৩. ১৩ : জাদুঘর পরিদর্শনের যৌক্তিকতা

উত্তর/মতামত	গণসংখ্যা	উত্তরদাতা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৭০	১৭০	১০০%
না		০	০.০০%

সারণি ৪.৩.১৩ : জাদুঘর পরিদর্শনের যৌক্তিকতা

Dhaka University Institutional Repository

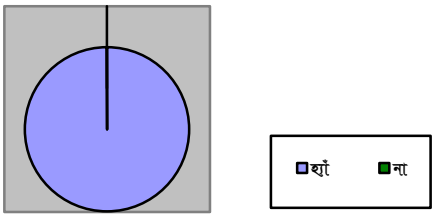

চিত্র ৪.৩.১২ : জাদুঘর পরিদর্শনের যৌক্তিকতা

'জাদুঘরে এসে যা যা দেখলেন এবং যা যা শিখলেন এগুলো কি অন্যদের কাছে তুলে ধরবেন' এমন প্রশ্নে শ্রেণি-শিক্ষা-বয়স নির্বিশেষে সবাই একবাক্যে অবশ্যই জাদুঘর দেখতে আসা উচিত বলে মন্তব্য করেন ।

৪.৩. ১৪ : জাদুঘর পরিদর্শনার্থীদের প্রত্যাশা*

উত্তর/মতামত	গণসংখ্যা	উত্তরদাতা	শতকরা হার
নতুন নতুন নিদর্শন দেখা	১৭০	৮৭	৫১.১৮%
পরিদর্শনের ক্লান্তি শেষে বিশ্রাম		৩৩	১৯.৪১%
স্বল্প মূল্যে খাবার ব্যবস্থা		৫৫	৩২.৩৫%
শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখা		৯৮	৫৭.৬৫%
বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখা		৪৯	২৮.৮২%
নিদর্শনের ছবি তোলা		৯৩	৫৪.৭১%
ভয়-ভীতি মুক্ত পরিবেশ		২৭	১৫.৮৮%
মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীদে উপযুক্ত বিচারের খবর জানা		৩২	১৮.৮২%

সারণি ৪.৩.১৪ : জাদুঘর পরিদর্শনার্থীদের প্রত্যাশা *একাধিক উত্তর পাওয়া যায়

Dhaka University Institutional Repository

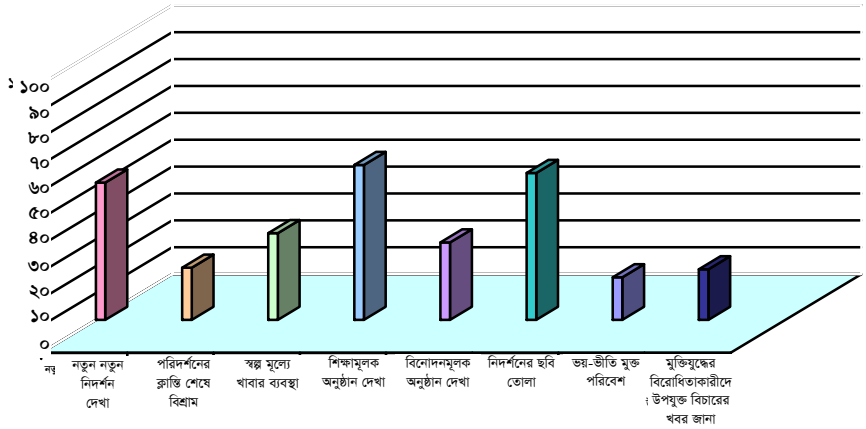

চিত্র ৪.৩.১৩ : জাদুঘর পরিদর্শনার্থীদের প্রত্যাশা

মানুষের জানার যেমন কোনো শেষ নেই, শেখার যেমন কোনো শেষ নেই- তেমনি জাদুঘর পরিদর্শনার্থী দর্শকদের প্রত্যাশারও শেষ নেই। 'ভবিষ্যতে জাদুঘরে আর কী কী দেখতে চান' এমন প্রশ্নের উত্তরে জাদুঘর পরিদর্শনে নতুন নতুন নিদর্শন দেখে পরিতৃপ্ত হতে চান এমন উত্তরদাতা ৮৭ জন (৫১.১৮%) দর্শক; সবচেয়ে বেশি ৯৮ জন (৫৭.৬৫%) উত্তরদাতা দর্শক জাদুঘরের নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। জাদুঘর পরিদর্শনে আসা ৯৩ জন (৫৪.৭১%) দর্শক জাদুঘরের উপস্থাপিত নিদর্শনের ছবি তুলে রাখতে চান; পরিদর্শনের ক্লান্তি শেষে মানসম্মত বিশ্রাম স্থানের প্রত্যাশা করেন ৩৩ জন (১৯.৪১%) দর্শক এবং এই অঙ্গনেই স্বল্পমূল্যে খাবার পেতে চান ৫৫ জন (৩২.৩৫%) উত্তরদাতা।

বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা বিরোধিতাকারীদের উপযুক্ত বিচারের খবর জানতে চান ৩২ জন (১৮.৮২%) দর্শক এবং ভয়-ভীতিমুক্ত পরিবেশে জাদুঘর পরিদর্শন করতে চান ২৭ জন (১৫.৮৮%) উত্তরদাতা। বিনোদন প্রাত্যহিক জীবনেরই একটি অংশ হিসেবে ৪৯ জন (২৮.৮২%) উত্তরদাতা দর্শক মনে করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

গবেষণার ফলাফল

ক. বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত অন্যতম তথ্য অনুষঙ্গ হলো জাদুঘরে প্রদর্শিত নিদর্শনসমূহের আধেয় বিশ্লেষণলব্ধ ফলাফল। যেসব নিদর্শন জাদুঘর দর্শনার্থীদের মনকে বেশি আলোড়িত করে এবং একাত্মতাবোধে আবিষ্ট করে তেমন বৈশিষ্ট্যসম্বলিত নিদর্শনের আলোকে প্রাপ্ত ফলাফল সংক্ষেপে এ অংশে তুলে ধরা হলো :

- মধ্যযুগের দাস প্রথার গুরুত্বপূর্ণ দু'টি দলিলের নিদর্শন পাওয়া যায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহ থেকে। বাংলা ১২১৪ ও ১২১৫ সনে মানুষ বিক্রি সংক্রান্ত একটি দলিলে নিজের কন্যাকে বিক্রি করা হয় ১৩ টাকা রোপ্য মূল্যে। অপর একটি দলিলে পরিবারের স্বামী-স্ত্রী ও দু'সন্তানসহ ৪ জনের সাড়ে তিন টাকা সিক্কা বিনিময়ে আত্মবিক্রির অঙ্গীকারপত্র পাওয়া যায়। উল্লিখিত নিদর্শন দুটি দেখে দর্শকগণ দাস ব্যবসা, মধ্যযুগীয় সমাজ-মানস কাঠামো এবং একই সঙ্গে হাল আমলের সমাজ ও সংস্কারের মননগত রূপান্তর সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন ;

- বাংলা জনপদের বীরত্বগাঁথা এবং গৌরবোজ্জ্বল উত্তরাধিকারের স্মারকরূপে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ও টিপু সুলতানের ঐতিহাসিক দু'টি তরবারি নিদর্শন মেলে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার ব্যবহৃত তরবারি 'ফিরাঙ্গী' এবং টিপু সুলতানের তরবারি 'তলোয়ার' অস্ত্র-শস্ত্র বিষয়ে ধারণালাভে-উৎসুক দর্শকদের বিশেষ আকর্ষণের প্রতি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ দু'টি নিদর্শন। এ দু'টি নিদর্শনের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক বেনিয়া শক্তির বিপরীতে দেশপ্রেমিক সূর্যসন্তানদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও ট্রাজেডি সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মের প্রতিনিধি দর্শকগণ গভীরভাবে কাল পরিক্রমাকে উপলব্ধি করতে এবং তা থেকে শিখন-যোগাযোগ আয়ত্ত করতে সক্ষম হন।

- বাঙালি ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের বহুমাত্রিক উপাদান ও অনুষঙ্গের মধ্যে পরিবাহী একটি বিশেষ উপকরণ হচ্ছে 'রিকশা'। সমসাময়িক নানা ঘটনা ও সামাজিক রূপান্তরের দৃশ্য-চিত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় রিকশার বৈচিত্র্যময় অঙ্কন শিল্পের

Dhaka University Institutional Repository

নিদর্শন থেকে। দেশের ঐতিহ্যময় ও ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ তাৎপর্যবহ এই নিদর্শনটি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের অপূর্ব একটি শিখন উপকরণ।

- ১৯৫৮ সালে ভাস্কর নভেরা আহমেদ 'মা ও শিশু' শীর্ষক একটি আধুনিক ভাস্কর্য তৈরি করেন। ভাবনায়, বিষয়বস্তু চয়নে এবং উদ্ভাবনে তিনি সৃষ্টি করলেন ভাস্কর্যকলার নতুন এক নতুন যুগ। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সম্মুখ প্রাঙ্গনে বাগানবেষ্টিত সবুজ লনে খোলা আকাশের নিচে প্রদর্শিত 'মা ও শিশু' নামের ভাস্কর্যটি দেখে দর্শক জানতে পারেন এদেশেরই একজন নারী ভাস্কর নভেরা আহমেদ নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও কেমন করে এই আধুনিক স্থাপত্যকলা সৃষ্টি করে এ শিল্প মাধ্যমে পথিকৃতের মর্যাদা পেয়েছেন ;

- বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রামের সফল পরিণতিতে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তি পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের টেবিলটি মুক্তিযুদ্ধের সংকট-উত্তর বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার অনুকূলে যোগাযোগের একটি অনন্য উপকরণ–যা জাতীয় যাদুঘরের ৩৮ নম্বর গ্যালারিতে সংরক্ষিত রয়েছে। টেবিলটি দেখতে সাধারণ মানের হলেও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম ;

- নকশি কাঁথা কেবল কোন কাঁথা নয়– এটি গল্পগাথা। আবহমানকাল থেকে বাংলার নারীরা অনেক যত্ন ও মমতায় সুই সূতা দিয়ে এ কাঁথা তৈরি করেন। এর রঙ ও নকশার বুনটে শিল্পীর চিন্তা ও আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এ কাঁথা দর্শনে দর্শকমনে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সেতুবন্ধন তৈরি হয় ;

- ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ভাষা শহীদ শফিউরের রক্তমাখা কোট-শার্ট ও জুতা ৫২'র ভাষা আন্দোলের প্রতিচ্ছবির মাধ্যমে দর্শকগণ অনন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হন। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম সোপান। ৫২'র ভাষা আন্দোলনে শহীদের আত্মত্যাগের মহান গৌরবের ভাগীদার হিসেবেও দর্শক গর্বিত হন;

- ঢাকাই মসলিন বস্ত্র জগৎ বিখ্যাত ছিল। আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে শাসক শ্রেণির মধ্যে মসলিন শাড়ি ব্যবহার লক্ষণীয়। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এই শিল্পের চাহিদা এবং বাজারও বিস্তৃত ছিল। অপরদিকে এই এই মসলিন তৈরির কারিগররা শ্রমের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন চিরকাল। অনেকের মতে মসলিন শিল্প ধ্বংসের এটিও একটি বড় কারণ। মসলিন শাড়ি শাসকশ্রেণি এবং শোষিত শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

পরস্পরবিরোধী অবস্থানকে তুলে ধরার নানা তথ্য দর্শককে আজও প্রশ্নবিদ্ধ করে ; বাঙালির এ কীর্তি যোগাযোগের অনন্য স্মারক;

- বাংলাদেশের 'সুন্দরবন' World Heritage-এর অন্তর্ভুক্ত প্রাকৃতিক ঐতিহ্য। বর্তমান বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে 'সুন্দরবন' -এর জীববৈচিত্র্যের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। এ ধরনের অনন্য প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে ডিওরামায় প্রতীকীভাবে গাছপালাসহ পাখি, বাঘ ও হরিণের আবাসস্থলের বাস্তবধর্মী পরিবেশ তৈলচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে করে দর্শক সুন্দর বনে সশরীরে উপস্থিত না হয়েও এর প্রাকৃতিক শোভা এবং জীববৈচিত্র্য দর্শনে মুগ্ধ হন। সুন্দরবনের ঐতিহ্য রক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করেন ;

- পঞ্চাশের দশকে ভারতবর্ষে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন দুর্ভিক্ষের ওপর অনেকগুলো স্কেচ অঙ্কন করেন। এই স্কেচগুলো দেখার মধ্য দিয়ে দর্শক শিল্পকলার নান্দনিক দিক এবং দুর্ভিক্ষের হাহাকার অনুভব করেন এবং অন্যান্য অনুষঙ্গ খুঁজে বেড়ান ;

- অভিজাত শ্রেণির আভিজাত্যের একটি প্রতীক ছিলো খড়ম। বিলুপ্ত প্যায় এই নিদর্শনটিতে অঙ্কিত নন্দনকলার ব্যবহার দর্শককে মুগ্ধ করে ; শেকড়ের সন্ধানে আগ্রহী করে তোলে ;

- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত পালঙ্কটিতে খোদাইকরা পালঙ্কটিতে খোদাইকরা তরঙ্গায়িত ফুল ও লতাপাতার নকশা আরবি এবং নারী মূর্তির অলঙ্করণে গ্রিক স্থাপত্যকলার রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলার লোকায়ত শৈলীতে হরিণ ও পশু-পাখির অবয়ব অঙ্কিত। অভিজাত শ্রেণি অর্থাৎ জমিদারদের বিলাসবহুল জীবনের কল্পলোকের দিক উন্মুচন করে এই পালঙ্কটি। এতে শিল্প ও কল্পলোকের মেলবন্ধন লক্ষ করা যায় ;

- ১৮ এপ্রিল ১৯৭১ কলকাতায় বাংলাদেশ মিশনের পতাকাটি উত্তোলন করা হয়। ভারতবর্ষসহ সমগ্র বিশ্বে এই পতাকা উত্তোলনের সংবাদ ও ছবি রেডিও, টেলিভিশনের প্রচার করা হয়েছিল। ১৯৭১-এর ৯ মাস প্রতিটি স্বাধীনতা প্রেমি বাঙালির মধ্যে সাহস সঞ্চার করেছিল এই পতাকাটি। বাংলাদেশ মিশনে উত্তোলিত এই পতাকাটি আমাদের গৌরবময় ইতিহাসকে ধরে রেখেছে। একইসঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবেও নিদর্শনটির ভূমিকা তাৎপর্যময় ;

Dhaka University Institutional Repository

- মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপিত পীড়নযন্ত্রটি পাকিস্তানি বাহিনীর নিষ্ঠুরতার পরিচয় বহন করে চলছে। হানাদার বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিকামী বাঙালি এবং দৃঢ়চেতা মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিকভাবে পর্যুদস্ত করে দেওয়ার জন্যই মূলত চরম নিষ্ঠুরতার প্রতীক এই পীড়নযন্ত্রটি ব্যবহার করতো। প্রদর্শিত পীড়নযন্ত্রটি একদিকে যেমন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পীড়নকৌশল ও প্রস্তুতির পরিসরকে মনে করিয়ে দেয় তেমনি একইসঙ্গে তা তাদের মানসিক অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভয়াবহতাকেও তুলে ধরার একটি বিশেষ শিখন-নিদর্শন;

- নদীমাতৃক বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের একটি অনন্য নিদর্শন হলো নৌকা। বিচিত বৈশিষ্ট্য সম্বলিত নৌকা বাংলাদেশের পরিবহন মাধ্যম এবং বাঙালি জীবনের জীবিকার অনবদ্য একটি যোগাযোগ উপকরণ ;

- ঢাকার ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বসত বাড়িটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনসহ অসংখ্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু এবং একটি জাতির নতুন ইতিহাস রচনার সূতিকাগার হিসেবে স্বীকৃত। এই বাড়িটিতেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে কতিপয় নরপশু বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বাড়িটিকে অবিকৃত রেখে ১৯৯৪ সালের ১৪ জাদুঘর হিসেবে উদ্বোধন করা হয়। একটি সাধারণ তিনতলা বাড়ি। সোনা-রুপায় মোড়ানো আহামরি কিছু নয়। এমন একটি বাড়িতে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বসবাস করেছেন ভেবে বর্তমান প্রজন্মের দর্শকমাত্রই এক ধরনের নৈকট্য অনুভব করেন। নিত্যদিনের ব্যবহার্য অতি সাধারণ উপকরণও সেই নৈকট্যকে আরও নিবিড় এবং গভীরভাবে সংবেদনশীল করে তোলে ;

- ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রমনার রেসকোর্স ময়দানে যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন সেটিই ৭ই মার্চের ভাষণ হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেছে। ৭ই মার্চের তুঙ্গ মুহূর্তে এদেশের সকল মানুষের ক্রোধ-ক্ষোভ-আশা আকাঙক্ষা সবই তাদের শিখরবিন্দু স্পর্শ করে যা ১৯ মিনিটের বজ্রকণ্ঠের ভাষণটিতে। একটি আলোকচিত্র কেমন করে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে তা দর্শক প্রবলভাবে উপলব্ধি করেন। অডিও এবং ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে তা আরও আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই ভাষণটিকেই গণ্য করা হয় বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নের স্বাধীনতা ও মুক্তির সোপান হিসেবে যা এদেশের স্বাধীনতার ঊষালগ্নের সঙ্গে দর্শকমনে সফল যোগাযোগ ঘটে;

Dhaka University Institutional Repository

- ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উপহার দেওয়ার জন্য একটি সম্মাননাপত্র এবং একটি ক্রেস্ট তৈরি ছিলো। কিন্তু কতিপয় বিপদগামী নরপশু তাঁকে সপরিবারে হত্যা করলে সেই ট্র্যাজেডির অন্যতম নিদর্শনস্বরূপ সম্মাননাপত্র ও ক্রেস্টটি জনগণের অগোচরেই থেকে যায়। বর্তমানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরে প্রদর্শিত ঐতিহাসিক সম্মাননাপত্র ও ক্রেস্টটি তখনকার বাস্তবতার বিপরীতমুখি প্রবণতা দর্শককে প্রশ্নবিদ্ধ করে। পাশাপাশি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত মানপত্রটি সর্বসাধারণের কাছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ও মর্যাদাকে সুস্পষ্ট করে ;

- বঙ্গবন্ধুর ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে ধূমপানের পাইপটি বিশিষ্ট। বিশিষ্ট এ কারণে যে, অতি সাদামাটা জীবন যাপনের মাঝেও সৌখিন বঙ্গবন্ধুর পরিচয় মেলে। এই পাইপ যদিও জননেতা, গণমানুষের নেতা বঙ্গবন্ধুর নিজের ক্রয়কৃত নয়– শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে প্রাপ্ত। এখানেও বঙ্গবন্ধু দর্শক মানসপটে নবমাত্রায় উদ্ভাসিত হন। পাইপ ঠোঁটে বঙ্গবন্ধুর একটি পরিচিত রূপও বটে।

- ধানমণ্ডির নিজ বাড়ির সিঁড়িতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর নিথর রক্তাক্ত দেহ দীর্ঘ সময় পড়েছিল। সিঁড়ির নির্বাচিত এই অংশটি দেখে বঙ্গবন্ধু জাদুঘর পরিদর্শনে আসা সকল দর্শক-মনে এই সিঁড়িটি গভীর মমতা এবং একইসঙ্গে প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্ষোভ মেশানো অভিব্যক্তি সঞ্চারিত হয়। বিষাদগ্রস্ত দর্শক ঘাতকদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন ;

- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রবেশ পথে একটি পুরানো গাড়ি দেখে প্রথমে দর্শক বিরক্ত হন। গাড়িটিকে নিদর্শন হিসেবে বুঝতে পেরে আগ্রহবোধ করেন। শহীদ বুদ্ধিজীবী ডাঃ ফজলে রাব্বি সম্পর্কে জানার প্যাশাপাশি গাড়িটির বৈধ কাগজপত্র এবং নম্বর প্লেটের খোঁজ করেন। প্রত্যাশিত তথ্য না পেয়ে দর্শকের অতৃপ্তি থেকে নানা প্রশ্নের উদ্রেক হয় ;

- মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র ছিল না। দেশটির পররাষ্ট্রনীতি ছিলো বাংলাদেশের বিপক্ষে। কিন্তু ঢাকায় কর্মরত তৎকালীন মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চাও কে ব্লাড পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার তীব্র নিন্দা জানান। জাদুঘরে আর্চান ব্লাডের সেই টেলিস্কোপ দেখে প্রদর্শিত দর্শক যুক্তরাষ্ট্রের সে সময়ের এবং বর্তমান ভূমিকার দ্বৈতরূপ কূটনৈতিক যোগাযোগ সম্পর্কে অবহিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদর্শিত রেডিও রিসিভারটি ব্যবহার করে পৃথিবীর বিভিন্ন বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত খবর মনিটরিং করে উল্লেখযোগ্য খবরগুলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নিয়মিত প্রচার করা হতো। মুক্তিযুদ্ধে জনমত গঠন ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা যোগাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করা এই রেডিও রিসিভারটির মাধ্যমে সেই সময়ের গণযোগাযোগের একটি শক্তিশালী প্রেক্ষাপট তুলে ধরে ;

- জাদুঘরে প্রদর্শিত মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন প্রচারপত্র প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা মুক্তিযুদ্ধকালে তৈরি সাইক্লোস্টাইল মেশিনটি দর্শককে আজও কৌতূহলী করে তোলে এবং সেই সময়ের মুদ্রণ সম্পর্কেও দর্শক অবহিত হন ;

- পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী বিহারী ও আলবদর, রাজাকার, আলশামসদের পরিচালিত হত্যাযজ্ঞের ফলে একাত্তরে রাজধানীর মিরপুরের সমগ্র এলাকা বধ্যভূমিতে পরিণত হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদর্শিত মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনের 'ডি' ব্লকে নুরী মসজিদ সংলগ্ন এলাকা এবং মিরপুর ১০ নম্বর সেকশনের পরিত্যক্ত পাম্প হাউজ (জল্লাদখানা নামে সুপরিচিত) দুটি বধ্যভূমি থেকে প্রাপ্ত ৭০টি মাথার খুলিসহ ৫৩৯২টি হাড় দর্শক মনে ৭১ এর গণহত্যা বীভৎস চিত্র ফুটে ওঠে। দর্শক '৭১ -এর নৃশংস বর্বরতার সেই নিদর্শন আজও প্রত্যক্ষ করেন।

খ. বর্তমান গবেষণার গুণাত্মক তথ্য-সংগ্রহ পদ্ধতি অবলম্বনে যাঁদের কাছ উপযুক্ত তথ্য আছে এমন ছ'জন বিশিষ্টজন থেকে নিবিড় সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে যেরূপ তথ্য-উপাত্ত পাওয়া গেছে তা এ অংশে তুলে ধরা হলো :

- জাদুঘেরের সাথে দর্শকের যোগাযোগ সম্পর্ক এককথায় সরাসরি, প্রত্যক্ষ ও ইতিবাচক;

- জাদুঘর হলো একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরার এমন একটি স্থাপনা যেখানে সাধারণ মানুষ বা দর্শকদের সঙ্গে নিদর্শনযোগ্য বস্তুর মধ্য দিয়ে সরাসরি যোগাযোগ সম্পর্ক তৈরি হয়, যেখানে দর্শকবৃন্দ নিদর্শন দেখে ও শিখে কিছুটা জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করার পাশাপাশি নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হন;

- জাদুঘর এমন একটি তাৎক্ষণিক ফলাবর্তনমূলক উন্মুক্ত ক্ষেত্র যেখানে উপস্থাপিত নিদর্শন সম্পর্কে দর্শকরা তাৎক্ষণিক প্রশ্ন করতে এবং উত্তর পেতে পারেন। এমনকি

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমেও আজকাল জাদুঘর ভিজিট করাসহ অনুরূপ ফলাবর্তনমূলক যোগাযোগ সম্পর্ক রাখা সম্ভব হচ্ছে।

- জাদুঘরের একধরনের নীরব শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে থাকে; বিশেষ করে বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরের ভূমিকা তেমনই;

- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে অত্যন্ত মূল্যবানসব নিদর্শন আছে যেসব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের মধ্যে পরিগণিত;

- জাদুঘরে অতীতকে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরা অব্যাবশ্যক। বিশেষ করে অতীতকে সঠিকভাবে তুলে ধরা হলে সমাজ-জাতি উপকৃত হয়, এগিয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় জীবন-চরিত্র বুঝানোার জন্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনগুলোকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা খুবই জরুরি। যেমন: বস্তুর নিদর্শন এবং বিভিন্ন রকম উপস্থাপনায় বাঙ্গালীর হাজার বছরের ইতিহাস – বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ভাষা আন্দোলনের গৌরবদীপ্ত ইতিহাস – এসব অতীতকে রাষ্ট্রীয় পরিচিতির স্মরক হিসেবে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা জরুরি।

- বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তি ও পরিবর্তিত যোগাযোগ মাধ্যমের সুবাদে ভার্চুয়াল মিউজিয়ামের (Virtual Museum) আবির্ভাব ও আবশ্যকতা লক্ষ করা যায়। তদুপরি, প্রচলিত জাদুঘরের প্রত্যক্ষ পরিদর্শন ও যোগাযোগ শিখনের প্রয়োজন থেকেই যাবে ;

- নিদর্শন থেকে জ্ঞানচর্চার অনন্য সুযোগ তৈরি করে যাদুঘর; আমাদের অতীত, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের সৃজনশীলতা – এগুলোকে আমরা মনে ধরে রাখতে পারি বলে এসব মূলত কাজের শিক্ষা ও যোগাযোগমূলক জ্ঞান;

- জাদুঘরের দর্শনার্থী মূলত তিনিই যিনি সেটা দেখতে আসেন; যে ধরনের নিদর্শন তিনি দেখেন সেটা তার মনে আটকে যায় এবং এই আটকে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে একটা যোগাযোগ ও শিক্ষার সমন্বয় ঘটে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

- জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে জাদুঘরের জ্ঞানসম্পদের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় অবদান খুবই প্রয়োজন;

- জাদুঘরের নিদর্শন-স্মৃতি বিশ্বব্যাপী মানুষের সৃষ্টিকর্মকে দর্শনার্থীদের কাছে শিখন যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে;

- শিক্ষার্থীদের জাদুঘর পরিদর্শন করতে যাওয়ার বিষয়টা এখন বহুলাংশেই শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে ;

- জাদুঘর মূলত ইংরেজদের প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতায় এ দেশে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ;

- একটা দেশের জন্য, একটা জাতির জন্য জাদুঘর খুবই জরুরি। ঐতিহাসিক চুক্তিপত্র, নথিপত্র, গুরত্বপূর্ণ দলিলপত্র রাষ্ট্রের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা রাষ্ট্রের চলার জন্য – রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের জন্য, বিশেষ প্রয়োজন ;

- মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে রাজা টলেমি সটার জাদুঘরের সূচনা করেন। তখন জাদুঘরের ধারণা তেমন স্পষ্ট হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার এবং নিদর্শনবস্তুর একত্র অবস্থান ছিল তখন। পরে এগুলো আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠে। কিন্তু রেনেসাঁ যুগের ফ্লোরেন্সে একটি সংগ্রহকে বোঝাতে মিউজিয়াম শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়;

- জাদুঘরের একটা প্রধান কাজ মানুষকে অভিভূত করা, ঘোরের মধ্যে রাখা। সে ঘোর বিস্ময়করতার, সে ঘোর আনন্দের। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে উপস্থাপিত **১৯৭১** সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের নানা নিদর্শন পরিদর্শনের মাধ্যমে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম গণহত্যাযজ্ঞের নানা আলামত দেখে দর্শকের বুক হাহাকারে বিদীর্ণ হয়। পৈশাচিক হত্যায় মেতে ওঠা পাকবাহিনীর সঙ্গে এদেশীয় কতিপয় নষ্ট-ভ্রষ্ট বাঙালিও জড়িত – এই বোধে সাধারণ দর্শকের গভীর মর্মপীড়া তাকে বেদনাসিক্ত এক ঘোরের মধ্যে রাখে;

- বর্তমান বিশ্বে জাদুঘরের কর্মকাণ্ড ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেলেও বিশ শতকের শেষলগ্নে জাদুঘরের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। এর পক্ষে-বিপক্ষে যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি হয়। কিন্তু সংবাদপত্র, ই-মেইল, ইন্টারনেট, কম্পিউটার এমনকি ভার্চুয়াল মিউজিয়াম দর্শন

Dhaka University Institutional Repository

কোনো কিছুই জাদুঘরের বিকল্প হতে পারে নি। কারণ একটি নিদর্শন বস্তুর নিজস্ব গুণের জন্যই মিউজিয়াম টিকে আছে এবং টিকে থাকবে;

- আধুনিক জাদুঘরে প্রাকৃতিক ইতিহাসের উপাদান, জাতিতত্ত্ব ও বিশ্বসভ্যতার উপাদান, প্রত্ননিদর্শন ইত্যাদি নানামাত্রিক নিদর্শনবস্তু উপস্থাপিত হয়। অতীতে এ সকল নিদর্শনসমূহকে জড় বা মড়া হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। কিন্তু বর্তমানে নিদর্শনগুলোকে জীবন্ত করে উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপিত নিদর্শনসমূহের নান্দনিক পরিবেশনায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জাদুঘরে পুরো পৃথিবীরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ পাওয়া সম্ভব। এই জন্য জাদুঘরকে Miniature of Worldও বলা যায়;

- শহরের নিচু, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং গ্রামের মানুষ প্রধানত দেখতে আসেন। প্রভাবশালী ও সচ্ছল পরিবারের সদস্যরা জাদুঘর দেখতে আসেন না। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে এই চিত্রটা ভিন্ন;

- সংস্কৃতি চর্চায় আবেগ ও আত্মতৃপ্ত থাকলেও নিরেট-ইতিহাসবোধ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষাটা লাভ করা যায় জাদুঘর পরিদর্শনের মাধ্যমেই;

- একজন সংবেদনশীল ঐতিহ্যপ্রেমিক ও সুস্থ মানুষ কোনো জাদুঘরে ঢোকার আগে যে মানুষ হিসেবে ঢোকেন – জাদুঘর পরিদর্শন শেষে তিনি বেরিয়ে আসেন রূপান্তরিত আরও উন্নত চেতনার অন্য মানুষ হিসেবে;

- প্রাকৃতিক ইতিহাস ও বিজ্ঞান জাদুঘরে Interactive Dispaly অথবা বিস্তৃত অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় বিভিন্ন ধারণা বা আইডিয়ার সঙ্গে খুব কম নিদর্শনবস্তু রেখে দর্শকের মননক্রিয়া ও দেখার অভিজ্ঞতাকে উদ্দীপ্ত করা হয়। ব্যাখ্যা কম করে বিবেচনার ভার দর্শকের বোধের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়;

- জাদুঘরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং চলমান প্রক্রিয়াটি হলো নিয়ত নিত্য-নতুন নিদর্শন সংগ্রহ করা। স্থায়ী প্রদর্শিত নিদর্শনের পাশাপাশি অস্থায়ী বিশেষ প্রদর্শনী দর্শকের রুচি ও চেতনাবোধকে নতুন মাত্রায় দীক্ষিত করে ;

- জাদুঘর সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার মাধ্যমে বর্তমানের সঙ্গে একটি যোগসূত্র তৈরি করে। মোদ্দা কথা, অতীত ও বর্তমান সংস্কৃতির সেতুবন্ধন হিসেবে জাদুঘর কাজ করে;

Dhaka University Institutional Repository

- জাদুঘর থেকে দর্শনার্থীদের কোন কিছু শেখা নির্ভর করে তার বয়স, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর। তারচেয়ে বড় কথা দর্শকের মানসিক গঠন, দেশপ্রেম, নৈতিক-প্রবণতা ইত্যাদি প্রত্যয়গুলোও সমানভাবে প্রযোজ্য;

- সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে জাদুঘরের ভূমিকা অসাধারণ। কারণ জাদুঘর একটি জাতির ঐতিহ্যের প্রতীক ; যা জাতিকে সম্মুখে এগিয়ে নেওয়ার প্রেরণা যোগায়;

- জাদুঘর পরিদর্শনের ফলে দর্শনার্থীর মনে অবশ্যই প্রভাব ফেলে। সে নিজের সঙ্গে অতীতের অর্থাৎ আত্মপরিবর্তনের সন্ধান করে – নিজের শেকড় খুঁজে বেড়ায়;

- জাদুঘরকে বর্তমানে Living University হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। কারণ উন্নত বিশ্বে জাদুঘরগলো বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গবেষণা, প্রকাশনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির মাধ্যমে একটি জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই ভূমিকা পালন করে থাকে ;

- আধুনিক বিশ্বে জাদুঘরের অন্যতম কাজ হচ্ছে শিক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষকে সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং জ্ঞানদান করা। তাই জাদুঘরকে বিবিধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বস্তুসামগ্রী সংগ্রহের কথা ভাবতে হয়। ফলে নানা রকম জাদুঘর স্থাপনের প্রয়োজন হয়;

- আধুনিক জাদুঘরকে গণবিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়। সকল দর্শনার্থী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোনো পাঠ্যসূচি ও শিক্ষকের প্রয়োজন নেই। দর্শনার্থী প্রদর্শিত নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ করে এবং সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি (caption) পাঠ করে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে থাকেন এবং ইচ্ছা করলে এই জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারেন নিদর্শনভিত্তিক গ্রন্থসমূহ (যা জাদুঘর প্রকাশ করেছে) পাঠ করে;

- ভিন্ন ভিন্ন দর্শকের জন্য শিক্ষার মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন হবে। যেহেতু কোনো শিক্ষাই চোখে দেখার আনন্দ ও অভিজ্ঞতার সমতুল্য নয়, তাই জাদুঘর পরিদর্শনের মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষাটা সকলের জন্যই অতুলনীয়;

- জাদুঘরের কাছে দর্শনার্থীর প্রত্যাশা অনেক। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাশার উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রথমত, সাধারণ দর্শনার্থী বিনামূল্যে জাদুঘর দেখতে চান। প্রবেশ মূল্য ধার্য

Dhaka University Institutional Repository

করা হলে সাধারণ দর্শনার্থী সেটিকে জাদুঘর পরিদর্শনের পথে একটা অন্তরায় বলে মনে করেন। দ্বিতীয়ত, যারা জাদুঘরে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে আগ্রহী তারা জাদুঘরের অভ্যন্তরে একটি ভাল রেস্টুরেন্ট পেতে যান। তৃতীয়ত, প্রায় সকল দর্শনার্থী জাদুঘরে অবাধে ছবি তুলতে চান। কিন্তু বাংলাদেশে দর্শনার্থীর উল্লিখিত তিনটি প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকে;

- ব্যবহারিক জ্ঞানের বিপুল গুরুত্ব আছে বটে, তবে হৃদয়মনের বিকাশ সাধন কেবল জাদুঘরই ঘটাতে পারে;

- একুশ শতকে জাদুঘর হবে গতিশীল। নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে এর গতিশীলতা প্রকাশ পাবে;

- জাদুঘরের সকল নিদর্শনের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং যথাযথ সংরক্ষণ ও দলিলিকরণের জন্য Concept of Interrelation গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে Concept of Interrelation-এর পরিবর্তে Concept of Separation চালু রয়েছে ;

- জাদুঘর হলো পুরোনো বা মৃত অথবা নীরব কতগুলো জিনিসের অভিব্যক্তি কিন্তু এটাও ঠিক সেই নীরবতার ভিতর দিয়েই সরবতা আসে;

- প্রত্যেক দেশে তাদের নিজের ইতিহাসকে সমৃদ্ধশালী করানোই হলো জাদুঘরের মূল কাজ। জাদুঘরে যেসব নিজস্ব নিদর্শন থাকে সেগুলো দেখে আমরা জ্ঞান লাভ করি এবং আমরা নিজেদের অতীত সম্বন্ধে আমরা গর্বিত হই যে আমরা এমন একটা জাতি বা এমন একটি দেশের মানুষ যেটি আবহমান কাল থেকেই তার সেই ঐতিহ্য, সংস্কৃতি বহমান আছে সেই জিনিসটুকুই মূল্যবান আমাদের কাছে;

- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে সেনাবাহিনীর সদস্যদের সাহায্যে গর্ত থেকে শরীরের নানা অংশ উত্তোলন করা হয়। জল্লাদখানা মানুষের হাড়, ঘড়ি, আংটি, স্যান্ডেল, জুতা, জামা অনেক কিছুই পাওয়া গেছে। এগুলোকে Living memory of liberation war বলা যায়। অনেকে বলেন বিবেকের জাদুঘর;

- মিরপুরের জল্লাদখানা জাদুঘর। ঐ জাদুঘরটি রাস্তা থেকে চার ফিট নিচে। যখন জাদুঘরটিতে প্রবেশ করা হয় তখন বলা হয় Down the memory lane. অর্থাৎ বলা

Dhaka University Institutional Repository

যায় স্মৃতি পুকুর Pond of remembrance. এখানে ঢোকার পথে বাংলাদেশে যে পাঁচশ'টি বধ্যভূমি আছে তার নাম রয়েছে ;

- জাদুঘর পরিদর্শনে এসে নীরব দর্শক সরব হন। উল্টাপাল্টা কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে react করেন। মনে প্রশ্ন আসে এবং নিজেই সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান। এ ব্যাপারটি হলো দ্বিপাক্ষিক সফল যোগাযোগ অর্থাৎ two way communication এর মতো ;

- একুশ শতকের জাদুঘর মানেই হলো বিবেকের জাদুঘর। শুধু যে সুন্দর নিদর্শন দিয়ে তৈরি হবে তা নয়। যেখানে মানবিক অধিকার লঙ্ঘন হবে সেটাকে কেন্দ্র করে একটা জাদুঘর হতে পারে।

গ. বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য সহায়ক সংখ্যাত্মক তথ্য-সংগ্রহ পদ্ধতি অনুসরণে সমীক্ষার আওতায় ১৭০টি নমুনা একক থেকে সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত তথ্য-উপাত্তের আলোকে যেসব গুরুত্বপূর্ণ দিকমাত্রা পাওয়া গেছে তার আলোকে সংক্ষেপে নিম্নরূপ ফলাফল উপস্থাপিত হলো :

- জেন্ডার বিশ্লেষণে দেখা যায়, জাদুঘর পরিদর্শনকারীদের অধিকাংশই পুরুষ দর্শনার্থী (৭১.১৮ শতাংশ) ;
- শিক্ষাগত যোগ্যতার দিকমাত্রায় লক্ষ করা যায়, জাদুঘর পরিদর্শনে আসা প্রায় ৫১ শতাংশ দর্শনার্থী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। তবে সাধারণ পরিদর্শনকারীদের প্রায় ৩৬ শতাংশ দর্শক উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ;

- বয়সের দিকমাত্রা বিবেচনায় দেখা যায়, অর্ধেকের বেশি দর্শক অর্থাৎ জাদুঘর পরিদর্শনকারী ৫২.৯৪ শতাংশের বয়স ২০-৫০ বছরের মধ্যে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, জাদুঘর পরিদর্শনে আসা বড় অংশের দর্শকই তরুণ এবং যুবশ্রেণির ;

- সমীক্ষার বিশ্লেষণে লক্ষ করা যায়, জাদুঘর পরিদর্শনের উদ্দেশ্য বা কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ৩৯ শতাংশ দর্শনার্থী জানিয়েছেন, *'ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার জন্য'* এসেছেন; অতঃপর ৩৪ শতাংশ দর্শনার্থী বলেছেন, *'মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার জন্য'* জাদুঘর পরিদর্শনে এসেছেন। 'শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য' এসেছেন দর্শকদের প্রায় ২৫ শতাংশ; আর প্রায় ২৬ শতাংশ দর্শনার্থী 'বাংলাদেশ সম্পর্কে জানার জন্য' এবং ২৫ শতাংশ দর্শক 'বিনোদনের জন্য' জাদুঘর দেখতে এসেছেন বলে জানিয়েছেন ;

Dhaka University Institutional Repository

- *'জাদুঘরে কী আছে'* – এমন প্রশ্নের জবাবে দর্শকদের ধারণাগত দিকমাত্রা বিশ্লেষণে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের ৮২ শতাংশ জানিয়েছেন 'মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন', 'বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত জিনিসপত্র' বলেছেন ৩৫ শতাংশ, 'ঐতিহাসিক অস্ত্র-শস্ত্র' বলেছেন ২৬ শতাংশ; আর উত্তরদাতাদের ১২ শতাংশ বলেছেন 'বিভিন প্রকার মূর্তি'র কথা ;

- জাদুঘর দেখার পূর্বাভিজ্ঞতা আছে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে ৬৭ শতাংশ দর্শক হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করেন। আর যারা আগেও জাদুঘর দেখেছেন তাদের ৬৬ শতাংশ বলেছেন জাদুঘর দেখে আরও কিছু শেখার বাকি আছে ; ৮১ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন যে, তারা বাস্তব ধারণা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন ;

- জাদুঘর পরিদর্শনের অনুভূতি সম্পর্কিত দিকমাত্রা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ৪৬ শতাংশ দর্শনার্থীর 'হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য দেখে ভালো লেগেছে; শহীদের মাথার খুলি ও হাড় দেখে কষ্ট লেগেছে বলেছেন ১৮ শতাংশ উত্তরদাতা। দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে ভালো লেগেছে বলেছেন ২২ শতাংশ উত্তরদাতা দর্শনার্থী। আর অতীত দিনের কথা মনে পড়ার অনুভূতির কথা জানিয়েছেন ২৯ শতাংশ উত্তরদাতা ;

- জাদুঘর পরিদর্শনার্থীদের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দেখার প্রবণতা বিশ্লেষণ কররে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ সংখ্যক ৮৪ শতাংশ দর্শক মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শনের কথা বলেছেন। এরপর ৪২ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত জিনিসপত্রের কথা। ৩৮ শতাংশ উত্তরদাতা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ শুনে আপ্লুত হয়েছেন। ৩১ শতাংশ বলেছেন ভাষা আন্দোলনের স্মারক-এর কথা। ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধুর বসতবাড়িটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন ৪০ জন (২৩.৫৩%) দর্শক। জাদুঘরে পরিদর্শনে আসা দর্শকগণের মধ্যে ৫২ জন (৩০.৫৯%) উত্তরদাতা 'ঐতিহাসিক অস্ত্র-শস্ত্র', ৩৩ জন (১৯.৪১%) দর্শক 'অনেক ধরনের যান-বাহন', ২২ জন (১২.৯৪%) দর্শক 'পুরানো খাট-পালঙ্ক', ২৫ জন (১৪.৭১%) দর্শক আগেকার দিনের জামা কাপড়', ৩৭ জন (২১.৭৬%) দর্শক 'ঐতিহাসিক নিদর্শন', ১৭ জন (১০.০০%) 'বিভিন্ন মূর্তি', ১৫ জন (৮.৮২%) দর্শক 'নকশিকাঁথা', ৫১ জন (৩০.০০%) দর্শক 'হারিয়ে যাওয়া জিনিস', ২১ জন (১২.৩৫%) দর্শক 'প্রাকৃতিক দৃশ্য', ১৬ জন (৯.৪১%) 'বিদেশি জিনিসপত্র' এবং ২৭ জন (১৫.৮৮%) দর্শক 'মেশিনপত্র' দেখেছেন বলে

Dhaka University Institutional Repository

জানিয়েছেন।'মানুষ বিক্রির দলিল' দেখে ভাবিত হয়েছেন ৩৭ জন (২১.৭৬%) উত্তরদাতা ;

- 'জাদুঘরে এসে কী কী শিখলেন' এমন প্রশ্নের উত্তরে ১৪৮ জন (৮৭.০৬%) উত্তরদাতা 'মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস' জানতে পেরেছেন বলে মত দেন। মহান ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কেও একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করেছেন বলে ৫৪ জন (৩১.৭৬%) দর্শক অভিমত দিয়েছেন। ২৯ জন (১৭.০৬%) উত্তরদাতা 'ঐতিহ্যবাহী জামদানি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ', ৪০ জন (২৩.৫৩%) উত্তরদাতা 'পুরানো দিনের কামান- গোলাবারুদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ' এবং ২৭ জন (১৫.৮৮%) উত্তরদাতা 'বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' দর্শনে মুগ্ধতার কথা বলেন ;

- জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে ৯০ জন (৫২.৯৪%) উত্তরদাতা 'অনেক অজানাকে জানতে পেরেছেন' বলে অভিমত দিয়েছেন। 'দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ হওয়া'র কথা বলেছেন তারচেয়েও বেশি ৯১ জন (৫৩.৫৩%) দর্শক। 'ইচ্ছে করলে অনেক কিছু শেখা যায়' বলেছেন ৭২ জন (৪২.৩৫%) দর্শক, 'অন্যায়-অবিচাররের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া'র পক্ষে ৬৭ জন (৩৯.৪১%), বিনোদনকে প্রাধান্য দিয়েছেন ৮০ জন (৪৭.০৬%) ;

- 'জাদুঘর দেখার আগে এবং দেখার পরে আপনার অনুভূতি কী' এমন প্রশ্নের জবাবে জাদুঘর পরিদর্শনে আসা সাক্ষাৎকারদাতা দর্শকদের মধ্যে ১৬১ জন (৯৪.৭১%) উত্তরদাতা মনে করেন 'সবারই জাদুঘর পরিদর্শন করা উচিত'। জাদুঘর পরিদর্শনকে ইতিবাচক হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, জাদুঘর দেখে তাদের ভাল লেগেছে এমন উত্তরদাতা দর্শক ১০১ জন (৫৯.৪১%)। জাদুঘর 'দেখার আগে কৌতূহল ছিল, দেখার পর আরও বেড়েছে' এমন উত্তরদাতা দর্শকসংখ্যা ৭৯ জন (৪৬.৪৭%)। জাদুঘর একটি শিক্ষামূলক জায়গা এমন ধারণা ৭৭ জন (৪৫.২৯%) দর্শকের; সমাজে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে গভীরতর পাঠ নিয়েছেন ৪০ জন (২৩.৫৩%) উত্তরদাতা দর্শক ;

- 'সবার কি জাদুঘর দেখা উচিত' এমন প্রশ্নের উত্তরে ১৬৬ জন (৯৭.৬৫%) উত্তরদাতা জাদুঘর পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন এবং ৪ জন (২.৩৫%) উত্তরদাতা কোনরূপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন। 'জাদুঘরে এসে যা যা দেখলেন এবং যা যা শিখলেন এগুলো কি অন্যদের কাছে তুলে ধরবেন' এমন প্রশ্নে শ্রেণি-শিক্ষা-

Dhaka University Institutional Repository

বয়স নির্বিশেষে সবাই একবাক্যে অবশ্যই জাদুঘর দেখতে আসা উচিত বলে মন্তব্য করেন ।

- মানুষের জানার যেমন কোন শেষ নেই, শেখার যেমন কোন শেষ নেই তেমনি জাদুঘর পরিদর্শনার্থী দর্শকদের প্রত্যাশারও শেষ নেই । ভবিষ্যতে জাদুঘরে আর কী কী দেখতে চান প্রশ্নের উত্তরে জাদুঘর পরিদর্শনে নতুন নতুন নিদর্শন দেখে পরিতৃপ্ত হতে চান এমন উত্তরদাতা ৮৭ জন (৫১.১৮%) দর্শক; সবচেয়ে বেশি ৯৮ জন (৫৭.৬৫%) উত্তরদাতা দর্শক জাদুঘরের নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করেন । বিনোদনকে প্রাত্যহিক জীবনেরই একটি অংশ হিসেবে ৪৯ জন (২৮.৮২%) উত্তরদাতা দর্শক মনে করেন ।

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশ

যোগাযোগ শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে জাদুঘর-এর পরিপ্রেক্ষিত জানতে বর্তমান গবেষণায় একটি সমীক্ষা, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের গভীরতর সাক্ষাৎকার এবং জাদুঘরের নিদর্শনের আধেয় বিশ্লেষণ শেষে পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহের আলোকে সামগ্রিক তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে নিম্নরূপ সুপারিশ তুলে ধরা হলো :

- যোগাযোগ শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে জাদুঘর-এর গুরুত্ব অনুধাবন করে শিখন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বা মাধ্যম হিসেবে জাদুঘরকে মূল্যায়ন করা;

- মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে এবং দেশকে মনে-প্রাণে ধারণপূর্বক দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরিতে দেশের প্রাণকেন্দ্রে শুধু নয় – সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায়, অর্থাৎ আঞ্চলিক পর্যায়েও জাদুঘরের, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিস্তৃতির উদ্যোগ নেওয়া;

- বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের অনুসন্ধান, গবেষণা এবং সেসবের যুগোপযোগী সংরক্ষণ ও যথাস্থানে প্রদর্শনের অনুকূলে বাস্তবভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা;

- জাদুঘরের মহামূলবান নিদর্শন চুরি, পাচার কিংবা যেন হারিয়ে যেতে না পারে সে ব্যাপারে নিরাপত্তা জোরদার করাসহ সম্ভাব্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

- জাদুঘরকে পর্যটনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ও অনুষঙ্গ হিসেবে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়ন করা;

- সাধারণ দর্শকদের জন্য নিদর্শনের ছবি তোলার সনাতনি নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়ে জাদুঘর সংশ্লিষ্ট বিধিমালার সংশোধনসহ সময়োপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন করা;

- সর্বোপরি, সকল স্তরের পাঠ্যক্রমে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে জাদুঘর বিষয় গুরুত্বসহ অন্তর্ভুক্ত করা ;

- জাদুঘরের নিদর্শনের ডকুমেন্টেশন উন্নত প্রযুক্তিগত ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হবে। ডিজিটাল বা উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে Object ID বা নিদর্শন সংরক্ষণ করা

Dhaka University Institutional Repository

হলে কোনো নিদর্শন চুরি বা হারানো গেলে সহজেই বিশ্বব্যাপী অবহিত করা ও সন্ধান করা সহজতর হবে ;

- সাধারণ সনাতন পদ্ধতিতে উপস্থাপিত নিদর্শনের ফটোধারণা, স্ক্যানিং, এডিটিং, তথ্য, লেভেল ও লিপিবদ্ধকরণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক বিশেষ ধরনের Software ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে ;

- জাদুঘরে সংরক্ষিত পুরানো পাণ্ডুলিপি, বই-সাময়িকি, স্কেচ, ড্রইং, ডিজাইন, পেইন্টিং, তৈজষপত্র, দারু ও কারুশিল্প উপকরণ, ভাস্কর্য, পোড়ামাটির ফলক ইত্যাদির সুরক্ষার জন্য কনজারভেশন ল্যাবরেটরির আধুনিকায়ন জরুরি ;

- পৃথিবীর প্রতিটি জাদুঘর সৃষ্টিশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইতিহাস ও জাতি-গঠনসহ সংশ্লিষ্ট সকল নিদর্শনের স্লাইড প্রদর্শনীর মাধ্যমে জাদুঘর-কর্মকাণ্ডকে আরও জনমুখি করে তোলা সম্ভব ;

- বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দর্শকদের কাছে দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরে তা সংরক্ষণ এবং জনগণকে জাদুঘর-সচেতন করে তোলার লক্ষে দেশের সরকারি-বেসরকারি জাদুঘরে কর্মরত কর্মীদের পেশাগত মানোন্নয়ন জাদুঘর-সম্পর্কিত গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, প্রকাশনা এবং পারস্পরিক সৌহার্দ সম্প্রসারণে বিশ্ব-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ;

- জাদুঘর এবং এর নিদর্শন সংগ্রহ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াটি সচল রাখতে হলে সরকার ও জনগণের মধ্যে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থাকতে হবে। ধরা যাক, কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাজার বছরের প্রাচীন একটি ভাস্কর্য বা পোড়ামাটির ফলকের সন্ধান পাওয়া গেল। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে যেন সরকার সেই নিদর্শনটি সংগ্রহ করে দর্শকদের নিকট প্রদর্শনের জন্য জাদুঘরের তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে ;

- জাদুঘরে সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত উপাদানসমূহের ওপর ভিত্তি করে বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ প্রণয়ন করা সমীচীন ;

- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের একটি বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা করাও প্রয়োজন। জাদুঘরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন এমন এক বা একাধিক প্রবীণ পণ্ডিতকে এ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে অনুরোধ জানানো যেতে পারে। জাতীয় জাদুঘরের প্রথম কিউরেটর ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালীর নামে বক্তৃতামালার আয়োজন করে এ ইতিহাস রচনা শোভন হতে পারে। এতে ড. ভট্টশালীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে ;

- জাদুঘর-কর্মকাণ্ড বিবর্জিত বয়োঃবৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গের পরিবর্তে তরুণ প্রতিশ্রুতিশীল কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণ ও জাদুঘর দেখার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এতে প্রশিক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সুষ্ঠু ব্যবহার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

'যোগাযোগ ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে জাদুঘর : পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ' শীর্ষক বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে উপস্থাপিত নির্বাচিত ২৫টি নিদর্শনের আধেয় পাঠ, সমীক্ষা এবং জাদুঘর-বিশেষজ্ঞগণের গভীরতর সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে গবেষণার পূর্বানুমানসহ অন্যান্য অনুষঙ্গ ইতিবাচকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। জাদুঘরে উপস্থাপিত নিদর্শনাদির মাধ্যমে যোগাযোগ এবং শিক্ষার একটি নিবিড় সংযোগ বিদ্যমান তারও সমর্থন প্রণিধানযোগ্য।

দর্শক সাক্ষাৎকার নিবিড় পাঠে জাদুঘরসমূহে বিরাজমান নানা সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি কিছু কিছু দিক-নিদের্শনাসহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য-উপাত্ত উঠে এসেছে। এ সকল তথ্য-উপাত্তের সুপারিশ বা পরামর্শগুলো জাদুঘর কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ও গণমুখিনতায় কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

দর্শকমন সতত সৃজনউন্মুখ এবং একইসঙ্গে কৌতূহলী। তারা বিভিন্ন জাদুঘরে উপস্থাপিত বা সাময়িক প্রদর্শনীগুলোতে দৃশ্যমান নিদর্শনের মধ্যে প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার একটি তুলনামূলক মেলবন্ধন খুঁজে বেড়ায়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রয়েছে। প্রথমত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিশাল জনসমাবেশে বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী ভাষণের আলোকচিত্র উল্লিখিত তিনটি জাদুঘরেই প্রদর্শিত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত ১৯ মিনিট স্থায়ী ভাষণের অডিওটি বিশ্লেষণ করলে শ্রোতাদের সামনে তাৎক্ষণিকভাবে জাতির শোক-বেদনা, আশা ভঙ্গের ক্ষোভ-আক্ষেপ, বৈষম্য-বঞ্চনার চিত্র, সামরিক শাসকগোষ্ঠীর কুটিল কপটতা, বঙ্গবন্ধুর মহানুভবতা, মানবিক অসম্প্রদায়িক প্রগতিশীল মূল্যবোধ, প্রশাসনিক দক্ষতা নির্দেশনা, প্রতিরোধের আহ্বান সর্বোপরি মুক্তির লালিত স্বপ্ন ও স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা তাদের প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করে। ভাষণের মর্মার্থ উপলব্ধি করে দর্শক আন্দোলিত হন। তৃতীয়ত ভাষণটিতে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠের উদাত্ত আহ্বানে দর্শক সরাসরি অভিভুত-উদ্বেলিত এবং উজ্জীবিত ও সম্মোহিত হন। এ প্রসঙ্গে যোগাযোগ বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকে ভাষ্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত একাত্তরের ৭ মার্চের ভাষণ যোগাযোগ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োগের এক বিস্ময়কর ঘটনা। যোগাযোগ বিষয়ে আধুনিক নিয়ম কানুনের এক আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটেছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর এ ঐতিহাসিক ভাষণে'।[১]

সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ যা আলোকচিত্র বা মুদ্রণ মাধ্যম, অডিও এবং ভিডিও তিনটি পর্বেই দর্শককে আন্দোলিত করেছে এবং প্রকৃত দেশপ্রেমিক নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে দীক্ষাদানে সফল হয়েছে।

জাদুঘর শুধুমাত্র দেখা বা বিনোদনের স্থানই নয় – এটি দর্শকমননে বুদ্ধিবৃত্তিক উপলব্ধির শিখরকে স্পর্শ করারও প্রণোদনা জোগায়। জাদুঘর-বিশেষজ্ঞ প্রফেসর শামসুজ্জামান খানের ভাষ্যে বিষয়টি অধিকতর বোধগম্য হয় :

> জাদুঘরের একটা প্রধান কাজ মানুষকে অভিভূত করা, ঘোরের মধ্যে রাখা। সে ঘোর বিস্ময়করতার, আনন্দের। বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর সেদিক থেকে বিপরীতধর্মী ঘোরের সৃষ্টি করে। স্মৃতি-কাতরতা, এক মহামানবের জীবন যাত্রার আড়ম্বরহীনতা ও সারল্য চাক্ষুষ করার বিষয়ে এবং ওই মহাপুরুষ ও তাঁর স্ত্রী, পুত্র, শিশুপুত্র ও পুত্রদের নববধূদের ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞের নানা আলামত দেখে হাহাকারে বুক বিদীর্ণ হওয়া এবং ওই পৈশাচিক হত্যায় মেতে ওঠা কতিপয় নষ্ট, ভ্রষ্ট, কুলাঙ্গারের পরিচয়ও যে 'বাঙালি' – এই বোধে বাঙালি দর্শকের গভীর মর্মপীড়া – তাকে বেদনাসিক্ত এক ঘোরের মধ্যে রাখে।
>
> জাদুঘর একটা খুব বড়ো কাজ করে। সংবেদনশীল, ঐতিহ্যপ্রেমিক ও সুস্থ মানুষ কোনো জাদুঘরে ঢোকার আগে যে মানুষ হিসেবে ঢোকে – জাদুঘর দেখে সে বেরিয়ে আসে রূপান্তরিত এবং আরো উন্নত চেতনার অন্য মানুষ হিসেবে। বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর দেখে বেরিয়ে আসা মানুষটি যদি স্পর্শকাতর মনের অধিকারী ইতিহাসনিষ্ঠ সৎ মানুষ হন তাহলে তিনিও হবেন হত্যাকারী – বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি তীব্র ঘৃণায় সংক্ষুব্ধ এবং বাংলার ইতিহাসের সত্যালোক বিচ্ছুরিত অঙ্গীকারদীপ্ত এক নতুন মানুষ।[২]

জাদুঘর আমাদের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সামাজিক জীবনসহ জাতীয় পর্যায়েও রয়েছে সুদূরপ্রসারী প্রভাব। জাদুঘর পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষা ও যোগাযোগের ক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তিমানস গঠনেও আলোকবর্তিকা হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একসময় জাদুঘর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত ছিল। পাঠাগার এবং বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেও ছিলো

---

১. সিদ্দিক, আ আ ম স আরেফিন, *যোগাযোগ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক প্রয়োগ : ৭ মার্চের ভাষণ সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির শ্রেষ্ঠ ভাষণ* সম্পাদনা : আবদুল ওয়াহাব, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : ইতিহাস ও তত্ত্ব, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৪। পৃ. ২৫৫

২. পলাশ, আমিরুজ্জামান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৯। পৃ. ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

গভীর সম্পৃক্ততা। কালের পরিক্রমায় জাদুঘরের পরিধি ও বিস্তৃতি নানা মাত্রায় ছড়িয়ে পড়ে। তাই একুশ শতকের জাদুঘরকে তাই কেউ কেউ বলেন জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়। আবার কারও কারও মতে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র। অনানুষ্ঠানিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবেও কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

গবেষণা-সমীক্ষা

শামসুন্নাহার, নীরু

২০০১ *বাংলার পোড়ামাটি শিল্পে লোকায়ত সমাজ জীবন* (কলকাতা : পিএইচ.ডি. গবেষণা, অপ্রকাশিত, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) ।

Ferdousi, Helena

2006 *Needs, Expectations and Gratifications of Mass Media : An Analysis on the Audiences of Rajshahi Division* (Dhaka : Ph. D. Thesis, unpublished, Department of Mass Communication and Journalism, University of Dhaka).

রহমান, মো. অলিউর

২০১৪ *সংবাদকর্মীদের তথ্য অভিগম্যতা : তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন-পূর্ব ও পরবর্তী পরিস্থিতির বিশ্লেষণ (*ঢাকা : পিএইচ.ডি. গবেষণা, অপ্রকাশিত, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ।

গ্রন্থ

Kenneth Hudson, Ann Nicholls

1975 *The Directory of Museums* (Edited: London and Basingstoke: the Macmillan Press Ltd.).

Kenneth K. Sereno. Edward M. Bodaken

1975 *Trans-Per Understanding Human Communication* (Boston: Houghton Mifflin Company).

Emest G. Bormann, Nancy C. Bormann

1976 *Effective Small Group Communication* (Minneapolis, Minnesota: Burgress Publishing Company).

Joseph A. Devito

1981 *Communication Concepts and Processes* (London: Prentice- Hall Inc.).

Dhaka University Institutional Repository

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ
১৯৮২ *গণ জ্ঞাপন* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ) ।

Frederick Williams
1984 *The New Communications* (California: Wadsworth Publishing Company).

Mahmud, Firoz ; Rahman, Habibur
1987 *The Museums in Bangladesh* (Dhaka: Bangla Academy).

করিম, আবদুল
১৯৯০ *ঢাকাই মসলিন* (ঢাকা : ঢাকা নগর জাদুঘর সংস্করণ) ।

Eilean Hooper-Greenhill
1991 *Museum and Gallery Education* (London: Leicester University Press).

Gail E. Myers, Michele Tolela Myers
1992 *The Dynamics of Human Communication: A Laboratory Approach* (New York: McGraw-Hill, Inc.).

Gary Edson
1992 *Museum Ethics* (Edited: London and New York: Routledge).

শ্যাম, উইলবার,
১৯৯৩ *মানুষ মাধ্যম ও যোগাযোগ* (ঢাকা : তালুকদার ইকবাল হোসেন অনূদিত, বাংলা একাডেমী) ।

Donald Yoder and Others
1993 *Creating Competent Communication* (England: Brown & Benchmark Publications).

Eilean Hooper-Greenhill
1994 *Museums and their Visitors* (London and New York: Routledge).

রহমান, শাফিকুর
১৯৯৫ *যোগাযোগ মৌলিক ধারণা*, (ঢাকা : প্রকাশক রাফিয়া জামান) ।

Eilean Hooper-Greenhill
1999 *Museum Media Message* (Edited: London and New York: Routledge).

Dhaka University Institutional Repository

Gary Edson, David Dean
2000 *The Handbook for Museums* (London and New York: Routledge).

Hopper, Eileew- Green Hill
2000 Museum and Interpretations of Visual Culture (Museum Series : Routledge).

আসাদুজ্জামান, এ এস এম ও মুহিউদ্দিন , খালেদ
২০০১ *যোগাযোগের ধারণা*, (ঢাকা : বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন) ।

আলী, মোঃ ছাবের,
২০০১ *গ্রন্থাগার ও আকাইভস ব্যবস্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ততা সংরক্ষণ*, (ঢাকা : ম্যাগনাম ওপাস) ।

আসাদুজ্জামান, এ এস এম ও মুহিউদ্দীন, খালেদ
২০০২ *যোগাযোগের* তত্ত্ব (ঢাকা : বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন ।

মান্নান, আবদুল মোঃ ও মেরী, সামসুন্নাহার খানম
২০০২ *সামাজিক গবেষণা ও পরিসংখ্যান পরিচিতি* (ঢাকা : অবসর প্রকাশনা সংস্থা) ।

বানু, জিনাত মাহরুখ
২০০৩ *বাংলাদেশের দারুশিল্প* (ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর) ।

রায়, সুশীল
২০০৩ *শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন* (কলকাতা : সোমা বুক এজেন্সি) ।

ঘোষ, বিশ্বজিৎ
২০০৩ *কথাগুচ্ছ গুচ্ছকথা* (ঢাকা : গ্লোব লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড) ।

Hein, George E,
2005 *The Role of Museums in Society: Education and Social actions* (Museum Series : Routledge).

ইসলাম, সৈয়দ আমীরুল
২০০৬ *বাংলাদেশে মিউজিয়াম জাদুঘর সংগ্রহশালা সংগ্রহালয়*, (ঢাকা : জ্যোতি প্রকাশ) ।

মাসুদুজ্জামান
২০০৬ *রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিক্ষাভাবনা* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স) ।

Baran, Stanley J. & Davis Dennis K.,
2006 *Mass Communication Theory* (London : Thomson Wadsworth).

Dhaka University Institutional Repository

ফেরদৌস, রোবায়েত ও রহমান, অলিউর,
২০০৮ *তথ্য অধিকারের স্বরূপ সন্ধানে* (ঢাকা : ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি) ।

হক, মাহবুবুল
২০০৮ *সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি* (ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী) ।

পলাশ, আমিরুজ্জামান
২০০৯ *বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর* (ঢাকা : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ) ।

আলাউদ্দিন, মোহাম্মদ
২০০৯ *সামাজিক গবেষণা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অন্বেষণ পদ্ধতি*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি) ।

Donald, Treadwell
2011 *Introducing Communication Research* (New Delhi : SAGE Publication Inc.).

খান, শামসুজ্জামান
২০১৩ *জাদুঘর ও অবস্তগত উত্তরাধিকার*, (ঢাকা : সময় প্রকাশন) ।

আরিফ, হাকিম ও জাহান, তাওহিদা
২০১৪ *যোগাযোগবিজ্ঞান ও ভাষাগত অসঙ্গতি* (ঢাকা : বুকস ফেয়ার) ।

Islam, Sheikh Shafiul & Kabir, Shah Nister
2015 *Foundation of Human Communication* (Dhaka : Anyadhara).

রহমান, এস.এম. জিল্লুর
২০১৫ *সমাজবিজ্ঞানে গবেষণা পদ্ধতি* (ঢাকা : গতিধারা) ।

স্মারক গ্রন্থ / সাময়িকী/ জার্নাল

Haque, Enamul (Edited)
1975 *Bangladesh lalit kala, Journal of Bangladesh National Museum* (Dhaka : Bangladesh National Museum)

১৯৮৮ *স্মরণিকা*, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ১৯১৩-১৯৮৮ (ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর) ।

ইসলাম, সৈয়দ আমীরুল (সম্পাদক)
১৯৯৮ *ঐতিহ্য* (ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয জাদুঘর অফিসার সমিতি'র পত্রিকা) ।

খান, শামসুজ্জামান (সম্পাদক)
১৯৯৯ *নিউজ লেটার* (ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর) ।

Dhaka University Institutional Repository

মঞ্জু, কামরুল হাসান
১৯৯৯ *গণমানুষের গণমাধ্যম (ঢাকা :* সম্পাদিত, ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার) ।

ইসলাম, রফিকুল (সম্পাদক)
২০০০ *ধানশালিকের দেশ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি) ।

বেলাল , মোজাম্মেল হোসেন (সম্পাদক)
২০০১ *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গবন্ধু*, (ঢাকা : আমরা ক'জন মুজিব সেনা) ।

নাসরীন, গীতি আরা, রহমান মফিজুর ও পারভীন, সিতারা
২০০২ *গণমাধ্যম ও জনসমাজ* (ঢাকা : সম্পাদিত, শ্রাবণ প্রকাশনী) ।

আউয়াল, ইফতিখার-উল
২০০৩ *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী : বিবর্তন ও সম্ভাবনা* (সম্পাদনা : ঢাকা, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর) ।

২০০৫ *বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিচিতি* (ঢাকা : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর) ।

শাহেদ, সৈয়দ মোহাম্মদ ও অন্যান্য
২০০৮ *বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান* পরিবর্ধিত ও পমির্জিত সংস্করণ (সম্পাদনা : ঢাকা, বাংলা একাডেমি ।

ওয়াহাব, আবদুল
২০১৪ *বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণ : ইতিহাস ও তত্ত্ব* (সম্পাদনা : ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স) ।

মদিনা, কাজী
২০১৪ *নজরুল ইসলাম শুভেচ্ছা স্মারক* (সম্পাদনা : ঢাকা, চন্দ্রাবতী একাডেমি) ।

জাদুঘর সমাচার, ত্রৈমাসিক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা ।

ICOM News, Quarterly, International Council of Museums, Paris.

museum intrnational, Quarterly Review, UNESCO, Paris.

Museums Journal, Monthly, The Museums Association, London.

Museum News, Monthly, The American Association of Museums, Washington D.C.

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা-সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ

সিদ্দিক, আ আ ম স আরেফিন

২০০০ *একুশ শতকের গণমাধ্যম : সমস্যা ও সম্ভাবনা*, সেমিনারে পঠিত নিবন্ধ (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি)।

ইসলাম, সিরাজুল (প্রধান সম্পাদক)

২০০৪ *বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, খণ্ড-৬ দ্রষ্টব্য : আরেফিন, শামসুল, *বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর* (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি)

Serajuddin, Alamgir Muhammad & Others (Edited)

2013 *Centenary Commemorative Volume (1913-2013)* দ্রষ্টব্য : শামসুন্নাহার, নীরু, *শত বছরে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (১৯১৩-২০১৩)* (Dhaka : Bangladesh National Museum)

Serajuddin, Alamgir Muhammad & Others (Edited)

2013 *Centenary Commemorative Volume (1913-2013)* দ্রষ্টব্য : Mahmud, Firoz, *Contribution of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to the development of Bangladesh National Museum* (Dhaka : Bangladesh National Museum)

ওয়েবসাইট

http://www.unesco.org

https://en.wikipedia.org/wiki/Museum

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Asiatic_Society_of_Bangladesh

Human communication Science Library

http://www.ucl.ac.uk/library/heslib.shtml

http://www.britishmuseum.org/join_in/volunteers.aspx

http://museumtwo.blogspot.com/

http://museumstudies.si.edu/training.html

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

ক. নির্বাচিত তিনটি জাদুঘরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় জাদুঘর স্থাপনের বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রথম সূত্রপাত হয় ১৮৫৬ সালের ১ নভেম্বর 'দ্যা ঢাকা নিউজ' পত্রিকার মাধ্যমে। শিলং থেকে কিছু মুদ্রা ১৯০৯ সালে স্থানান্তর করা হয়। মুদ্রাগুলো সংরক্ষণের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই সূত্র ধরে বিশিষ্ট মুদ্রাতত্ত্ববিদ এইচ.ই. স্ট্যাপলটন ১৯১০ সালের ১ মার্চ গর্ভনর স্যার ল্যান্সলট হেয়ারের নিকট ঢাকায় একটি জাদুঘর স্থাপন করার প্রস্তাব পেশ করেন। বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে নর্থব্রুক হলে জাদুঘর প্রতিষ্ঠার লক্ষে সুধীজনদের নিয়ে আলোচনা হয় ১৯১২ সালের ২৫ জুলাই। কলকাতা গেজেটে (রেজ্যুলেশন নং ১৫৭৯, কলকাতা, ৩ মার্চ ১৯১৩) প্রকাশের মাধ্যমে ঢাকা জাদুঘর প্রতিষ্ঠার ঘোষণা আসে ৫ মার্চ ১৯১৩ সালে। ৩০ সদস্য বিশিষ্ট প্রভিশনাল জেনারেল কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় জাদুঘর পরিচালনার বিধিমালা প্রণয়নের জন্য।

১৯১৩ সালের ২০ মার্চ ঢাকা জাদুঘর মাত্র দু'হাজার রুপির তহবিল নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। গভর্নর লর্ড কারমাইকেল তৎকালীন সচিবালয় (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) –এর একটি কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা জাদুঘর উদ্বোধন করেন ১৯১৩ সালের ৭ আগস্ট[১] তারিখে। শতবর্ষেরও অধিককাল আগে উদ্বোধিত সেই ঢাকা জাদুঘরই আত্তীকৃত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজকের বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

১৯১৪ সালের ৬ জুলাই ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা জাদুঘরের প্রথম কিউরেটর হিসেবে যোগদান করে প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়ন ও বিকাশে পথিকৃতের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে জাদুঘরটিকে একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে উন্নীত করতে সক্ষম হন। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৯১ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কখনও পরিচালক, কখনও মহাপরিচালক হিসেবে জাদুঘরের হাল ধরেন ড. এনামুল হক। একুশ শতকের সূচনালগ্নে শিক্ষা-

---

১. ইসলাম, সিরাজুল (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, খণ্ড-৬, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ২০০৪। দ্রষ্টব্য : আরেফিন, শামসুল, *বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর*। পৃ. ৪০৫-৪০৬

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে আধুনিক জাদুঘরে রূপান্তরে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন তৎকালীন মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান।

জাদুঘর প্রতিষ্ঠার পর ১৯১৪-১৫ সালে দর্শনার্থীর সংখ্যা ছিল ৪,৪৫৩ জন। ১৯৪৭–এর দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭-৪৮ সালে এর দর্শক সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৭,৩২৫ জনে। আর স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালেই জাদুঘরে ২,৭১,২৫৪ জন এবং ২০১২-১৩ সালে ৫,২৮,০১০ জন[২] দর্শক জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শন দীর্ঘ সময় দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত ছিলো। ১৯৯২ সালের ১ জুলাই বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শনের জন্য দুই টাকা মূল্যের প্রবেশপত্র প্রবর্তন করা হয়। ১ জুলাই ২০০৩ থেকে দুই টাকার স্থলে প্রবেশ টিকিটের মূল্য পাঁচ টাকা নির্ধারণ করে কর্তৃপক্ষ। ২০১০ সালের ৫ অক্টোবর প্রবেশ টিকিটের মূল্য দশ টাকা নির্ধারণ করা হলেও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে তা রহিত করা হয়।[৩]

একটি জাদুঘরের প্রাণ হলো জাদুঘরটিতে সংগৃহীত নিদর্শন ভাণ্ডার। ১৯১৪ সালের ২৫ আগস্ট নবগঠিত পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় নবনির্মিত সচিবালয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে ৩৭৯টি[৪] নিদর্শন দিয়ে তিনটি গ্যালারি সজ্জিত করে ঢাকা জাদুঘর সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এরপর ঢাকা জাদুঘরকে স্থানান্তর করা হয় নিমতলীর বারোদুয়ারী ও দেউড়িতে। এখানে আটটি গ্যালারিতে নির্বাচিত কিছু নিদর্শন দর্শকদের জন্য উপস্থাপন করা হয়। সে সময়ে জাদুঘরের মোট সংগৃহীত নিদর্শন সংখ্যা ছিলো প্রায় চার হাজার।

বর্তমানে হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের উপাদান সমৃদ্ধ মোট ৮৬ হাজার ৫১৪টি নিদর্শন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। এই বিশাল সংগ্রহ ভাণ্ডার থেকে প্রায় চার হাজার নিদর্শন চুয়াল্লিশটি গ্যালারিতে[৫] প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অধীনে সিলেটে ওসমানী জাদুঘর, ঢাকায় আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, চট্টগ্রামে জিয়া স্মৃতি জাদুঘর এবং ময়মনসিংহে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা পরিচালিত

---

২. দাস, প্রকাশ চন্দ্র (সম্পাদক), *বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী* ১৯১৩-২০১৩, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা, ২০১৩। পৃ. ৫৭

৩. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৪, ৩৮ ও ৪০।

৪. Serajuddin, Alamgir Muhammad & Others (Edited), *Centenary Commemorative Volume (1913-2013)*, Bangladesh National Museum, Dhaka-2013. দ্রষ্টব্য : শামসুন্নাহার, নীরু, *শত বছরে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (১৯১৩-২০১৩)*। পৃ. ৩১৮ ও ৪০২

৫. দাস, প্রকাশ চন্দ্র (সম্পাদক), *বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী* ১৯১৩-২০১৩, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা, ২০১৩। পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে। ২০১৫ সালের ২৬ মার্চ মহান স্বাধীন দিবসে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভূ-গর্ভস্থ 'স্বাধীনতা জাদুঘর' দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এই জাদুঘরটিও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া পল্লীকবি জসিমউদ্‌দীন সংগ্রহশালা নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে এবং সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘরের ভূমি স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রাপ্তি প্রক্রিয়াধীন।

ঢাকা জাদুঘরকে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর হিসেবে বাঙালির আত্ম-অনুসন্ধান কেন্দ্রে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অদম্য ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের স্বল্প সময়ের মধ্যেই। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি ১৯৭২ সালের ১০ মে তারিখে ৪৮টি মুক্তিযুদ্ধের স্মারক নিদর্শন[৬৬] জাদুঘরকে উপহার হিসেবে প্রদান করে তাঁর ইচ্ছা-স্বপ্ন ও কর্মের বাস্তবায়ন শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছানুযায়ী ১৯৭২ সালে 'ঢাকা মিউজিয়াম বোর্ড অব ট্রাস্টিজ' এর মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গড়ে তোলার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। ১৯৭৩ সালের ১৮ জুন প্রদত্ত পরিকল্পনা আলোর মুখ দেখে; যার ফলে ১৯৭৪ সালের ২ জানুয়ারি ১১ সদস্য বিশিষ্ট 'ন্যাশনাল মিউজিয়াম কমিশন' গঠিত হয়। এই কমিশনের প্রথম সভায় ঢাকা জাদুঘরকে আত্তীকরণ করে জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৭৫ সালের ১৮ জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ন্যাশলাল মিউজিয়াম কমিশনের সর্বসম্মত সুপারিশক্রমে ঢাকা জাদুঘরকে 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর' হিসেবে অনুমোদন প্রদানের কথা জাদুঘর - বিশারদ ড. নীরু শামসুন্নাহার তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেন। জাতীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠার মর্মমূলে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী ভূমিকা। ড. ফিরোজ মাহমুদ এবং ড. নীরু শামসুন্নাহারের ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গবন্ধুর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই একটি আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের জাদুঘর হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে বিদ্যমান নানা অসঙ্গতি এবং ইতিহাস বিকৃতি থেকে উদ্ধার করে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে ডিজিটাল জাদুঘরে রূপান্তরে অনন্য ভূমিকার স্বাক্ষর রেখেছেন।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারি পরিচিতি

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এ দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সমৃদ্ধ ধারাকে বয়ে নিয়ে চলেছে শতাব্দীকাল ধরে। নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণের পাশাপাশি দর্শকদের নিকট পরিচিতিসহ নিদর্শন উপস্থাপন জাদুঘরের অত্যাবশ্যকীয় কাজ। নিদর্শনসমূহকে জাদুঘরের প্রাণের সাথে তুলনা করলে

৬. Serajuddin, Alamgir Muhammad & Others (Edited), *Centenary Commemorative Volume (1913-2013)*, Bangladesh National Museum, Dhaka-2013. দ্রষ্টব্য : Mahmud, Firoz, *Contribution of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to the development of Bangladesh National Museum*. পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

দর্শকরা সেই প্রাণের স্পন্দন। দর্শনার্থীদের সামনে উপস্থাপিত হওয়াতেই নিদর্শনের সার্থকতা। জাদুঘর কর্তৃক সংগৃহীত নিদর্শন দর্শনার্থীদের সামনে উপস্থাপনের জন্য রয়েছে ৪৪টি গ্যালারি।

চারটি কিউরেটরিয়াল বিভাগের অধীনে সংগৃহীত নিদর্শন মোট ৪৪টি গ্যালারিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিউরেটরিয়াল বিভাগগুলো হলো : ১. ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগ ২. জাতিতত্ত্ব ও অলঙ্করণ শিল্পকলা বিভাগ ৩. সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা বিভাগ এবং ৪. প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগ।

ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগের অধীনে গ্যালারিগুলো হলো – ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ৩৩, ৩৭, ৩৮, ৩৯ ও ৪০।

জাতিতত্ত্ব ও অলঙ্করণ শিল্পকলা বিভাগের অধীনে গ্যালারিগুলো হলো – ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১ ও ৩২।

সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা বিভাগের অধীনে গ্যালারিগুলো হলো – ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৪১, ৪২, ৪৩ ও ৪৪।

প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগের অধীনে গ্যালারিগুলো হলো – ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০।

শুধু ২৬ নম্বর গ্যালারি দর্শকদের জন্য বিশ্রামাগার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। গ্যালারিতে উপস্থাপিত নিদর্শনের মোট সংখ্যা ৩,৫৯৪টি। এর মধ্যে ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগের ১০১৮টি, জাতিতত্ত্ব ও অলঙ্করণ শিল্পকলা বিভাগের ১,৪৫১টি, সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা বিভাগের ৮৯৮টি এবং প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগের ২২৭টি।

গ্যালারি ১ : মানচিত্রে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সূচনা গ্যালারি 'মানচিত্রে বাংলাদেশ' শীর্ষক ১ নম্বর গ্যালারিতে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকা, জনসংখ্যার বিস্তরণ, প্রধান শিল্প, প্রত্নতাত্ত্বিক অবস্থান, খনিজ সম্পদ ও বনাঞ্চল শীর্ষক তথ্য-সংবলিত মানচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। বিশ্বমানচিত্রে বাংলাদেশ, পৃথিবী গঠনে সমুদ্র তলদেশের ফাটলসমূহের ভূমিকা-সংবলিত দু'টি মানচিত্র রয়েছে। এ ছাড়া মেঝেতে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলাকে ভিন্ন ভিন্ন রং দ্বারা উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্যালারি ২ : গ্রামীণ বাংলাদেশ

নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ঐতিহ্যে ভরপুর গ্রামীণ বাংলা এবং গ্রামীণ বাংলার দৈনন্দিন জনজীবনের চালচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।

গ্যালারি ৩ : সুন্দরবন

বাংলাদেশের 'সুন্দরবন' World Heritage-এর অন্তর্ভুক্ত প্রাকৃতিক ঐতিহ্য। বর্তমান বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে 'সুন্দরবন' -এর জীববৈচিত্র্যের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। এ ধরনের অনন্য প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে জনগণকে সচেতন করার লক্ষে ডিওরামায় প্রতীকীভাবে দু'টি বাঘ, একটি লাল বানর, হরিণশাবকসহ তিনটি হরিণ ও পাখিসহ মোট তেত্রিশটি নিদর্শন প্রদর্শিত রয়েছে। কৃত্রিম গাছপালাসহ পাখি, বাঘ ও হরিণের আবাসস্থলের বাস্তবধর্মী পরিবেশ তৈলচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ্যালারি ৪ : শিলা ও খনিজ

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহ থেকে ঊনআশিটি নিদর্শন 'শিলা ও খনিজ' শীর্ষক ৪ নম্বর গ্যালারিতে প্রদর্শিত রয়েছে। এর মধ্যে প্রস্তরীভূত কাঠ, চীনামাটি, কয়লা, পিটকয়লা, মধুপুর ক্লে, চুনাপাথর, কঠিন শিলা, কাচ বালি, জিরকন, ইলমেনাইট, গার্নেট, ম্যাগনেটাইট ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শিলা ও খনিজ উল্লেখযোগ্য। গ্যালারিতে ভূ-প্রাকৃতিক ও জীবজগতের পরিবর্তনসহ ভূতাত্ত্বিক সময়মান চার্ট উপস্থাপিত রয়েছে।

গ্যালারি ৫ : বাংলাদেশের গাছপালা

'বাংলাদেশের গাছপালা' শীর্ষক গ্যালারিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ গাছপালা, যেমন : দানাদার খাদ্যশস্য, ডাল, তেল ও মসলা, রাবার ও রং, চিনি ও উদ্দীপক পানীয়, তন্তু ও কাগজ উৎপাদনকারী গাছ আলোকচিত্র ও মডেলের সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়েছে।

অর্থকরী ফসলের মধ্যে সোনালি আঁশ, চা, কার্পাস তুলা, রাবার গাছ, সুগন্ধি মসলা ও বিলুপ্তপ্রায় শিল্প, প্রাকৃতিক রং উৎপাদনকারী গাছ উল্লেখযোগ্য। গ্যালারিতে আলোকচিত্রসহ কাঠের নমুনা এবং বনৌষধির হারবেরিয়াম শিট প্রদর্শিত রয়েছে।

গ্যালারি ৬ : ফুল-ফল, লতাপাতা

প্রাচুর্যময় বিপুল উদ্ভিদ সম্ভার বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য। জাতীয় ফুল সাদা শাপলা এবং জাতীয় ফল কাঁঠালসহ বিভিন্ন ধরনের মৌসুমি ফুল-ফল-লতাপাতার নমুনা রয়েছে এই গ্যালারিতে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্যালারি ৭ : জীবজন্তু

বাংলাদেশের সামুদ্রিক এবং মিঠা পানির বিভিন্ন জীবজন্তু জলজ পরিবেশসহ গ্যালারির উন্নয়নের কাজ চলছে।

গ্যালারি ৮ : পাখি

'পাখি' শীর্ষক ৮ নং গ্যালারিতে রয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় পাখি দোয়েলসহ বিভিন্ন ধরনের পাখি। এর মধ্যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পাখি শকুন এবং ছোট পাখি ফুলঝুড়ি, বিলুপ্ত প্রজাতির ময়ূর, বিভিন্ন প্রজাতির অতিথি পাখি, পেঁচা, শালিক, কাঠঠোকরা, ময়না, টিয়াসহ মোট একশত তিনটি প্রাণিজ নিদর্শন উল্লেখযোগ্য।

গ্যালারি ৯ : বাংলাদেশের স্তন্যপায়ী প্রাণী

'বাংলাদেশের স্তন্যপায়ী প্রাণী' শীর্ষক গ্যালারিতে তিমির কঙ্কাল ও প্রাকৃতিক পরিবেশে ডলফিন -এর উন্নয়নের কাজ চলছে।

গ্যালারি ১০ : হাতি

'হাতি' শীর্ষক গ্যালারিতে মানবসেবায় হাতি, সার্কাসে হাতির আলোকচিত্রসহ হাতির দাঁত এবং পাহাড়ি পরিবেশে হাতি উপস্থাপিত রয়েছে।

গ্যালারি ১১ : বাংলাদেশের জনজীবন

'বাংলাদেশের জনজীবন' গ্যালারিতে ৫টি ডিওরামা এবং ১৯টি দেয়াল শোকেস ও ২টি মেঝে শোকেস রয়েছে। শোকেসগুলোতে মোট ২২৫টি নিদর্শন রয়েছে। প্রথম ডিওরামাতে রয়েছে – জমি চাষরত কৃষকসহ দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত ও গ্রামীণ পরিবেশ, দ্বিতীয় ডিওরামাতে দেখানো হয়েছে – মধ্যবিত্ত গৃহস্থবাড়ির পরিবেশ, তৃতীয় ডিওরামাতে রয়েছে – গ্রাম্য হাট ও মেলা, চতুর্থ ডিওরামাতে রয়েছে – কামার ও কুমার এবং পঞ্চম ডিওরামাতে রয়েছে – বাংলাদেশের জেলে জীবন। শোকেসসমূহে রয়েছে – কৃষি সরঞ্জাম, ঢাল, বর্শা, পোড়ামাটির – বোকাদানি, বড় মদন, ব্যাংক, ঘোড়া, হাতি, উপজাতীয় ঝুড়ি বোকো, বাংলাদেশের লোকবাদ্যযন্ত্র, বিভিন্ন হস্তশিল্প, পাথরের নিদর্শন, বিভিন্ন রকমের ছাঁচ, নকশি পাটি, নকশি পাখা, শখের হাঁড়ি ও নকশি শিকা, মাছ ধরার সরঞ্জাম এবং বাঁশ-বেত-কাঠের গৃহস্থালি নিদর্শন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্যালারি ১২ : বাংলাদেশের নৌকা

'বাংলাদেশের নৌকা' গ্যালারিতে মোট ২৫টি শোকেস ও ২টি ডিওরামা রয়েছে। শোকেস ও ডিওরামাগুলোতে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মোট ৫৯টি ঐতিহ্যবাহী নৌকার মডেল রয়েছে এবং মেঝেতে মানিকগঞ্জ অঞ্চলের একটি বড় দৃষ্টিনন্দন বাইচ নৌকা রয়েছে। নৌকার মডেলগুলোর মধ্যে রয়েছে – কোষা, খেয়া, কেরাই, সাপুড়িয়া, উবরী, কবিতী, জং, পাতিলা, এক-মাল্লাই, বৌ-চোরা গয়না, বাছারি, চিটাগাং, সিলেটি, গস্তি, বজরা, ঘাসী, সাম্পান, বেদী, ইটা, বিলাসী, বেশাল, দেশী, গয়া, মথুরাগড় প্রভৃতি।

গ্যালারি ১৩ : বাংলাদেশের উপজাতি–১

'বাংলাদেশের উপজাতি-১' গ্যালারিতে মোট ৯টি শোকেস ও ১টি ডিওরামা রয়েছে। শোকেসসমূহ ও ডিওরামাতে প্রদর্শিত হচ্ছে – এ দেশে বসবাসরত কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ব্যবহার্য নানা বর্ণের ও নানা রঙের পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, বাদ্যযন্ত্র, গৃহসামগ্রী, মাছ ধরার সরঞ্জাম, ঘর-বাড়ির মডেল প্রভৃতি। এসব নিদর্শনের সংখ্যা মোট ৮১টি। এই ৮১টি নিদর্শন হলো – সাঁওতাল, গারো, মুরং ও মণিপুরি।

গ্যালারি ১৪ : বাংলাদেশের উপজাতি–২

'বাংলাদেশের উপজাতি–২' গ্যালারিতে মোট ৯টি শোকেস ও ১টি ডিওরামা রয়েছে। এগুলোতে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মোট ৭৬টি নিদর্শন রয়েছে। যেমন – তাদের ব্যবহার্য পোশাক, থলে, নানা রকম পিতল ও রুপার অলঙ্কার, গরুর গলার ঘণ্টা, হস্তশিল্প, কৃষিসামগ্রী ও গৃহসামগ্রী প্রভৃতি। যেসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে তারা হলো – চাকমা, মারমা, রাখাইন, বম, ম্রো ও ত্রিপুরা।

গ্যালারি ১৫ : বাংলাদেশের মাটির পাত্র

'বাংলাদেশের মাটির পাত্র' গ্যালারিতে ৫টি শোকেস ও মেঝেতে বড় প্যাডেস্টাল রয়েছে। প্যাডেস্টাল ও শোকেসগুলোতে কারুকাজ করা বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পের ১০০টি নিদর্শন রয়েছে। যেমন – কলস, সুরাই, দুধের বাটি, সাধারণ বাটি, কমণ্ডুলু, তাওয়া, হুক্কার খোল, বড় বয়াম, ফুলদানী, বদনা, ঝাঁঝর, ডাবর, ঠিলা, শখের হাঁড়ি, নকশি কলস, প্রদীপ, গাছা, হাতা, নানা রকম ব্যাংক, পানের ডাবর, পিঠা বাজার পাত্র, কড়াই, গামলা, মটকা, কাদা, মাছের কোলা, রসের ঝালা, চাড়ি, বাগার, ভাটি প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

গ্যালারি ১৬ : পোড়ামাটির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

পোড়ামাটির ফলক বাংলার লোকায়ত শিল্পকলার এক অপূর্ব নিদর্শন। স্থাপত্যের বহিরাঙ্গ অলঙ্করণে পোড়ামাটির ফলক ব্যবহৃত হতো। বাংলায় সুদূর প্রাচীনকাল থেকে পোড়ামাটির ফলক ব্যবহারের ধারাবাহিক ঐতিহ্য লক্ষ করা যায়। চন্দ্রকেতুগড়, হরিণারায়ণপুর, মহাস্থান, পাহাড়পুর, ময়নামতি – প্রায় সকল প্রত্নস্থানে পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে। প্রাচীন বিহার, মন্দির, মসজিদ অলঙ্করণে পোড়ামাটির ফলক ব্যবহৃত হতো। পোড়ামাটির ফলকে নিত্যনৈমিত্তিক জীবন, প্রকৃতি, মানুষ, জীবজন্তু, কিন্নর-কিন্নরী, উড়ন্ত গন্ধর্ব, মাছ, পদ্মফুল, মুক্তমালা মুখে রাজহংস প্রভৃতি দৃশ্যপট উৎকীর্ণ দেখা যায়। পোড়ামাটির ফলক আমাদের গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। এ দেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার অন্যতম উৎস। এ গ্যালারিতে আবহমান বাংলার পোড়ামাটির ফলকসমূহ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় প্রদর্শিত হচ্ছে।

গ্যালারি ১৭ : ভাস্কর্য–১

বাংলা অঞ্চলে পাল-সেন যুগে (অষ্টম-দ্বাদশ শতক) ভাস্কর্যশিল্পের প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়। এই আমলের বিপুলসংখ্যক ভাস্কর্য জাতীয় জাদুঘরে সংগৃহীত আছে। তার মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য – বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মীয় ধাতব মূর্তি এই গ্যালারিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্যালারির উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্যসমূহের মধ্যে রয়েছে – বিষ্ণুপট্ট (দ্বাদশ শতাব্দী), সূর্য (আনু. ৭ম শতাব্দী), পাল রাজা ১ম মহীপালের (৯৮৬-১০৩৪ খ্রি.) ২৩তম রাজ্যবর্ষে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু, লোকনাথ (আনু. ৮ম শতাব্দী), সিতাতপত্রা (আনু. নবম শতাব্দী) ইত্যাদি।

গ্যালারি ১৮ : ভাস্কর্য–২

এই গ্যালারিতে প্রস্তর ভাস্কর্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন মূর্তি। এই অঞ্চলে প্রস্তর দুষ্প্রাপ্য হলেও পার্শ্ববর্তী রাজমহল অঞ্চল থেকে আনীত প্রস্তর দ্বারা এই অঞ্চলের শিল্পীরা প্রাচীন বাংলার মূর্তি তৈরি করতেন। এই অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রস্তর মূর্তি থেকে বাছাই করে এই গ্যালারিটি সাজানো হয়েছে। এই গ্যালারিতে মোট ৬০টি ভাস্কর্য প্রদর্শিত হচ্ছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সময়কালের বিভিন্ন মূর্তি রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো – বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার, বিশ্বরূপ বিষ্ণু, নীলকণ্ঠ, গজলক্ষ্মী ইত্যাদি। বৌদ্ধধর্মীয় বিভিন্ন মূর্তি যেমন – হেরুক, মঞ্জুশ্রী, সিতাতপত্রা, পর্ণশবরী, মারিচী ইত্যাদি।

গ্যালারি ১৯ : স্থাপত্য শিল্প

স্থাপত্য শিল্প শীর্ষক ১৯ নং গ্যালারিটি জাদুঘরের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত। এই গ্যালারিতে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের বিভিন্ন প্রাচীন স্থাপত্যের তৈলচিত্র ও আলোকচিত্র স্থান পেয়েছে। পাহাড়পুর ও ময়নামতির

Dhaka University Institutional Repository

তৈলচিত্র এবং ষাটগম্বুজ মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, বায়তুল মোকাররম মসজিদসহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার আলোকচিত্র এই গ্যালারিতে স্থান পেয়েছে। এখানে রয়েছে ২.৬২ মিটার উচ্চতার ১০/১১ শতকের কালোপাথরের নাগ দরজা এবং ৩.৮ মিটার উচ্চতার ১১ শতকের খোদাই করা কাঠের একটি স্তম্ভ।

গ্যালারি ২০ : লেখমালা

এ গ্যালারির প্রদর্শিত নিদর্শনসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো প্রাচীন ও মধ্যযুগের লিপিমালা। প্রাচীনকালর দুই ধরনের লিপিমালা এ গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে – তাম্রলিপি ও শিলালিপি। তাম্রলিপি হচ্ছে রাজাদেশ-সংবলিত ভূমির দলিল। প্রাচীনকালে ভূমি ক্রয় ও ভূমিদানের দলিল উৎকীর্ণ করা হতো তামার পাতে। এসব ভূমির দলিলে রাজপ্রশস্তি উৎকীর্ণ হতো, যা বাংলার প্রাচীন ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এছাড়া গ্যালারিতে বর্মণ ও পালযুগের প্রস্তরলিপি প্রদর্শিত হচ্ছে। এই লিপিসমূহের ভাষা সংস্কৃত এবং হরফ দেবনাগরী। গ্যালারিতে আরও প্রদর্শিত হচ্ছে সুলতানি ও মোগল আমলের আরবি-ফারসি শিলালিপি। শিলালিপিগুলো বেশিরভাগই মধ্যযুগের মসজিদ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব লিপিমালায় সুলতানের নাম ও তারিখ উল্লেখ আছে, যা মধ্যযুগের ইতিহাসচর্চার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তা ছাড়া গ্যালারির অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে বাংলালিপির বিবর্তনের গ্রাফিক্স চিত্র।

গ্যালারি ২১ : মুদ্রা, পদক ও অলঙ্কার

'মুদ্রা, পদক ও অলঙ্কার' গ্যালারিতে জাতিতত্ত্বের মোট ৫টি দেয়াল শোকেস রয়েছে। এতে মোট ৭৮টি নান্দনিক অলঙ্কার শিল্পকর্মের নিদর্শন রয়েছে। নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে – কারুকাজ করা নানা রকমের বেণি, খোঁপার কাঁটা, মাথার টায়রা, ঝুমকা, বিভিন্ন ধরনের হার, হাঁসুলি, মাদুলি, বাউটি, চুড়ি, বালা কঙ্কণ, বাজু, বিছা, কোমরের অলঙ্কার, তোড়া, খাড়ু, নূপুর, মল প্রভৃতি।

এই গ্যালারিতে ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা বিভাগের ১১টি শোকেসে ৩১৮টি নিদর্শন রয়েছে। প্রদর্শিত নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সময়ের ধাতব মুদ্রা, কাগুজে মুদ্রা ও পদকসমূহ। এখানে স্থান পেয়েছে ছাপাঙ্কিত, হরিকেল, দিল্লির সুলতানি, বাংলার সুলতানি, মোগল, ত্রিপুরা, অহম, কোচ, আরাকানি, ব্রিটিশ, পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি প্রভৃতি মুদ্রা এবং আরও স্থান পেয়েছে বীর উত্তম, বীর বিক্রম, বীর প্রতীক, নিরাপত্তা পদক, সংবিধান পদকসহ ঐতিহাসিক পদকসমূহ, যা ইতিহাসের আকর হয়ে উক্ত গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্যালারি ২২ : হাতির দাঁতের শিল্পকর্ম

'হাতির দাঁতের শিল্পকর্ম' গ্যালারিতে ১২টি দেয়াল শোকেস ও ২টি আইল্যান্ড শোকেস রয়েছে। শোকেসগুলোতে হাতির দাঁত শিল্পকর্মের মোট ১২৭টি নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে। নিদর্শনসমূহ হলো – হাতির দাঁত, হাতির দাঁতের পায়া, পালকি, বাক্স, মালা, আতরদান, পাখি, খড়ম, সিংহাসনের পায়া, গরু, হরিণ, উট, হাতি, মোরগ, খরগোশ, প্রভাবলী, হাতি ও মাহুত, জাপানি মহিলা, সিংহ, ছাগল, মহিষ, সারস পাখি, এক্কা গাড়ি, মেষ, চেয়ারের পশ্চাদ্‌ভাগ, ছুরি, হাত, কলমের হাতল, কাঁটা, চিরুনি, চামচ, রাজার দরবার, দাবার ঘুঁটি, সিঁদুরের কৌটা, সুরমাদানি, কালির দোয়াত, পাখা, ছোট নৌকা, সিংহাসন, পাটি, রমণী (এলোকেশী) প্রভৃতি।

গ্যালারি ২৩ : অস্ত্র–শস্ত্র

'অস্ত্রশস্ত্র' গ্যালারিতে ১৫টি দেয়াল শোকেস, ৩টি মেঝে প্যাডেস্টাল, ৬টি দেয়াল বোর্ড ও উপরে ১টি ঝাড়বাতি রয়েছে। উল্লিখিত শোকেস, প্যাডেস্টাল ও দেয়াল বোর্ডে মোট ১১২টি (ঝাড়বাতিসহ) নিদর্শন রয়েছে। বলধা সংগ্রহের ঐতিহাসিক অস্ত্রশস্ত্র নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে – তরবারি, গদা, গুরুজ, ছোরা, কুঠার, কুঠারভুজ, গুপ্তি, অঙ্কুশ, মাস্কেট, মাস্কেটুন (পিস্তল), শিরস্ত্রাণ, বাহুস্ত্রাণ, বক্ষাচ্ছাদন, কুয়িব্যাস, উরুস্ত্রাণ, বর্শা, ধনুক, দামামা (নাকাড়া), কামান, ঢাল, কাচের ঝাড়বাতি প্রভৃতি।

গ্যালারি ২৪ : ধাতব শিল্পকর্ম

'ধাতব শিল্পকর্ম' গ্যালারিতে মোট ২০টি শোকেস রয়েছে – এর মধ্যে ১৭টি শোকেস , ৩টি মেঝে শোকেস ও উপরে ১টি ঝাড়বাতি শোকেসসমূহে মোট (ঝাড়বাতিসহ) ১৬৭টি নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে। নিদর্শনসমূহ হলো – রুপার পানদান, থালা, ট্রে, আতরদান, গহনার বাক্স, খাসদান, পানবাটা, পাউডার কেস, ফিলিগ্রি কাজের ট্রে, অলঙ্কার বাক্স, ফুলসাজি, গাড়ু, চিনিদান, কেটলি, গ্লাস, বোতলের আধার, গোলাবপাশ, ফিনিয়্যাল (পালকির হাতলের আধার), মশালদান, খড়ম, হাতির গলার মালার গুটিকা, পাত্র, দলিলপত্রের আধার, কারিডিস, ডিশ, চামচ, চিমটা, গ্লাস হোল্ডার, সিঁদুরের কৌটা, ব্যাগ, খাসদান, আফতাবা, পিকদান, সুরাই, ধূপদান, রুপা-পিতল-দস্তার হুক্কা, হুক্কার খোল, হুক্কার স্ট্যান্ড, ধাতবের হাতি, কুমির ও ভালুক, মোরগ, ব্রোঞ্জের যুদ্ধরত বাঘ ও গণ্ডার, উট, পিতলের কচ্ছপের উপর সারস, মহিষ ও বাঘ, থালা, ফুলদান, কলমদান, জগ, গহনার বাক্স, পাত্র, প্রদীপ, আফতাবা, জলপাত্র প্রদীপস্ট্যান্ড, সুরাই, কাচের ঝাড়বাতি, এবং রুপার আহসান মঞ্জিলের অনুকৃতি ও হোসনী দালানের অনুকৃতি (উভয়ই ফিলিগ্রি কাজযুক্ত)।

Dhaka University Institutional Repository

গ্যালারি ২৫ : চীনামাটি ও কাচের শিল্পকর্ম

'চীনামাটি ও কাচের শিল্পকর্ম' গ্যালারিতে ১৩টি দেয়াল শোকেস, ২টি টেবিল নিদর্শন ও তার উপরে ৪টি নিদর্শন এবং ১টি ঝাড়বাতি প্রদর্শিত হচ্ছে। গ্যালারিতে প্রদর্শিত মোট নিদর্শনের সংখ্যা ১০৯টি। নিদর্শনসমূহ হলো – চীনামাটির থালা, জার, ফুলদানি, বাটি, ডিশ, গামলা, সেলাডন পাত্র, টি-সেটের অংশ, ফলপাত্র, স্যুপডিশ, মাখনপাত্র, কাচের – গ্লাস, ফলপাত্র, ডিশ (আরবি লিপিযুক্ত), কাপ-পিরিচ, জগ, বোতল, হুক্কার খোল, ফুলদানি, চিমনি, ফানুস, ক্রিস্টাল ও কাচের– ঝাড়বাতি, কাচ ও পিতলের– লণ্ঠন, কাঠ, মার্বেলের পাথরের টেবিল প্রভৃতি।

গ্যালারি ২৬ : বিশ্রাম কক্ষ

এই গ্যালারিটি আপাতত দর্শনাথীদের বিশ্রামকক্ষ।

গ্যালারি ২৭ : পুতুল

'পুতুল' গ্যালারিতে ৩৮টি শোকেসের মধ্যে ৩টি ডিওরামা শোকেস, ২৫টি দেয়াল শোকেস ও ১০টি মেঝে শোকেস রয়েছে। এই ৩৮টি শোকেসে মোট ১২৫টি বিভিন্ন উপাদানে তৈরি পুতুল নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে। ৩টি ডিওরামা শোকেসে রয়েছে যথাক্রমে – জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্কুল জীবন, কবিতা রচনায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং কাজী নজরুল ইসলাম: গান রচনায়। অন্যান্য শোকেসসমূহে যেসব নিদর্শন রয়েছে তা হলো : কাপড়, তুলা, কাঠ, ধাতব, প্লাস্টিক, মাটি, পোড়ামাটির– জোকার, কলসি কাঁখে রমণী, জমিদারগিন্নি, গণেশ, শিবমূর্তি, নাড়ু গোপাল, লক্ষ্মী, রাধা-কৃষ্ণ, বাঘ, সৈনিক, হাতি, পুতুল, বানর, বৃদ্ধা, শিশু কোলে বধূ, মহিলা, পাখি, বেদেনি, গাভী ও বাছুর, হাঁস, ময়ূর, কবুতর, ষাঁড়, সাইকেল আরোহী, গরুর গাড়ি, টিয়া পাখি প্রভৃতি।

গ্যালারি ১২৮ : বাদ্যযন্ত্র

'বাদ্যযন্ত্র' গ্যালারিতে ১টি অষ্টকোণ শোকেস, ১৬টি দেয়াল শোকেস ও মেঝেতে ১টি হলগ্র্যান্ড পিয়ানো এবং ১টি ঝাড়বাতি রয়েছে। গ্যালারিতে মোট নিদর্শনের সংখ্যা ৭৭টি। বাংলাদেশের ঐতিহ্যিক নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে, যেমন – দোতারা, সরোদ, সারিন্দা, একতারা, হাওয়াইন গিটার, স্পেনিশ গিটার, ভায়োলা, বেহালা, বীন, পাত বাঁশি, সরল বাঁশি, আড় বাঁশি, মোহন বাঁশি, সানাই, ক্লারিওনেট, কাঠ তরঙ্গ, চাটি, রুদ্রবীণা, বিচিত্র বীণা, করতাল, কাসর, ঘণ্টি, মৃদঙ্গ, কারা, খোল, নূপুর, হাঁড়ি, মেরাক্কাশ, ব্যাগ পাইপ, দফ, খঞ্জরি, ডুগডুগি, বায়া, তবলা, পাখোয়াজ, ব্যাঞ্জো, পিয়ানো একোর্ডিয়ান, কপলার স্কেল চেঞ্জার হারমোনিয়াম, এস্রাজ, তানপুরা, সেতার, হলগ্র্যান্ড পিয়ানো, সেতার বেঞ্জু, গ্রামোফোন, তার সানাই, নাকাড়া, খমক, ঢাক, মন্দ্রবাহার, সুরবাহার ও ঝাড়বাতি প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

গ্যালারি ২৯ : বস্ত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ

'বস্ত্র ও পোশাক পরিচ্ছদ' গ্যালারির উন্নয়ন কাজ চলছে।

গ্যালারি ৩০ : নকশি কাঁথা

'নকশি কাঁথা' গ্যালারিতে ২টি বড় শোকেসসহ মোট ৮টি দেয়াল শোকেস, ১টি বিল্ট-ইন শোকেস ও ৫টি বেদি শোকেসসহ মোট ১৪টি শোকেস রয়েছে। উল্লিখিত শোকেসগুলোতে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ৫৪টি নকশি কাঁথা প্রদর্শিত হচ্ছে। নিদর্শনগুলো হলো – বোচকা কাঁথা, সুজনী কাঁথা, আর্শিলতা, লেপ কাঁথা, পান কাঁথা, বটুয়া, জায়নামাজ ও দস্তরখানা প্রভৃতি।

গ্যালারি ৩১ : কাঠের শিল্পকর্ম-১

'কাঠের শিল্পকর্ম-১' গ্যালারিতে মোট ২৩টি কাঠের নান্দনিক শিল্পকর্ম ও ১টি ঝাড়বাতি প্রদর্শিত হচ্ছে। নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে– কাঠের বেড়া, কাঠের সিন্দুক, কাঠের টেবিল, কাঠের পালঙ্ক, কাঠ ও শ্বেতপাথরের চৌকি, ঝাড়বাতি ও তাকিয়া প্রভৃতি।

গ্যালারি ৩২ : কাঠের শিল্পকর্ম-২

'কাঠের শল্পকর্ম-২' গ্যালারিতে মোট ২২টি নান্দনিক কাঠের শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হচ্ছে। নিদর্শনসমূহ হলো – কাঠের টেবিল, ধাতব চেয়ার, হাতির দাঁতের কারুকাজ করা অলঙ্কৃত চেয়ার, কাঠের অলঙ্কৃত চেয়ার, কাঠের রেলিং, কাঠের দরজা, কাঠের প্যানেল, কাঠের আলোকবালা, দণ্ডসহ কাঠের কাইয়াল, কুমিরসদৃশ্য কাঠের ঢেঁকি, বাঘের মুখসদৃশ্য কাঠের ঢেঁকি ও কাঠের পালঙ্ক প্রভৃতি।

গ্যালারি ৩৩ : প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও মিনিয়েচার পেইন্টিং

এই গ্যালারিতে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বিশেষ পাণ্ডুলিপি, মিনিয়েচার পেইন্টিং প্রদর্শিত হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছাপাপুস্তক, তালপাতার পুঁথি, সনদ, কাবিননামা, ঈদ ও মহররম সিরিজ পেইন্টিং, মহাভারত, চৈতন্যচরিতামৃত, পদাবলি, গীতা, মানুষ বিক্রির দলিল, পবিত্র কোরআন শরিফ, শাহনামা, ফতোয়া আলমগীরি, আসমা-উল-হুসনার মতো দুর্লভ পাণ্ডুলিপি। *শাহনামার* চিত্রিত প্রচ্ছদ স্থায়ী প্রদর্শনীকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

গ্যালারি ৩৪ : সমকালীন শিল্পকলা গ্যালারি-১

এই গ্যালারিতে রয়েছে বাংলাদেশের সমকালীন শিল্পীদের আঁকা শিল্পকর্ম ও খ্যাতিমান ভাস্করদের ভাস্কর্য। তেলরং, জলরং ও মিশ্র মাধ্যমে সৃষ্ট শিল্পকর্ম। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাঠ ও সিমেন্ট মাধ্যমের ২টি ভাস্কর্য রয়েছে। এছাড়াও একটি ট্যাপেস্ট্রিসহ গ্যালারিতে মোট ২৯টি শিল্পকর্ম রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্যালারি ৩৫ : শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন গ্যালারি

এই গ্যালারিতে শিল্পাচার্যের আঁকা ৭৮টি চিত্রকর্ম ও শিল্পীর একটি প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হচ্ছে। তন্মধ্যে শিল্পীর দুর্ভিক্ষের চিত্রমালার কয়েকটি বিখ্যাত শিল্পকর্ম, তেলরঙে আঁকা বেদে নৌকা, ঘরেফেরা, জলরং মাধ্যমের সাঁওতাল, কালবৈশাখী, কালি ও মোমে আঁকা ঝড়ে গরু, বিদ্রোহী গরু, এ ছাড়াও গুন টানা, মাছ ধরা, প্রসাধনসহ উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম।

গ্যালারি ৩৬ : সমকালীন শিল্পকলা গ্যালারি-২

এই গ্যালারিতে রয়েছে বাংলাদেশের বিখ্যাত শিল্পী কামরুল হাসান, এস. এম. সুলতান, সফিউদ্দীন আহমেদ, আমিনুল ইসলাম, আনোয়ারুল হক, মুর্তজা বশীর, রশিদ চৌধুরী, আব্দুর রাজ্জাক, মুস্তাফা মনোয়ার, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, কাইয়ুম চৌধুরী, হাশেম খানসহ দেশবরেণ্য সমকালীন শিল্পীদের শিল্পকর্ম। তেলরং, জলরং, মিশ্র মাধ্যম, অ্যাক্রেলিকসহ অন্যান্য মাধ্যমে সৃষ্ট শিল্পকর্ম যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে কাঠ, সিমেন্ট, লোহা, মাধ্যমে সৃষ্ট ভাস্কর্য। তন্মধ্যে ভাস্কর নভেরা আহমেদ, আনোয়ার জাহান, অলক রায়, সুলতানুল ইসলামসহ অন্যান্য সমকালীন ভাস্করদের ভাস্কর্য উল্লেখযোগ্য। এ গ্যালারিতে মোট ১৩১টি নিদর্শন দর্শকদের পরিদর্শনের জন্য রয়েছে।

গ্যালারি ৩৭ : ১৭৫৭-১৯৪৭ সাল

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার পরাজয়ের পর ইংরেজরা ধীরে ধীরে এ দেশের শাসনক্ষমতা দখল করতে থাকে। লর্ড ক্লাইভ ১৭৬৫ সালে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলার গর্ভনর হয়ে কোম্পানির শাসন কায়েম করেন। দোর্দণ্ডপ্রতাপে ইংরেজ শাসকবর্গ বাঙালিদের ওপর ২০০ বছর ধরে যে অত্যাচার ও নির্যাতন চালায় তার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৩৭ নং গ্যালারিতে। এই গ্যালারিতে ৪১টি সংগ্রহভুক্ত নিদর্শন এবং ৯১টি সংগ্রহবহির্ভূত নিদর্শন রয়েছে। উল্লেখযোগ্য নিদর্শনগুলো নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার তরবারি, মহীশুরের টিপু সুলতানের তরবারি, ইংরেজদের নীল জ্বাল দেওয়ার কড়াই এবং সিরাজ-উদ্-দৌলার কার্পেট। এ ছাড়াও প্রদর্শিত হচ্ছে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা, নবাব ফয়জুনন্নেসা চৌধুরানীর ব্যবহৃত তৈজসপত্র ও মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রদত্ত স্বর্ণপদক, বেগম রোকেয়ার স্কুলের হিসাবের খাতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের স্বহস্তে লিখিত পত্রসহ অন্যান্য নিদর্শন।

গ্যালারি ৩৮ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : বাঙালি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ

এই গ্যালারির প্রধান বেশিষ্ট্য হলো গ্যালারিটি দুটি ভাগে বিভক্ত :

ক. ৩৮ নং গ্যালারির নিচতলায় প্রদর্শিত হচ্ছে সংগ্রহভুক্ত ৯৪টি নিদর্শন এবং ২৩১টি সংগ্রহবহির্ভূত আলোকচিত্র ও অন্যান্য নিদর্শন। সংগ্রহভুক্ত নিদর্শনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য – মুক্তিযুদ্ধের পুস্তক-

Dhaka University Institutional Repository

পুস্তিকা, লিফলেট, পোস্টার, আত্মসমর্পণের টেবিল এবং ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশনে উত্তোলিত বাংলাদেশের প্রথম পতাকা। সংগ্রহবহির্ভূত উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র হলো – ভাষা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণসহ উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্রসমূহ।

খ. মেজানিন ফ্লোরে প্রদর্শিত নিদর্শনের মধ্যে ৭২টি সংগ্রহভুক্ত এবং ২৬৫টি সংগ্রহবহির্ভূত নিদর্শন। সংগ্রহভুক্ত উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হলো – মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, গোলার খোল, ব্যাজ, স্টিকার্স, পীড়নযন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধের গোপন ম্যাপ, স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের নিদর্শন ইত্যাদি। সংগ্রহবহির্ভূত নিদর্শনর মধ্যে রয়েছে – মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র, বীরাঙ্গনা ও বিদেশি নেতৃবৃন্দের যুদ্ধাঞ্চল পরিদর্শন, আত্মসমর্পণসহ মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্রসমূহ।

গ্যালারি ৩৯ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : বাঙালি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ

'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : বাঙালি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক ৩৯ নং গ্যালারিটি জাদুঘরের ৩য় তলায় অবস্থিত। জাদুঘরে বাস্তবায়িত 'দু'টি বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শনী স্থাপন' কর্মসূচির আওতায় গ্যালারিটিকে নতুনভাবে সজ্জিত করা হয়েছে। এই গ্যালারিতে মূলত পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ দেখানো হয়েছে। উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে – বুদ্ধিজীবীদের ব্যবহৃত বিভিন্ন স্মৃতি নিদর্শন, সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের ব্রোঞ্জের আবক্ষ ভাস্কর্য, পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের তৈলচিত্র ও আলোকচিত্র, পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রথম শহীদ মিনারের পিলার ইত্যাদি। এ ছাড়াও এই গ্যালারিতে একটি টাচস্ক্রিন ও একটি এলইডি মনিটরের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সচিত্র ইতিহাস ও তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে।

গ্যালারি ৪০ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : বাঙালি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ

'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : বাঙালি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক ৪০ নং গ্যালারিটি জাদুঘরের ৩য় তলায় অবস্থিত। জাদুঘরে বাস্তবায়িত 'দু'টি বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শনী স্থাপন' কর্মসূচির আওতায় গ্যালারিটিকে নতুনভাবে সজ্জিত করা হয়েছে।

এই গ্যালারিতে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন, দেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ, বাংলাদেশের স্বীকৃতি, ১৫ আগস্ট সপরিবারের জাতির পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এই গ্যালারির উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে – জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্রোঞ্জের আবক্ষ ভাস্কর্য ও তাঁর ব্যবহৃত বিভিন্ন স্মৃতিনিদর্শন, জাতীয় চার নেতার ব্যবহৃত স্মৃতিনিদর্শন, বঙ্গবন্ধুর

Dhaka University Institutional Repository

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণদানসহ কিছু দুর্লভ আলোকচিত্র, দালালদের বিচারসংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-সংবলিত পত্রিকার প্রতিবেদন ইত্যাদি। আরও আছে একটি এলইডি মনিটর, যার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হচ্ছে।

গ্যালারি ৪১ : বিশ্বসভ্যতা গ্যালারি

এই গ্যালারিতে রয়েছে বিশ্বসভ্যতার নিদর্শন। এখানে বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য রয়েছে ক্রোকারিজ, ফুলদানি, কাঠের শিল্পকর্ম, বাকল চিত্র, ক্রেস্ট, থানকা চিত্র, ট্যাপেস্ট্রিসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ১১৯টি পুতুল, যা বিশ্বসভ্যতার স্মৃতিনিদর্শন হিসেবে প্রদর্শিত হচ্ছে। এই গ্যালারিতে মোট ২২১টি নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে।

গ্যালারি ৪২ : পাশ্চাত্য শিল্পকলা গ্যালারি

এই গ্যালারিতে রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত শিল্পীদের শিল্পকর্মের ডিজিটাল অনুকৃতি। তন্মধ্যে সানফ্লাওয়ার গোয়ের্নিকা, সামার প্লেস, মোনালিসাসহ অন্যান্য শিল্পকর্মের ডিজিটাল অনুকৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানে মোট ৬৬টি অনুকৃতি ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহভুক্ত ৯টি নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে।

গ্যালারি ৪৩ : বিশ্বমনীষী গ্যালারি

এই গ্যালারিতে রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মনীষীদের প্রতিকৃতি। তন্মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, মহাত্মা গান্ধী, নিউটন, পাবলো পিকাসো, কলম্বাস, জর্জ ওয়াশিংটনসহ অন্য মনীষীদের মোট ৪০টি প্রতিকৃতি। এ ছাড়াও এই গ্যালারিতে একটি চায়নিজ বাদ্যযন্ত্র 'চাইমবেল' প্রদর্শিত হচ্ছে। মোট ৪১টি নিদর্শন রয়েছে এ গ্যালারিতে।

গ্যালারি ৪৪ : বিদেশি গ্যালারি

এই গ্যালারিতে স্থাপিত হয়েছে ৪টি কর্নার :

কোরিয়ান কর্নার : এখানে রয়েছে কোরিয়ান সংস্কৃতির বাদ্যযন্ত্র, মুখোশ, অলঙ্কার, বিয়ের পোশাক, মিনিয়েচার চিত্র, কোরিয়ান ভাষা বর্ণমালা শেকার কিয়োশক, ফুলদানিসহ কোরিয়ান সংস্কৃতি তুলে ধরার অন্যান্য সব নিদর্শন। কোরিয়ান কর্নারে মোট ৬৩টি নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে।

ইরানি কর্নার : ইরানি সভ্যতা বিকাশের নিদর্শন বিদ্যমান এ কর্নারে। তন্মধ্যে কোরআন শরিফ, ফ্রেমে বাঁধাইকৃত আয়াত, *শাহনামার* একটি পৃষ্ঠা, ইরানি বাদ্যযন্ত্র, পানপাত্র, ফুলদানি, জগ, ম্যাট,

Dhaka University Institutional Repository

রুপা ও তামার তৈরি তৈজসপত্র, রেশমি কাপড়সহ নানা ধরনের নিদর্শন। এই কর্নারে মোট ১০০টি নিদর্শন রয়েছে।

সুইজারল্যান্ড কর্নার : এই কর্ণারে রয়েছে সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ধরনের গহনা, তেজসপত্র, ফুলদানি, টেবিল ম্যাট, টেবিল রানার, গরুর গলায় ব্যবহৃত পিতলের ঘণ্টা, গহনার বাক্স, লবণের থলে, পেপার কাটিং শিল্পকর্ম, চারণভূমির রেপ্লিকা, পুতুল, মুখোশসহ নানা ধরনের নিদর্শন। মোট ১৪২টি নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে এই কর্নারে।

চায়নিজ কর্নার : এই কর্ণারে রয়েছে চৈনিক সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন, যেমন – রাজপ্রাসাদের লণ্ঠন, কাঠের অলঙ্কৃত পর্দা, চীনামাটির বড় ফুলদানি, ব্যবহৃত তৈজসপত্র, সৈনিকদের অবয়ব, কাপড়ের শিল্পকর্মসহ নানা ধরনের নিদর্শন। এই কর্নারে মোট ৮৩টি নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৩৭, ৩৮, ৩৯ ও ৪০ নং গ্যালারিগুলোকে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সজ্জিত করে দু'টি বিষয়ভিত্তিক প্রদর্শনী স্থাপন শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। প্রদর্শনী দু'টি হলো :

১. ৩৭, ৩৮ ও ৩৯ নং গ্যালারিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৭৫৭-১৯৭১)

২. ৪০ নং গ্যালারিতে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ (১৯৭১-১৯৭৫)

উক্ত গ্যালারিগুলোর পরিচিতিমূলক চারটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে জনগণ বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারেন। বইগুলো হলো :

১. ইংরেজি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৭৫৭-১৯৪৭), ২. ভাষা আন্দোলন, ৩. মুক্তিযুদ্ধ ৪. স্বাধীন বাংলাদেশ (১৯৭১-১৯৭৫)।

লাইট, সাউন্ড অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া প্রজেকশনের মাধ্যমে চারটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রামাণ্যচিত্র চারটি হলো :

১. ভাষা আন্দোলন, ২. ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ, ৩. মুক্তিযুদ্ধ, ৪. স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ।

কিয়স্ক বা টাচ্ স্ক্রিনের সাহায্যে তথ্য ও আলোকচিত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : বাঙালি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ (১৭৫৭-১৯৪৭), বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : বাঙালি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ (১৯৪৮-১৯৭০), বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : বাঙালি বাংলদেশ মুক্তিযুদ্ধ-১৯৭১, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ (১৯৭১-১৯৭৫)-এর ইতিহাস দর্শকগণকে জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

[বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারি পরিচিতি অংশটি প্রকাশ চন্দ্র সাহা সম্পাদিত 'জাতীয় জাদুঘরের শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ১৯১৩-২০১৩' শীর্ষক স্মরণিকার পৃ. ১০ এবং ২১-২৭ থেকে সংগৃহীত হয়েছে]

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর

১৪ আগস্ট ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ, ৩০ শ্রাবণ ১৪০১ বাংলা সনে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-রাজনীতিক, বিদেশি কূটনীতিক এবং সুধীসমাজের বিরাট সমাবেশে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরের শুভ উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা।[৭] উল্লেখ্য, শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বেগম ফজিলাতুননেছার দুই জীবিত উত্তরাধিকারী। তাঁদের ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার সড়ক নম্বর ৩২, বাড়ি নম্বর ৬৭৭ (পুরাতন), বর্তমান বাড়ি নম্বর ১০, সড়ক নম্বর ১১ বাড়ির স্বত্ব ১১-৪-১৯৯৪ তারিখে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট গঠনপূর্বক ট্রাস্ট দলিল ৬-৯-১৯৯৪ তারিখে যথারীতি সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি করে উক্ত বাড়ি ট্রাস্টের হাতে অর্পণ করেন।[৮] অবশ্য এরও পূর্বে বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত বাড়িটিকে জাদুঘরে রূপান্তরের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জাদুঘরবিদ ড. ফিরোজ মাহমুদ ও হাবিবুর রহমান রচিত 'The Museums in Bangladesh' গ্রন্থে তার উল্লেখ রয়েছে :

> 'The Awami League Presidium, in June 1983, announced to set up a museum in memory of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. It is going to be a personalia museum. The private house of the Bangabandhu at Road No. 32, Dhanmondhi Residencial Area, Dhaka, has been proposed to be converted in to the said museum, and it will contain relics and mementos illustrating his life.'[৯]

বাংলাদেশের স্বাধীনতার অন্যতম রূপকার হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান, মাতার নাম সাহারা খাতুন। খোকা নামের সেই শিশুটি পরবর্তীতে হয়ে উঠেন নির্যাতিত ও নিপীড়িত বাঙালির ত্রাতা ও মুক্তির দিশারী। এক বিশাল রাজনৈতিক সংগ্রামবহুল জীবনের অধিকারী এই নেতা বিশ্ব ইতিহাসে ঠাঁই করে নেন স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার হিসেবে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মহামূল্যবান সময় ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িটিতে কাটিয়েছিলেন বলেই কালক্রমে এ বাড়ি বাঙালি জাতির গৌরবের প্রতীক হিসেবে পরিচিত লাভ করে।

---

৭. *জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট : উদ্দেশ্য এবং গঠনতন্ত্র*, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ঢাকা জুন ২০০২। পৃ. ৫

৮. প্রাগুক্ত। পৃ. ৫

৯. Mahmud, Firoz & Rahman, Habibur, *The Museums in Bangladesh*, Dhaka Bangla Academy, First Published 1987. pp. 498-499

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গবন্ধু ১৯৬১ সালের ১ অক্টোবর তাঁর পরিবার পরিজনসহ এ বাড়িতে উঠেন। বাঙালি জাতির কল্যাণ সাধনে জনগণের অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবন পরিচালনা করেন।

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িটি অচিরেই তাঁর আদর্শ ও অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম কার্যক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ বাড়িতেই রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও স্বপ্নদর্শী মানুষ তাঁদের চিন্তা চেতনার সংমিশ্রণে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিষয়গুলো নিয়ে মতবিনিময় করতেন।

১৯৬২ সালে পাকিস্তানের আইউব সরকারের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরুর লগ্ন থেকে বাড়িটি বাঙালি জাতির হৃদয়ে একটি বিশেষ জায়গা দখল করে নেয়।

১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৮-৬৯ সালের গণঅন্দোলন এবং ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের মূল সূচনাগার হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর রোডের বাড়িটি স্বীকৃতি লাভ করে।

এ বাড়ি থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও কার্যক্রমের সূচনা করা হয়।

পাকিস্তানের কবল থেকে বাংলাদেশের মুক্তির ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এ বাড়ির সভা টেবিলে গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে ১৯৭১ সালে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও স্বাধীনতার ঘোষণা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা ঘটে এ বাড়িতে। তৎপরবর্তীতে অগণিত ছাত্র, জনতা, নেতা কর্মী ও সাধারণ মানুষের সমাগমের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিণত হয়। বাড়ির দোতলার ব্যালকনি থেকে অনেক সময় বঙ্গবন্ধু সমবেত মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন।

২৫ মার্চের পাকিস্তানি সেনা হত্যাযজ্ঞ শুরু হওয়া পর্যন্ত দলের নেতাকর্মী, সরকারি কর্মচারী ও সধারণ জনগণের সমস্ত কর্মনির্দেশনা এ বাড়ি থেকেই প্রদান করা হয়। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের দৈনন্দিন বিষয়গুলো এ বাসায় প্রতিষ্ঠিত অফিস থেকে পরিচালনা করেন।

এ বাড়ি থেকেই ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমস্ত নির্দেশনা প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের ভয়াল রাতে এ বাড়ি থেকেই সাড়ে বারোটায় টেলিফোন বার্তায় বঙ্গবন্ধু মুক্তি সংগ্রামে অস্ত্রসহ ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। রাত ১:৩০ মিনিটে শত্রুপক্ষ বঙ্গবন্ধুকে এ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়।

স্বাধীনতার পর সরকারি বাসভবনের পরিবর্তে বঙ্গবন্ধু এ বাড়িতে সপরিবারে অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর বাড়িটি সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। শুধুমাত্র মহান এ নেতাকে একনজর

Dhaka University Institutional Repository

দেখার জন্য এ বাড়িতে সাংবাদিক, বিদেশি অতিথি এবং সাধারণ কৌতূহলী মানুষের ভিড় লেগে থাকতো ।

স্বাধীনতার পর দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তোলার লক্ষে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন । বঙ্গবন্ধু দেশের সামগ্রিক প্রশাসনিক কাঠামো, অর্থনীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তন এবং তাঁর অতি নিকটস্থ সহকর্মীদের সহযোগিতায় মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে একটি আদর্শ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন ।

কিন্তু তাঁর পরিকল্পনার একটি অংশমাত্র বাস্তবায়নের পূর্বেই বাংলাদেশের জাতির জনক স্বপ্নদ্রষ্টা রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘাতকের গুলি নিস্তব্দ করে দেয় । তাঁর পাশাপাশি অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্য প্রাণপ্রিয় স্ত্রী বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব, তাঁর তিন পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শিশু শেখ রাসেল এবং নববধূ শেখ কামালের স্ত্রী সুলতানা কামাল, শেখ রোজী জামাল ও ভাই শেখ আবু নাসেরকে হত্যা করা হয় । এ ছাড়াও ঘরে অনেক কর্মী মৃত্যুবরণ করেন । তাদেরকে ঘরের বিভিন্ন স্থানে হত্যা করা হয় ।

বর্তমানে ৩২ নং রোডের ভিন্ন নম্বর হলেও ৩২ নং রোড জাতির অন্তস্থলে চিরস্থায়ী স্থান দখল করে আছে । বাড়িটি সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে জনগণের কাছে বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার প্রতীক হিসেবে অম্লান হয়ে আছে এবং জাতির প্রতি তাদের প্রতিজ্ঞাকে নবায়নের সুযোগ পেয়েছে । বঙ্গবন্ধুর জীবনের স্মৃতি বিজড়িত এই বাড়িটি জীবন্ত ইতিহাসের অংশ বিবেচনায় সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

বাড়িটি ১৯৮১ সালে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার নিকট হস্তান্তর করা হয় । বাড়িটির দেয়াল, মেঝে, পিলার, বুলেটের ক্ষত ও শুকনো রক্তের চিহ্ন মিশ্রিত ।

শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু ট্রাস্টের কাছে বাড়িটিকে একটি জাদুঘরে রূপান্তরের নিমিত্ত হস্তান্তর করেন ।

বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর হিসেবে রূপান্তরের মূল পরিকল্পনা স্তরভিত্তিক উন্নয়নের অংশ । প্রথম স্তরের পরিকল্পনায় নিচতলার দু'টি কক্ষ ও দ্বিতীয় তলার তিনটি কক্ষ অন্তর্ভুক্ত করা হবে । জাদুঘরকে পূর্ণাঙ্গ রূপদান চূড়ান্ত পর্যায়ে চারতলা বিশিষ্ট ইমারত নির্মাণ করা হবে । বঙ্গবন্ধুর জীবনের স্মৃতিকে মূর্ত রাখার লক্ষে মূল বাড়িটিকে অবিকৃত রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে ।

বাড়ির নিচতলার প্রথম কক্ষটি ড্রয়িং রুম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যেখানে জাতির জনক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে বসতেন এবং কথাবার্তা বলতেন । বর্তমানে কক্ষটিতে বঙ্গবন্ধুর কর্মজীবনের চিত্র ভিত্তিক ইতিহাস ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । পাশের কক্ষটি বঙ্গবন্ধু অবসর সময়ে

Dhaka University Institutional Repository

পড়ালেখার কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করতেন। এ কক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার বার্তা প্রেরণ করেন।

প্রথম তলার ১ম কক্ষ পারিবারিক বাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তী কক্ষ বঙ্গবন্ধুর শয়ন কক্ষ ছিলো। পার্শ্ববর্তী কক্ষটি শেখ রেহানার শয্যাকক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

বর্তমানে এ কক্ষে কয়েকটি পারিবারিক আলোকচিত্র এবং বঙ্গবন্ধুর ব্যবহার্য কিছু জিনিসপত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। কক্ষের বাহিরে করিডোরের প্রান্তে সিঁড়িঘর যেখানে ঘাতকদের বুলেটে ক্ষতবিক্ষত বঙ্গবন্ধুর নিস্তেজ দেহ পড়েছিল। বঙ্গবন্ধুর জখম থেকে প্রবাহিত রক্তধারা শুকিয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। বর্তমানে সে স্থান কাচের নিচে আবৃত অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকে ধারণ করে রেখেছে।

বঙ্গবন্ধু দেশ ও দেশের মানুষ এবং পরিবারের সঙ্গে গভীর বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি উভয়কে সুরক্ষায় বীরের মত প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একজন আদর্শ মানুষ ও তাঁর লালিত স্বপ্ন ও জাতির প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও প্রজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য উৎসর্গীত। এ বাড়িটি পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে একটি জাতির স্বাধীনতা অর্জনের পশ্চাতে একজন দেশপ্রেমিক মানুষের বীরোচিত সংগ্রামকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার একটি প্রতীক হিসেবে বিবেচিত।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরের নিদর্শনের ডকুমেন্টেশন শুরু হয় মূলত ২০০৬ সাল থেকে। এ সময় ১৯৫০টি নিদর্শনের ডকুমেন্ট করা হয়। ২০০৭ সালে ৩৩৬টি, ২০০৯ সালে ৯১১টি, ২০১০ সালে ২৪৩টি, ২০১১ সালে ৩টি এবং ২০১২ সালে ১টি নিদর্শনের ডকুমেন্ট করা হয়। এরপর জাদুঘরের সংস্কারের কাজের জন্য এই প্রক্রিয়া সাময়িক বন্ধ রাখা হয়।

২০০৬ সালে ডকুমেন্টশনকৃত নিদর্শন

২০০৬ সালে ডকুমেন্টশনকৃত নিদর্শন সংখ্যা ১৯৫০টি। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর শয়নকক্ষে ৮৮৬টি মূল নিদর্শনের অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। একটি ক্রমিক নম্বরে একাধিক নিদর্শনও রয়েছে। ২০০৬ সালে ডকুমেন্টশনকৃত উল্লেখযোগ্য নিদর্শনগুলো নিম্নরূপ :

ড্রেসিং টেবিল, পারফিউম / কসমেটিকস, পাউডার, আফটার সেভ লোশন, শো-পিস, প্রসাধন সামগ্রী, চেয়ার, মোড়া, আলমিরা, টুল (কাঠ ও ফোম নির্মিত), কাঠের ফ্রেমে বাধানো বঙ্গবন্ধুর সাদা-কালো ছবি, টেলিফোন সেট, টেলিফোন নির্দেশিকা, ঔষধ, মলমের কৌটা, মানি ব্যাগ, তামাকের কৌটা, তামাকের পাইপ, তামাক পাইপ স্ট্যান্ড, স্টিলের পাইপ ক্লিনার, ঘড়ি, ব্যাটারি, কাচের গ্লাস, পিরিচ, অ্যাশট্রে, তৈজসপত্র, লাইটার, কলম, প্লেট / থালা, চিরুনি, তসবীহ, খাদ্যদ্রব্য– হরলিকস,

Dhaka University Institutional Repository

খেলার সামগ্রী – বাল্যবন্ধু লুডু, খেলনা বালতি, আগর বাতি, চশমার খাপ, কাঁচি, খামসহ কার্ড, চাবি, চাবির রিন ও কম্পাস, ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম, এয়ার ফোন, অলংকার, তাবিজ, বুলেটের খোসা, দেয়াশলাইয়ের বাক্স, নানান ডকুমেন্ট, (চিঠি, ফার্নিচারের ক্রয় রশিদ, শুভেচ্ছা কার্ড, মুদ্রিত পুস্তক, প্রেসক্রিমশন, মিষ্টি ক্রয়ের রশিদ), মুদ্রা, ড্যাগার, চুল, পরচুলা, ছাপা পুস্তক, হাত ব্যাগ, কাপড়ের তৈরি রুমাল, হ্যাট / টুপি, কাচের বোতল, আলোকচিত্র, ফলের বীজ ও ধাতবপাত্র, টেবিল, গহনার বাক্স, ডালি / ফুলের ঝুড়ি, কাঠপেনসিল, কোটপিন, ছবির নেগেটিভ, চশমার লেন্স, মোম, টেবিল ক্লথ, পানের বাটা, ডায়েরি, অভিধান, মেডিক্যাল রিপোর্ট (বেগম মুজিবের), বস্ত্র - পেপার ওয়েট, বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের ব্যবহৃত কাপড়-চোপড়, থান কাপড়, বঙ্গবন্ধুর পরিধেয় কাপড় চোপড় / পোশাক আশাক, বঙ্গবন্ধুর পাসপোর্ট, হাতপাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, দস্তরখানা, রক্তমাখা কাপড় চোপড়, বিছানার চাদর, টেবিলক্লথ, গামছা, বঙ্গবন্ধুর শয়ন খাট, প্রসাধন – সাবান, বডিস্প্রে, টুথপেস্ট, জিলেট, হেয়ার ক্রিম, রেজার, শ্যাম্পু, হেয়ার কালার, তালপাতার পাখা, জায়নামাজ, মৃৎশিল্প নিদর্শন (মাটির ব্যাংক) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নীতি ও কর্মসূচির ঘোষণা (ম্যানিফেস্টো), ফ্যান, জানালার পর্দা, ১৯৭৫ সালের ক্যালেন্ডার, বঙ্গবন্ধুর স্যান্ডেল, (স্যান্ডেলে তারকাট মারা আছে), জুতা, বেগম মুজিবের জুতা – স্যান্ডেল, বঙ্গবন্ধুর পোশাক আশাক, জুতা, স্যান্ডেল, শেখ রাসেলের পোশাক আশাক, খেলনা, জুতা, রুমাল, মেডেল, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শিশি, ধাতব নিদর্শন – তরবারি (খাপসহ), টিস্যু বক্স, খেলনা গাড়ি, খেলনা পিস্তল, প্ল্যায়িং কার্ডস / তাস, কোমল পানীয়, আয়না, ধর্মীয় বই, বঙ্গবন্ধুর লুঙ্গি, পায়জামা, পাঞ্জাবী, হাফহাতা গেঞ্জি, স্যান্ডো গেঞ্জি, মুজিব কোর্ট, বেগম মুজিবের গাউন, তোয়ালে, রেডিও, বঙ্গবন্ধুর গাউন, বঙ্গবন্ধুর হাফ ও ফুল সার্ট, কোট, ছড়ি, টাই, বেল্ট, টর্চলাইট ইত্যাদি ।

নিদর্শন ডকুমেন্টেশন রেজিস্টারে নিদর্শন পরিচিতিকে ১০ (দশ) ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে । এগুলো হল : ১. ক্রমিক নম্বর, ২. নিদর্শনের ধরণ, ৩. নিদর্শনের শিরোনাম, ৪. সংখ্যা, ৫. নিবন্ধন নম্বর, ৬. প্রাপ্তি তথ্য, ৭. পরিমাপ, ৮. সময়কাল, ৯. নিদর্শনের বর্তমান অবস্থান এবং ১০. মন্তব্য ।

প্রাপ্তি তথ্য বঙ্গবন্ধু ভবন, বঙ্গবন্ধু কন্যাদ্বয় শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা নিশ্চিত করেন ।

বঙ্গবন্ধু জাদুঘরে ২৩টি বুলেট চিহ্ন স্থান চিহ্নিত করা হয় । এই স্থানগুলো কাচ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে । ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সবগুলো বুলেট চিহ্নের সময়কাল । বঙ্গবন্ধুর মেঝ ছেলে শেখ জামালের কক্ষ, শেখ কামালের কক্ষের বাথরুম, বঙ্গবন্ধুর বেডরুমে দক্ষিণ পশ্চিম দিকের মেঝে, বঙ্গবন্ধুর বেড়রুমে পশ্চিম দিকের মেঝে, বঙ্গবন্ধুর বেড রুমের পশ্চিম দেয়ালে এবং বঙ্গবন্ধুর বেডরুমের দক্ষিণ পশ্চিম দিকের দেয়ালে বুলেট চিহ্ন স্থানগুলো বর্তমান অবস্থান সনাক্ত করা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

২০০৭ সালে ডকুমেন্টশনকৃত নিদর্শন

এই রেজিস্টারে ৩৫৪টি নিদর্শন নিবন্ধিত হয়েছে। কোনো কোনো ক্রমিক নম্বরে একাধিক নিদর্শন রয়েছে। নিদর্শনগুলোর মধ্যে – বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত চিনিসপত্র, বিভিন্ন আলোকচিত্র, অ্যালবাম, ডকুমেন্ট-চিঠি, টেক্সট, বইয়ের প্রচ্ছদ, পেইন্টিং, পেপার কাটিং, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে শেখ মুজিবর রহমানের নামে প্রচারিত স্বাধীনতা ঘোষণা, হাতে লেখা কাগজ (লিফলেট) ইত্যাদি।

২০০৯ সালে ডকুমেন্টশনকৃত নিদর্শন

উল্লিখিত সময়সীমায় ৯১১টি নিদর্শন তালিকাভুক্ত করা হয়। কোনো কোনো ক্রমিক নম্বরে একাধিক নিদর্শনের সন্ধান মেলে। নিদর্শনসমূহ : পুস্তিকা, খাম, ডকুমেন্ট, ধাতব ক্রেস্ট, কাপড়, ট্যাক্সিডার্মি, অ্যাকুরিয়াম, আলোকচিত্র, শোকেস, লাইট, পোস্টার, পেপার কাটিং, ডাকটিকিট, রিপোর্ট, লিফলেট, চিঠি ইত্যাদি।

২০১০ সালে ডকুমেন্টশনকৃত নিদর্শন

সংগ্রহীত নিদর্শন সংখ্যা ২৪৩টি। এগুলো মূলত আলোকচিত্র - কম্পিউটার সফ্‌ট কপি। এছাড়া রয়েছে পুস্তিকা, পোস্টার ইত্যাদি।

২০১১ সালে ডকুমেন্টশনকৃত নিদর্শন

সংগৃহীত নিদর্শন সংখ্যা ৩টি। এগুলো- তন্তু, আলোকচিত্র এবং কাগজ। তন্তু- পতাকা। ১২ মার্চ ১৯৭২ তারিখে ঢাকা স্টেডিয়ামে ফোর গার্ডস (১ রাজপূত) রেজিমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত গার্ড অফ অনার পরিদর্শনকালে বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী জিপটিতে ব্যবহৃত বঙ্গবন্ধুর স্বাক্ষর সম্বলিত পতাকা।

কাগজ- Temporary Admission pass, ১৯৬৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে শেখ হাসিনার প্রবেশপত্র। আগর তলা ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালীন সময়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ ট্রাইবুনালের কোর্টে প্রবেশ করার জন্য এই ধরনের কার্ড দেওয়া হতো।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর প্রতি বছর ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশু-কিশোরসহ সর্বস্তরের জনসাধারণের পদচারণায় মুখর হয়ে থাকে। বিদেশি অতিথিরাও এখানে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। এছাড়া জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলোতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

{সূত্র : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর, ধানমন্ডি, ঢাকা এবং রক্তেভেজা বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, ফোল্ডার, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, ঢাকা]

Dhaka University Institutional Repository

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ, তৎকালীন ফরিদপুর জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে তার জন্ম। নানা নাম দিলেন শেখ মুজিবুর রহমান আর বাবা মা ডাকতেন খোকা বলে। আঠেরো বছর বয়সে বিয়ে করলেন বেগম ফজিলাতুন্নেসাকে। কিন্তু সংসারী হতে পারলেন না কখনোই। দেশ এবং দেশের মানুষের কথা ভেবেই জীবনটা পার করে দিলেন।

১৯৪২ সালে এনট্রেন্স পরীক্ষা (বর্তমান এস এস সি) পাশ করেই কলাকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হলেন। ১৯৪৬ সালেই কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। ১৯৪৮ সালে ভর্তি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে। ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৪৮ তারিখে প্রতিষ্ঠা করলেন মুসলিম ছাত্র লীগ।

তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ২৩ শে মার্চ সংসদে ঘোষণা দিলেন উর্দুই হবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ভাষা। বসে থাকতে পারলেন না শেখ মুজিব। শ্রমিক-ছাত্রসহ এক হয়ে গঠন করলেন এ্যকশন কাউন্সিল। ১১ই মার্চ ১৯৪৮, ঢাকা দিলেন হরতালের। হরতাল চলাকালীন সচিবালয়ের সম্মুখে আন্দোলনরত অবস্থায় গ্রেফতার হলেন। সেই থেকে শুরু। চললো দেশ এবং দেশের মানুষের জন্য দিনের পর দিন গ্রেফতার হওয়া এবং কারাবরণের পালা।

১৯৫০ সালে আবার কারাবরণ করলেন শেখ মুজিব। ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি আবার খাজা নাজিমুদ্দিন বললেন, উর্দূই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। কারাগারে থেকেই এ্যকশন কাউন্সিলকে নির্দেশ দিলেন, ২ শে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে মাতৃভাষা ঘোষণার দাবিতে আন্দোলন করতে হবে। ২ শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র জনতার মিছিলে পুলিশ গুলি চালালো। আর প্রতিবাদে জেলের ভেতরেই শেখ মুজিব টানা ১৩ দিন অভুক্ত অনশন পালন করলেন। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাসও আপনাদের জানা দরকার। আমি তখন ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে বন্দু অবস্থায় চিকিৎমার জন্য আসি। তখন সেখানে আমাদের স্থির হয় ১৯৫২ সালে ২ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে রাষ্ট্র ভাষার উপর আমার ভাষার উপর যে আঘাত হয়েছে তার মোকাবেলা করতে হবে। কথা হয় ১৬ই ফেব্রুয়ারি আমি অনশন ধর্মঘট করব জেলের মধ্যে। আর ২ শে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন শুরু হবে। আমি অনশন ধর্মঘট শুরু করলাম ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে। আমাদের ট্রান্সফার করে দেওয়া হলো ফরিদপুর জেলে।'

১৯৫৪ সালের ১০ মার্চের নির্বাচনে শেখ মুজিব টুঙ্গিপাড়া আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেন। ১৫ই মে শেখ মুজিবকে কৃষি ও বনজ মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলো।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৫ সালের ১৭ই জুন, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পাল্টনে জনসভায় পূর্ব পাকিস্তানের সায়ত্বশাসন এর দাবিসহ ২১ দফা দাবি ঘোষণা করা হলো।

১৯৫৮ সালের ০৭ই অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান সকল ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সামরিক শাসন জারি করলেন। ১১ই অক্টোবর আবার গ্রেফতার হলেন শেখ মুজিব। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত চললো ক্রামগত মুক্তি এব গ্রেফতারের পালা। এর মধ্যেই গোপনে গঠন করলেন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ।

১৯৬৩ সালে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পরে শেখ মুজিব হলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রধান। বাদ দিলেন মুসলিম শব্দটি। পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো আওয়ামী লীগ।

১৯৬৬ সালে শখে মুজিব ৬ দফা দাবির ঘোষণা দিলেন। এই ৬ দফা পূর্ব পাকিস্তানে সায়ত্বশাসন এবং বাঙালির অধিকার আদায়ের দাবি হিসেবে পরিচিতি পেল। শেখ মুজিব হলেন বাঙালির নেতা। এবং আবারও গ্রেফতার হলেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মিথ্যা অভিযোগসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে প্রহসনমূলক মামলার বিচার শুরু হলো। ১৯৬৯ সালে বাঙালি ছাত্র জনতার ব্যাপক আন্দোলনের মুখে সরকার শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো।

১৯৬৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর, সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবস ঘোষণা দিলেন 'এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তান নয়, বাংলাদেশ নামে ডাকতে হবে এদশেকে'। শেখ মুজিবকে এদশের মানুষ ভালবেসে উপাধি দিল 'বঙ্গবন্ধু'।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী তখনও তাদের হাতে ক্ষমতা আকড়ে রাখার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানালেন এবং ৩রা মার্চ হরতালের ডাক দিলেন।

৭ই মার্চ ১৯৭১, বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে জনসমুদ্রে পরিণত হলো পল্টন ময়দান। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন, বললেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ৭ই মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সকল অফিস আদালত, স্কুল কলেজ, ব্যাংক সহ প্রশাসন একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ন্যায় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চলতে লাগলো।

Dhaka University Institutional Repository

২৫শে মার্চ কালো রাত্রিতে পাকিস্তানী হানাদার সামরিক বাহিনী ঝাপিয়ে পরলো এদেশের নিরিহ মানুষের উপর। রাত ১-১০ এ গ্রেফতার করা হলো বঙ্গবন্ধুকে। শুরু হলো নির্বিচারে সাধারণ মানুষ হত্যার এক একতরফা যুদ্ধ। যুদ্ধ চলাকালীন আগস্ট–সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে গোপন বিচারে পাকিস্তানী জান্তা বঙ্গবন্ধুর ফাঁসির আদেশ দিলো। পৃথিবীর মুক্তিকামী জনতা বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার দাবি তুললো। অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে শেষ হলো যুদ্ধ। স্বাধীন হলো বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ।

{সূত্র : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর, ধানমন্ডি, ঢাকা]

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৯৬ সালের ২২ মার্চ ঢাকার সেগুনবাগিচা এলাকায় একটি পুরানো দ্বিতল বাড়িতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাপর্বেই জাদুঘরটির লক্ষ্য বা Mission কে ব্যাখ্যা করা হয় এভাবে –

> A Museum dedicated to all freedom loving people and victims of mindless atrocities and destructions committed in the name of religion, ethnicity and sovereignty. The Museum encourages reflection upon the suffecrings and heroism of Bangladesh Liberation war and its ideals. Liberation War Museum endeavors to link this history with comtemporary pressing social problems and humanitarian issues. অর্থাৎ এই জাদুঘর বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণ এবং ধর্ম - জাতিসত্তা ও সার্বভৌমত্বের নামে নৃশংসতার শিকার সকল মানুষের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং এর আদর্শিক ভিত্তিসমূহ অর্জনের জন্য দেশবাসীর ত্যাগ ও বীরত্বের ঘটনাবলি হৃদয়ঙ্গম করতে উৎসাহিত করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এই ইতিহাসের আলোকে চলমান সামাজিক সমস্যা ও মানবাধিকারের বিষয় – বিবেচনায় সচেষ্ট রয়েছে।[১০]

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বাংলাদেশের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত নিদর্শন ও স্মরকচিহ্নসমূহ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা হয়। জাদুঘর পরিদর্শনে আসা দর্শককে যে জিনিস সবার আগে উদ্বুদ্ধ করে তা হলো – এর প্রবেশ পথেই রযেছে 'শিখা চিরন্তর', প্রস্তরে উৎকীর্ণ করা আছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অঙ্গিকার :

১০. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, *ত্রয়োদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও স্বাধীনতা উৎসব প্রকাশনা*, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ঢাকা মার্চ ২০০৯। পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষী বাংলার রক্তভেজা মাটি
সাক্ষী আকাশের চন্দ্রতারা
ভুলি নাই, শহীদদের কোন স্মৃতি
ভুলবনা কিছুই আমরা[১১]

১৯৯৪ সালের জুন মাসে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতিকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কতিপয় সমাজ ও রাজনীতি সচিতন ব্যক্তিবর্গ নিজেরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 'মুক্তযিুদ্ধ স্মৃতি ট্রাস্ট' নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করেন। এই ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন ড. সারওয়ার আলী, মফিদুল হক, আলী যাকের আসাদুজ্জামান নূর, রবিউল হুসাইন, সারা যাকের, জিয়াউদ্দিন তারেক আলী এবং আক্কু চৌধুরী।[১২]

উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর জনগণ দ্বারা স্থাপিত একটি জাদুঘর। সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের তথ্য, প্রমানাদি, বস্তুগত নিদর্শন, রেকর্ডপত্র ইত্যাতি সংগ্রহ করে জাদুঘরে প্রদর্শিত হয়। জাদুঘরটির এই নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাধারা উপস্থাপনের প্রয়াসটি দেশব্যাপী ব্যাপক সাড়া পড়ে এবং স্বেচ্ছায় অনেকেই অর্থ ও স্মারক নিদর্শন প্রদানের এগিয়ে আসেন। শুধু তাই নয়, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিশ্বের অপরাপর আটটি দেশের সমভাবাপন্ন জাদুঘরের সঙ্গে মিলে গঠন করেছে 'ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অব হিস্টরিক সাইট মিউজিয়ামস অব কনসান্স'। প্রতিবছর ১৮ মে পালন করে আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তরুণ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের বিস্তারিত ইতিহাস তুলে ধরার জন্য ১৯৯৭ সাল থেকে নিয়মিত কর্মসূচি হিসেবে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আউটরিচ কর্মসূচির প্রবর্তন করে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকাণ্ডের বড় লক্ষ্য সকল স্তরের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও গৌরবের সঙ্গে পরিচিত করে তোলা। এ লক্ষ্যে একটি গাড়িকে ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরে রূপান্তর করা হয়, যা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে থাকে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে একটি ছোট প্রদর্শনশালা ও উন্মুক্ত মঞ্চ রয়েছে যেখানে বিভিন্ন প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আর বইপ্রেমী পাঠকদের জন্য রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত গ্রন্থাদির এক বিশাল সমাহার। যে কেউ ইচ্ছে করলে এখান থেকে পছন্দের বই, পোস্টার, ভিউকার্ড, সিডি ক্রয় করতে পারেন।

---

১১. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, *বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, খণ্ড- ৮*, ঢাকা- মার্চ ২০০৪। দ্রষ্টব্য : হক, মফিদুল, *মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর*। পৃ. ২১০

১২. ইসলাম, সৈয়দ আমীরুল, *বাংলাদেশে মিউজিয়াম, জাদুঘর সংগ্রহশালা সংগ্রহালয়*, জ্যোতি প্রকাশ, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৬। পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

দুতলা ভবনের ছয়টি কক্ষে নিদর্শনসমূহ সংরক্ষণ করা হয়েছে। নিচতলার প্রথম কক্ষে ১৭৫৭ সালে পলাশির আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিতের ইতিহাস দিয়ে শুরু। এরপর রয়েছে ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির ধারাবাহিক ইতিহাস। পরিপাটি করে সাজানো আছে বাঙালির সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমি গঠনের প্রাচীন তত্ত্বের নিদর্শন। ময়নামতি, পাহাড়পুর, ষাট গম্বুজ মসজিদের মডেল, পলাশি প্রান্তরের নকশা, সিপাহী বিদ্রোহ, টিপু সুলতান, তিতুমীরের অঙ্কিত চিত্র ; ক্ষুধিরাম, প্রীতিলতা, মওলানা মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আলোকচিত্র এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট মূর্তিতে অবিভক্ত ভারত বাঙালি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্যের চমৎকার সব প্রমাণাদি।

দ্বিতীয় কক্ষটিতে স্থান পেয়েছে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত পাকিস্তানিদের বৈষম্য, অত্যাচার, শোষণ ও নির্যাতনের কঠিন চিহ্ন। এসব আলোকচিত্র ও মুদ্রিত হরফে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই কক্ষটিতেই সংরক্ষণ করা হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যবহৃত পোশাক, কলম, পাইপ, রুমাল ও চিঠিপত্র।

তৃতীয় কক্ষটিতে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর ধারাবাহিক ইতিহাসের বিবরণ। ১৯৬৯–এর গণআন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মার্চে পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্মম গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত ইতিহাসের দলিলপত্র। এসব দলিলপত্র বিভিন্নরকম ছবি, ডকুমেন্টস আর মডেলের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। এরপর ভেতরের দরজা দিয়ে বের হয়ে একটি সরু সিমেন্টের সিঁড়ি বেয়ে দুতলায় ওঠার পথ। হাতের ডান দিকেই চতুর্থ কক্ষের অবস্থান।

এই চতুর্থ কক্ষটিতে সাজানো রয়েছে বেশ কয়েকটি শোকেস। এখানে বিভিন্ন শহীদদের ব্যবহৃত পোশাক ও অন্যান্য জিনিসপত্র সংরক্ষণ করা আছে। যাঁদের নিদর্শন এখানে স্থান পেয়েছে তাঁরা হলেন –

শহীদ শামসুল করিম খান, রাজশাহীর পুলিশ কর্মকর্তা মামুন মাহমুদ, শহীদ শফিকুল আনোয়ার, শহীদ কাজী শামসুল হক, শহীদ ডা. এ. কে. এম. ফারুক, পিরোজপুরের পুলিশ প্রধান শহীদ ফয়জুর রহমান আহমেদ (কথাশিল্পী প্রফেসর ড. হুমায়ূন আহমেদের পিতা), লে. আনোয়ারুল আজিম, মেজর জেনারেল খালেদ মোশারফ, তাজউদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের মালিক মধুসদন। এছাড়া আরও আছে বিদেশের পত্র-পত্রিকায় গণহত্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদন।[১৩]

১৩. ইসলাম, রফিকুল (সম্পাদক), *ধানশালিকের দেশ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, সংখ্যা অক্টোবর ১৯৯৯-জুন ২০০০। দ্রষ্টব্য : তালুকদার, আলম, *দুটি জাদুঘর*। পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণদিকের দরোজা পেরিয়ে করিডোর–এর দেয়ালে টাঙানো আছে বাংলাদেশের মানচিত্রে চিহ্নিত মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ এবং বিভিন্ন সেক্টর কমান্ডারের ছবিসহ তাদের পরিচিতি ।

পঞ্চম কক্ষে প্রবেশ করতেই দেখা যাবে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত গুলি, গুলির কেস, বুলেট বক্স, বন্দুকের বক্স, মর্টার সেল, নৌ-কমান্ডারদের ব্যবহৃত চাকু, জুতাসহ আরও অনেক নিদর্শন । সেসঙ্গে এই কক্ষটিতে কালের সাক্ষী হয়ে শোভাবধর্ন করছে বেতার শিল্পী ও বিমান বাহিনীর বিভিন্ন অপারেশনের নথিপত্র, বাংলাদেশের মনোহর একটি পতাকা, মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত হাঁড়ি–পাতিল ইত্যাদি ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থনে নিউইর্য়কে জর্জ হ্যারিসন ও ফিল লোবাটর যে কনসার্ট করেছিলেন তার অডিও টেপ, লং প্লেরেকর্ড ও স্মরণিকা । আছে একটি কম্পিউটার যাতে বাংলা ইংরেজিতে ছবি ও লেখায় ধারাবাহিকভাবে ভেসে উঠেছে প্রিয় বাংলাদেশের ইতিহাস ।

সর্বশেষ বা ষষ্ঠ কক্ষটিতে রয়েছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শ্রেষ্ঠদের অংকিত ছবি । তাঁদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র । বর্বর পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের মূল্যবান প্রামাণ্য আলোকচিত্র ।

পূর্বদিকের দরোজার ওপরেই লোহার প্যাঁচানো সিঁড়ি । জাদুঘর থেকে বের হওয়ার এটাই পথ । আপাতত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন শেষে এভাবেই একজন দর্শক বের হয়ে আসতে পারেন । কিন্তু আত্মপরিচয়ের সম্মানে মগ্ন একজন বাঙালি বার বার ফিরে আসেন এই জাদুঘর পরিদর্শনে – তার সদ্য পাই তাঁদেরই 'পরিদর্শন বই'য়ে লিপিবদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় থেকে –

> জীবনের স্রোতধারার টানে আজ আমরা বহুদূর এসেছি, কিন্তু অতীতের অনেক কিছুই তো জানি না । আজ হঠাৎ করে কোন উপলক্ষ ছাড়াই এখানে প্রবেশ করে বুঝতে পারলাম জীবন এখনো কতটা অপূর্ণ । শত লাখ সেই শহীদের প্রতি রইলো অজস্র শ্রদ্ধা ও সালাম । আমাদের মত এই নব প্রজন্মকে জানানো উচিত অতীতের সকল ইতিহাস । যাঁদের বিনিময়ে আজ এই বাংলায় পাখির মত স্বাধীনভাবে ডানা মেলে উড়তে পারি । মনের ভাব বাংলায় আজ সহজ করে বলতে পারি ।
>
> আজ একটাই চাওয়া, সেই বর্বর হত্যাকারীদের যদি আজ কেউ বেঁচে থাকে তবে তাদের উপযুক্ত বিচার চাই । (**শান্তা,** মিরপুর গালর্স আইডিয়াল ল্যাব ইনস্টিটিউট, মিরপুর, ঢাকা)

Dhaka University Institutional Repository

খ. শ্রেণিভেদ ও বাংলাদেশের জাদুঘরসমূহের নাম-তালিকা

জাদুঘর বর্তমানে আর সনাতন ধারণার অন্তর্গত বিষয় নয়। জাদুঘরের কর্মকাণ্ড আজ বহুধাবিভক্ত। একদিকে জাদুঘর যেমন শিক্ষা, সংস্কৃতি, গবেষণা ও বিনোদনের কেন্দ্র অন্যদিকে এই জাদুঘরই আবার ত্রিকাল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী–অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ কেন্দ্রিক। সময়ের প্রেক্ষাপটে জাদুঘরের বৈশিষ্ট্য প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই জাদুঘর আজকের দিনে যতটা-না আনুভূমিক তার চেয়ে অনেক বেশি উলম্ব।[১৪]

জাদুঘর যেমন নানা ধরনের হতে পারে তেমনি এতে উপস্থাপিত নিদর্শনাদিও হরেক রকমের। ফলে জাদুঘরবিদ্যায় সংযোজিত হচ্ছে নতুন নতুন বিষয় ও বৈশিষ্ট্যের সম্ভার। জাদুঘরের শ্রেণিবিন্যাস দুরূহ হলেও 'দ্যা মিউজিয়ামস ইন বাংলাদেশ' গ্রন্থে ফিরোজ মাহমুদ ও হাবিবুর রহমান জাদুঘরকে তিন ধরনে বিভক্ত করেছেন :

> The first is the classification of museums by predominant subject of collections, the second from the point of view of functional scope and approach or objective purpose, and the third by status, i.e., by ownership, managment and institutional character.[১৫]

বাংলাদেশে বিদ্যমান জাদুঘরসমূহকে পূর্ণাঙ্গ না হলেও নিম্নরূপভাবে বিভক্ত করা যায় :

ক.

পুরাকীর্তি জাদুঘর, শিল্পকলা জাদুঘর, জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, ইতিহাস জাদুঘর, প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, শিশু জাদুঘর, বাণিজ্য জাদুঘর, অগ্নি জাদুঘর, লোকশিল্প জাদুঘর, সাহিত্য জাদুঘর, জীবন্ত জাদুঘর, উন্মুক্ত জাদুঘর, চলমান জাদুঘর, সামুদ্রিক জাদুঘর, সামরিক ও যুদ্ধ-স্মৃতি জাদুঘর, বহু উদ্দেশ্য বা বিদ্যা সম্বলিত জাদুঘর, গীতবাদ্যাদির জাদুঘর, ব্যক্তিত্ব জাদুঘর, ডাকঘর জাদুঘর, আঞ্চলিক জাদুঘর, খেলাধুলা জাদুঘর, বিশেষ ভাবসম্পৃক্ত জাদুঘর, পুতুল জাদুঘর, প্রজাপতি জাদুঘর।

---

১৪. ইসলাম, সৈয়দ আমীরুল, *বাংলাদেশে মিউজিয়াম জাদুঘর সংগ্রহশালা সংগ্রহালয়*, জ্যোতি প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬। পৃ. ৪২

১৫. Mahmud, Firoz & Rahman, Habibur, *The Museums in Bangladesh*. Bangla Academy, Dhaka, 1987. p. 60

Dhaka University Institutional Repository

এই তালিকার বাইরে নানা নিদর্শনভিত্তিক এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রতিষ্ঠিত জাদুঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব ।

খ.

ব্যবহারিক বা কার্যকরী ভূমিকা অনুসারে জাদুঘরকে চারভাগে বিভক্ত করা যায় । এগুলো হলো: গবেষণামূলক, বিশেষজ্ঞানবিশিষ্ট, একীভূত এবং বহুবিদ্যা সম্বলিত বা বিভিন্ন উদ্দেশ্য সম্বলিত জাদুঘর ।

গ.

স্বত্ব, ব্যবস্থাপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বহু ধরনের জাদুঘর পৃথিবীতে বিদ্যমান । এ জাতীয় জাদুঘরকেও কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায় । যেমন– সরকারি জাদুঘর (জাতীয় জাদুঘর, রাজ্য জাদুঘর, আঞ্চলিক জাদুঘর, জেলা জাদুঘর, নগর জাদুঘর, স্থানিক জাদুঘর, সামরিক জাদুঘর ইত্যাদি), কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর, প্রাতিষ্ঠানিক জাদুঘর, ব্যক্তিগত বা ট্রাস্ট জাদুঘর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

এবার বাংলাদেশের বিদ্যমান জাদুঘরসমূহের একটি নাম–তালিকা[১৬] উপস্থাপন করা হলো :

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, ঢাকা
আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, ঢাকা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর, ঢাকা
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ঢাকা
ঢাকা সেনানিবাস বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, ঢাকা
আজমল এনেসথটিক মিউজিয়াম, ঢাকা
উলফাত রানার মিনি জাদুঘর, বক্সিবাজার, ঢাকা
ক্রিকেট জাদুঘর, ঢাকা
জাতীয় প্রাকৃতিক জাদুঘর, ঢাকা চিড়িয়াখানা, ঢাকা
এম আর তরফদার স্মৃতি জাদুঘর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
অক্টোবর স্মৃতি জাদুঘর, জগন্নাথ হল, ঢাকা
স্বাধীনতা স্তম্ভ মিউজিয়াম, ঢাকা
স্বাধীনতা সংগ্রাম, ফুলার রোড, ঢাকা

---

১৬. ইসলাম, সৈয়দ আমীরুল, *বাংলাদেশে মিউজিয়াম জাদুঘর সংগ্রহশালা সংগ্রহালয়*, পৃ. ১১০ - ১১৪

Dhaka University Institutional Repository

ডাকসু সংগ্রহশালা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
ভূগোল ও পরিবেশ জাদুঘর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা জাদুঘর, ঢাকা
ফিশ মিউজিয়াম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ জাদুঘর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ জাদুঘর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ জাদুঘর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
বাণিজ্য অনুষদ জাদুঘর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
ঢাকা মেডিকেল কলেজ অ্যানাটমি জাদুঘর, ঢাকা
হিস্টোপ্যাথলজিক্যাল জাদুঘর, ঢাকা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ অ্যানাটমি জাদুঘর, ঢাকা
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ জাদুঘর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ভূগোল বিভাগ জাদুঘর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
প্রত্নতত্ত্ব জাদুঘর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
নজরুল জাদুঘর, ঢাকা
পুলিশ মিউজিয়াম, ঢাকা
পোস্টাল মিউজিয়াম, জিপিও, ঢাকা
ফলবীথি ফলবৃক্ষের জাদুঘর, ঢাকা
সামরিক জাদুঘর, ঢাকা
বলধা মিউজিয়াম, ঢাকা
বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম মিউজিয়াম, ঢাকা
বাংলাদেশ নিউমিসম্যাটিক সোসাইটি সংগ্রহশালা, ঢাকা
বাংলাদেশ বিমানবাহিনী জাদুঘর, ঢাকা
বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ জাদুঘর, ঢাকা
বাংলাদেশ রাইফেলস জাদুঘর, ঢাকা
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট সংগ্রহশালা, ঢাকা
এশিয়াটিক সোসাইটি মিউজিয়াম, ঢাকা
বিসিক নকশাকেন্দ্র সংগ্রহশালা, ঢাকা
বাঙালি সমগ্র, ২৩৫/২ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা
ভাষা আন্দোলন মিউজিয়াম, ভাষা ভবন, সড়ক-৫, ধানমন্ডি, ঢাকা
ঢাকা নগর জাদুঘর, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

লালবাগ দুর্গ জাদুঘর, ঢাকা
শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ জাদুঘর, ঢাকা
শহীদ মতিউর রহমান স্মৃতি জাদুঘর, নবকুমার ইন্সটিটিউট, ঢাকা
শিশু জাদুঘর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা
সানির কার মিউজিয়াম, বাংলামটর, ঢাকা
মিনি জাদুঘর (ডাকটিকেট), ল-৫৩, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় জাদুঘর, ঢাকা
জেলা পরিষদ জাদুঘর, ঢাকা
লোক ঐতিহ্য সংগ্রহশালা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা
লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
শস্য সংরক্ষণ জাদুঘর, গাজীপুর
প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা, ওয়ারী বটেশ্বর, বেলাব, নরসিংদী
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা, ময়মনসিংহ
বিজয়গাথা, ময়মনসিংহ সেনানিবাস
ময়মনসিংহ জাদুঘর, ময়মনসিংহ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর, ময়মনসিংহ
শরীরবিদ্যা বিভাগ জাদুঘর, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
মৎস্য বিভাগ জাদুঘর, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
কীটতত্ত্ব বিভাগ জাদুঘর, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ জাদুঘর, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ জাদুঘর, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ জাদুঘর, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় জাদুঘর, ময়মনসিংহ
বঙ্গবন্ধু সেতু আঞ্চলিক জাদুঘর, টাঙ্গাইল
উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী জাদুঘর, বিরিশিরি, নেত্রকোনা
লোকঐতিহ্য সংগ্রহশালা, কিশোরগঞ্জ
কিশোরগঞ্জ জাদুঘর, কিশোরগঞ্জ
জগদীশ চন্দ্র বসু জাদুঘর, মুন্সিগঞ্জ
ফরিদপুর জাদুঘর, ফরিদপুর
মনি মালার মনিহার (পল্লী কবি জসিমউদ্‌দীন স্মৃতি জাদুঘর), অম্বিকাপুর (তাম্বলখানা), ফরিদপুর
ওসমানী জাদুঘর, সিলেট

Dhaka University Institutional Repository

সিলেট পুরাতত্ত্ব জাদুঘর, সিলেট
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় জাদুঘর, সিলেট
আহরণী জাদুঘর, হবিগঞ্জ
মনিপুরী জাদুঘর, শনগাঁও, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার
হাসন রাজা জাদুঘর, সুনামগঞ্জ
বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, রাজশাহী
শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ প্যাথলজি মিউজিয়াম, রাজশাহী
ভূগোল বিভাগ জাদুঘর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ জাদুঘর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ভূতত্ত্ব বিভাগ জাদুঘর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ জাদুঘর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
শাহজাদপুর রবীন্দ্র স্মৃতি জাদুঘর, সিরাজগঞ্জ
বালসাবাড়ি প্রাণি জাদুঘর, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ
উল্লাপাড়া গুণীজন সংগ্রহশালা, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ
চলনবিল জাদুঘর, খুবজীপুর, নাটোর
চিরঞ্জীব স্যাপার্স, নাটোর
উত্তরা গণভবন, নাটোর
কারুপল্লী, বগুড়া
প্যালেস মিউজিয়াম অ্যান্ড অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, বগুড়া
বিজয়াঙ্গন, বগুড়া
মহাস্থানগড় জাদুঘর, বগুড়া
ট্যাক্সিডার্মি জাদুঘর, দিনাজপুর
দিনাজপুর জাদুঘর, দিনাজপুর
রংপুর জাদুঘর, রংপুর
তাজহাট প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, রংপুর
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় জাদুঘর, রংপুর
পাহাড়পুর জাদুঘর, নওগাঁ
লালমনিরহাট জেলা জাদুঘর, সবুজনীড়, থানাপাড়া, লালমনিরহাট
রেলওয়ে জাদুঘর, সৈয়দপুর, নীলফামারী
ক্রপ মিউজিয়াম, ঠাকুরগাঁও

Dhaka University Institutional Repository

রকস মিউজিয়াম, পঞ্চগড়

খুলনা বিভাগীয় জাদুঘর, খুলনা

পাইকগাছা পাবলিক লাইব্রেরি ও জাদুঘর, পাইকগাছা, খুলনা

প্রত্নতত্ত্ব জাদুঘর, বাগেরহাট

গৌরবাঙ্গন, যশোর সেনানিবাস

মাইকেল মধুসূদন দত্ত জাদুঘর, যশোর

এস এম সুলতান স্মৃতি সংগ্রহশালা, নড়াইল

সেকান্দরের প্রাণিহাড় সংগ্রহশালা, সাতক্ষীরা

কুঠিবাড়ি রবীন্দ্র জাদুঘর, শিলাইদহ, কুষ্টিয়া

লালন মিউজিয়াম, কুষ্টিয়া

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর, মেহেরপুর

শেরে বাংলা স্মৃতি জাদুঘর, চাখার, বরিশাল

বরিশাল জাদুঘর, বরিশাল

চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় জাদুঘর, বরিশাল

রামমালা জাদুঘর, কুমিল্লা

ময়নামতি জাদুঘর, কুমিল্লা

যাঁদের রক্তে মুক্ত স্বদেশ, কুমিল্লা সেনানিবাস

মৎস্য সংগ্রহশালা, চাঁদপুর

গান্ধী স্মৃতি জাদুঘর, সোনাইমুরী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী

কীর্ত্তিপাশা জাদুঘর, কীর্ত্তিপাশা, ঝালকাঠি

সী ফিশ মিউজিয়াম, কলাপাড়া, কুয়াকাটা, পটুয়াখালী

জিয়া স্মৃতি জাদুঘর, চট্টগ্রাম

জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগ জাদুঘর, চট্টগ্রাম

গোলন্দাজ জাদুঘর, চট্টগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

টাইগার্স মিউজিয়াম, চট্টগ্রাম

প্যাথলজি বিভাগীয় জাদুঘর, চট্টগ্রাম

বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি জাদুঘর, চট্টগ্রাম

মেরিটাইম মিউজিয়াম, চট্টগ্রাম

সমুদ্র সম্পদ জাদুঘর, চট্টগ্রাম

স্মৃতি অম্লান, চট্টগ্রাম

বন গবেষণা জাদুঘর, ষোলশহর, চট্টগ্রাম

উপজাতীয় জাদুঘর, উপজাতি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি

রাঙ্গামাটি টঙ্গ্যা জাদুঘর, রাঙ্গামাটি

বন্যপ্রাণি জাদুঘর, চকরিয়া, কক্সবাজার

উপজাতীয় জাদুঘর, উপজাতি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, কক্সবাজার

মৎস্য জাদুঘর, কক্সবাজার ।

Dhaka University Institutional Repository

গ. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ[১৭]

ভাইয়েরা আমার,

আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।

কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করব এবং এদশেকে আমরা গড়ে তুলব, এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস, মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস।

বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সনে রক্ত দিয়েছি, ১৯৫৪ সনে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সনে আয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে দশ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছিল। ১৯৬৬ সনে ৬ দফার আন্দোলনে, ৭ই জুনে আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন এহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট এহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না। তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে হবে। আমরা বললাম ঠিক আছে, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসব।

আমি বললাম, অ্যাসম্বলির মধ্যে আলোচনা করব, এমনকি আমি এও পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও, একজন যদিও হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

---

১৭. খান, শামসুজ্জামান (সম্পাদক), *বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৫। পৃ. ৯-১২

Dhaka University Institutional Repository

জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে। তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, ওদের সঙ্গে আলাপ করলাম : আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপরে হঠাৎ এক তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হলো। এহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন, আমি বললাম যে, আমি যাবো। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। পঁয়ত্রিশ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করে দেয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল। আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিলো। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কী পেলাম আমরা? যে আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী- আর্ত মানুষের মধ্যে। তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জনাব এহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপরে গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি না-কি স্বীকার করেছি যে, ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমি তো অনেক আগেই বলেছি, কীসের আর.টি.সি? কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসব? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন। বাংলার মানুষের উপরে দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার,

পঁচিশ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি দশ তারিখে বলে দিয়েছি যে, ঐ শহীদের রক্তের উপর দিয়ে, পাড়া দিয়ে আর.টি.সি'তে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে

Dhaka University Institutional Repository

না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন আমার দাবি মানতে হবে প্রথম। সামরিক আইন মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখব আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারব কি পারব না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না। আমি, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাচারি, আদালত, ফৌজদারি, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সে জন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু, সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীম কোর্ট, হাই কোর্ট, জজ কোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো– ওয়াপদা, কোন কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর আমার অনুরোধ রইল : প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যদি হুকুম দেবার না পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব। আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই– তোমরা ব্যারাকে থাক, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা কর না। সাত কোটি মানুষেকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবা না। আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যতদূর পারি ওদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছিয়ে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি : আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো। কেউ দেবে না। শোনেন– মনে রাখবেন শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-নন-বেঙ্গলি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে, আমাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও, টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয় কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়না-পত্র নেবার পারে। কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন। কিন্তু যদি এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন।

প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা : রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব– এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম– এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

জয় বাংলা।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. জাদুঘর-দর্শনার্থী সাক্ষাৎকারের প্রশ্নপত্র

স্থান : তারিখ :

নাম :

ঠিকানা :

পেশা : বয়স : শিক্ষা : জেন্ডার: পুরুষ / নারী

জাদুঘর পরিদর্শনের পূর্বে

১. জাদুঘর দেখতে আসার উদ্দেশ্য কী?

২. জাদুঘরে কী আছে ?

৩. ক. আগে কখনও জাদুঘর দেখেছেন ?

খ. উত্তর হ্যাঁ হওয়ায় আবার কেন এসেছেন ?

জাদুঘর পরিদর্শনের পরে

১. জাদুঘর ঘুরে দেখে কেমন লাগল ?

২. জাদুঘরে কী কী দেখলেন ?

৩. জাদুঘরে এসে কী কী শিখলেন ?

৪. জাদুঘর দেখার পর আপনার মনে কী পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন ?

৫. জাদুঘর দেখার আগে এবং দেখার পরে আপনার অনুভূতি কী ?

৬. সবার কি জাদুঘর দেখা উচিত ?

৭. জাদুঘরে এসে যা যা দেখলেন এবং যা যা শিখলেন এগুলো কি অন্যদের কাছে তুলে ধরবেন ?

৮. ভবিষ্যতে জাদুঘরে আর কী কী দেখতে চান ?

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর *উত্তরদাতার স্বাক্ষর*

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. জাদুঘর-কর্মী সাক্ষাৎকারের প্রশ্নপত্র

স্থান : তারিখ :

১. নাম :

২. পদবি : ৩. লিঙ্গ : পুরুষ / মহিলা

৪. দর্শনার্থীরা জাদুঘরে কেন আসেন :

৫. দর্শনার্থীরা কোন কোন নিদর্শন বেশি দেখেন :

৬. কেন দেখেন :

৭. জাদুঘর পরিদর্শনের পর দর্শনার্থীদের অনুভূতি কী :

৮. প্রতিদিন কী পরিমাণ দর্শনার্থী জাদুঘর পরিদর্শন করেন :

৯. কোন বয়সের কোন্ শ্রেণির দর্শনার্থী বেশি আসেন :

১০. সংখ্যার হিসাব করেন কিভাবে :

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর *উত্তরদাতার স্বাক্ষর*

Dhaka University Institutional Repository

চ. নিবিড় সাক্ষাৎকারের প্রশ্নপত্র

১. জাদুঘর কী :

২. জাদুঘরের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছু বলুন :

৩. জাদুঘরের সঙ্গে দর্শনার্থীর সম্পর্কটা কী রকম অর্থাৎ নিদর্শনের সাথে দর্শক-মনে কী ধরনের যোগাযোগ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় :

৪. জাদুঘর পরিদর্শনের মাধ্যমে দর্শনার্থী কী কিছু শেখে ? যদি শেখে সেই শিক্ষাটা কী রকম :

৫. জাদুঘরের কাছে দর্শনার্থীর কি কোন প্রত্যাশা আছে ? থাকলে সেটা কেমন :

৬. সমাজ বা রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে জাদুঘরের প্রয়োজনীয়তা কী :

৭. জাদুঘরে উপস্থাপন নিদর্শন শৈলী কী রকম হওয়া উচিত :

৮. জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা দর্শনার্থীর জীবনে কোন ধরনের প্রভাব ফেলে :

৯. জাদুঘর পরিদর্শনের পূর্বে এবং পরিদর্শনের পর দর্শনার্থীর অনুভূতি / প্রতিক্রিয়া / ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণটা কেমন :

১০. নীরব শিক্ষক হিসেবে জাদুঘরের ভূমিকা :

১১. একুশ শতকের জাদুঘর নিয়ে আপনার ভাবনা ।

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর *উত্তরদাতার স্বাক্ষর*

Dhaka University Institutional Repository

ছ. নিবিড় সাক্ষাৎকার প্রদানকারী বিশেষজ্ঞদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

চিত্র ছ. ১ : প্রফেসর নজরুল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন গবেষক
আলোকচিত্র- নাজনীন সুলতানা

১. প্রফেসর নজরুল ইসলাম

প্রফেসর নজরুল ইসলাম প্রথমত একজন ভূগোলবিদ ও নগর বিশেষজ্ঞ। ভূগোল শাস্ত্রে রেকর্ড নম্বরসহ অনার্স ও মাস্টার্স উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ষাটের দশকে তিনি কানাডায় এবং সত্তর দশকে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক (১৯৬৩-২০০৭), উচ্চশিক্ষা প্রশাসক (২০০৭-২০১১), ভূগোল ও পরিবেশবিদ, গবেষক ও গবেষণা সংগঠক, নগর বিশেষজ্ঞ, নগর দরিদ্র সহায়ক, লেখক ও শিল্পী-সমালোচক এবং জাদুঘর বিশেষজ্ঞ।

নজরুল ইসলাম বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য। তিনি ঢাকা নগর জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি ছিলেন।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ইতিহাসনির্ভর প্রদর্শনী পুনর্বিন্যাসকরণ কমিটির আহবায়ক (২০০৯-২০১০), মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নির্মীয়মাণ স্বাধীনতা স্মৃতিস্তম্ভ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক (২০০৯) ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভূ-গর্ভস্থ স্বাধীনতা জাদুঘর সজ্জিতকরণ কমিটির সভাপতি। Bangladesh National Museum Journal (Since 2013), সম্পাদক।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর 'ইতিহাস সঠিক উপস্থাপনা বিষয়ক কমিটি'র আহবায়ক এবং একই দায়িত্বে থেকে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক জাদুঘরের ৪টি গ্যালারি পুনঃসজ্জিতকরণে নেতৃত্বদান (২০১০-২০১৩)।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা চত্বর বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক ছিলেন (২০০৯) ও এর ভূ-গর্ভস্থ জাদুঘর সজ্জিতকরণ কমিটির আহবায়ক (২০১৩)।

চিত্র ছ. ২ : প্রফেসর ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন গবেষক
আলোকচিত্র- নাজনীন সুলতানা

২. প্রফেসর ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ

প্রফেসর ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৪ সালে ইতিহাসে স্নাতক সম্মান এবং ১৯৬৫ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৭২ সালে ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.লিট. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি যুক্তরাজ্যের লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ থেকে ১৯৭৮ সালে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভ : 'হিস্ট্রি অব দি সিটি অব ঢাকা'।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে প্রফেসর শরীফ উদ্দিনের কর্মজীবনের শুরু হলেও দেশের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে তিনি প্রধান প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯৭ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রযত্ন বোর্ডের সদস্য এবং জাতীয় গ্রন্থাগার ও

Dhaka University Institutional Repository

আর্কাইভসের পরিচালক হিসেবে (১৯৯৭-২০০৬) কর্মরত ছিলেন। ২০০৯ সালে তিনি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটি ভিন্নধর্মী জাদুঘর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

দেশে ও বিদেশে আর্কাইভস, ইতিহাস ও জাদুঘর সংক্রান্ত বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা জার্নালে তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ইতিহাসবিদ প্রফেসর ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদের ঢাকা কেন্দ্রিক ব্যাপক গবেষণাকর্ম সুধীমহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : Dacca – A study in Urban History and Development, 1840-1885 ; ঢাকার ইতিহাস ও নগর জীবন, ১৮৪০-১৯২১। সম্পাদনা : কালচারাল সার্ভে অব বাংলাদেশ ; Dhaka Past Present Future এবং বাংলাপিডিয়ার বিষয়ভিত্তিক সম্পাদক হিসেবে নিজ মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন।

চিত্র ছ. ৩ : প্রফেসর শামসুজ্জামান খান-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন গবেষক
আলোকচিত্র- নাজনীন সুলতানা

৩. প্রফেসর শামসুজ্জামান খান

প্রফেসর শামসুজ্জামান খান আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ, বহুমাত্রিক লেখক ও জাদুঘর-বিশেষজ্ঞ। তিনি ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতক সম্মান এবং ১৯৬৩ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু অধ্যাপনা পেশার মধ্য দিয়ে। এ যাবৎ তাঁর ১০০টির অধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শামসুজ্জামান খান হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সিগঞ্জ ; জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা ; বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ; জাদুঘর ও ফোকলোর বিষয়ক খণ্ডকালীন প্রফেসর হিসেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক হিসেবেও দক্ষ প্রশাসকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশে বাংলা একাডেমির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত। বাংলা একাডেমিতে ফোকলোর জাদুঘর ও লেখক জাদুঘর প্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁর রয়েছে অগ্রণী ভূমিকা।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন (১৯৯৬-২০০১) সময়ে জাদুঘর কর্মকাণ্ডের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটান। তাঁকে এ দেশের আধুনিক জাদুঘর চর্চার পথিকৃৎ হিসেবেও অভিহিত করা হয়। তাঁর সময়ে জাদুঘর লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়। তিনি অসংখ্য প্রদর্শনী, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম. ওয়ার্কশপ, সঙ্গীত ও আবৃত্তিসহ বিচিত্র অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেন। তিনি বাংলাদেশে জাদুঘর বিষয়ক প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক সাময়িকী 'জাদুঘর সমাচার' প্রকাশ করেন। জাদুঘর বিষয়ে তাঁর রচিত 'জাদুঘর ও অবস্তুগত উত্তরাধিকার' সুধীমহলে ব্যাপক সাড়া জাগায়।

৪. প্রফেসর ড. মোকাম্মেল হোসেন ভূঁইয়া

প্রফেসর ড. মোকাম্মেল হোসেন ভূঁইয়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী। তিনি এই বিভাগ থেকে ১৯৯৩ সালে স্নাতক সম্মান এবং ১৯৯৪ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। উভয় পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন।

প্রফেসর মোকাম্মেল হোসেন ভূঁইয়া বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জাতিতত্ত্ব বিভাগে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এর অল্প কিছু দিন পরেই তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত।

প্রফেসর মোকাম্মেল হোসেন ভূঁইয়া ২০০৭ সালে এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম : Iconography of goddess Manasa : An Ethnoarchaeological Study. তিনি ২০১২ সালে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। অভিসন্দর্ভ : Schools Art and Iconography of Buddist, Brahmanical and Jain Sculptures of Southeast Bengal (from earliest time to 13th century CE).

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ছ. ৪ : প্রফেসর ড. মোকাম্মেল হোসেন ভূঁইয়া-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন গবেষক
আলোকচিত্র- মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া

জাদুঘর ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে দেশ-বিদেশের গবেষণা জার্নালে প্রফেসর ভূঁইয়ার বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে চীন, জাপান, শ্রীলঙ্কা, ভারত, নেপাল, ব্রাজিল, ফ্রান্স, জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন।

তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ এর ফেলো (২০০৮) ; সার্ক ফেলো (২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫)। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রাচীন বাংলার পোড়া মাটির শিল্প (দিব্য প্রকাশ, ২০০৩) ও Studies in South Asian heritage (Bangla Academy, 2015)।

৫. ড. ফিরোজ মাহমুদ

ড. ফিরোজ মাহমুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোকলোর বিষয়ে পুনরায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচ.ডি. ডিগ্রিও লাভ করেন। তাঁর গবেষণা অভিন্দর্ভ : Metalwork of Bangladesh : A study in Material Folk Culture. তিনি ইতিহাস, জাদুঘর ও ফোকলোরবিদ হিসেবে সমধিক পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ছ. ৫ : ড. ফিরোজ মাহমুদ-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন গবেষক
আলোকচিত্র- নাজনীন সুলতানা

ড. ফিরোজ মাহমুদ ঢাকা জাদুঘর অর্থাৎ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি বাংলাদেশে জাদুঘর আন্দোলনের অন্যতম সক্রিয় কর্মী ও প্রবক্তা। তিনি বাংলাদেশের মর্যাদাসম্পন্ন প্রায় প্রতিটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠা ও কর্মকাণ্ডে তাঁর অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর রেখেছেন। অবিরাম গবেষণাই তাঁর প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র।

জাদুঘর ও ফোকলোর-সংক্রান্ত ড. ফিরোজ মাহমুদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও রচনা হলো : The Museums in Bangladesh (with Habibur Rahman) ; Prospect of Material Folk Culture Studies and Folklife Museums in Bangladesh ; A Study in Material Folk Culture ; Contemporary Traditional Art of Bangladesh ; Living Traditions of Bangladesh ; The Art of Filigree in Dhaka এবং Contemporary Traditional Art of Bangladesh (with Professor Dr. Henry Glassie) ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ছ. ৬ : স্থপতি রবিউল হুসাইন-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন গবেষক
আলোকচিত্র- মোঃ গুলজার হোসেন

৬. স্থপতি রবিউল হুসাইন

স্থপতি রবিউল হুসাইন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৮ সালে স্থাপত্যবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি দীর্ঘদিন শহীদুল্লাহ এন্ড এসোসিয়েটস লিমিটেডের প্রধান স্থপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবিউল হুসাইন দেশের একজন প্রথিতযথা কবি।

সাহিত্য, সংস্কৃতি, স্থাপত্য, প্রকৌশল ও জাদুঘর বিষয়ে রবিউল হুসাইন দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কম্বোডিয়া, ফ্রান্স, আলজেরিয়া, জার্মানি, ভারত ও শ্রীলঙ্কায় বহু সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপে অশংগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডিতে বৌদ্ধসভ্যতার ওপর একটি জাদুঘরের ডিসপ্লের কাজের সঙ্গে জড়িত থেকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাঁর কাজের পরিধি বিস্তৃত করেন।

রবিউল হুসাইন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর প্রযত্ন বোর্ডের সদস্য, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরের সদস্য, ঢাকা নগর জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি হিসেবে এদেশে জাদুঘর চর্চা ও কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন।